তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ০১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম 'লিংকন'
পিতা-মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া
৬২/৩/বি, দক্ষিন মুগদাপাড়া
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নজরুল ইসলাম মিশা
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি,
৫, দিলকুশা, মতিঝিল, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০১-২০১৪ ইং)

আবেদনকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম 'লিংকন' ২৫-০৮-২০১৩ ইং তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

চট্টগ্রাম ১ নং টার্মিনালের বেইস স্টোর মেরামত কাজের বিল প্রদানের দীর্ঘ ৪ বৎসর যাবৎ হয়রানী করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংস্থার অর্থ পরিচালক শাহিনুর ভূইয়াসহ কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ও তদন্ত এবং বিলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্যঃ

- **তদারকী কমিটি কাজ শেষ করার পর প্রায় ১ বৎসর কোন প্রতিবেদন প্রদান করেন নাই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রদান করা হয় এবং সংস্থা কর্তৃক একাধিক তাগিদ পত্র প্রদানের পর বাধ্য হইয়া ১টি অযৌক্তিক অবাস্তব মিথ্যা প্রতিবেদন প্রেরণ করেন যাহা পরবর্তী একাধিক তদন্তে প্রায় ১০০% মিথ্যা প্রমানিত হয়। পরবর্তীতে কর্মচারী শাখা কর্তৃক তাহার নিকট সঠিক প্রতিবেদন প্রদানের অনুরোধ করা হয়। সেক্ষেত্রেও তিনি কোন প্রতিবেদন প্রদান করেন নাই।**

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ
কমিটির আহ্বায়কের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা কোন জবাব আদায় করা হয়েছে কিনা?

- **কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য প্রকৌশলী ভিন্ন রকম প্রতিবেদন প্রদান করায় সম্পাদিত কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান করা সম্ভব না হওয়ায় ১টি চলতি বিল প্রদান করা হয়। যাহা দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকের সুপারিশে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনসহ হিসাব বিভাগে পরিশোধের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বিলটি চার মাস পর প্রায় ৪৫,০০০/- টাকা কর্তন করিয়া প্রদান করা হয়।**

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ
হিসাব শাখায় যাওয়ার পর ৪ মাসের সমস্ত কার্যক্রমের বিবরণ ও ৪৫,০০০/- টাকা কর্তনের কারণ।

- **পরবর্তীতে দীর্ঘ দিন পর বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট আবেদন করার পর তাহার নির্দেশে জি.এম (হিসাব) সহ ৩ সদস্যের কমিটিকে ১০দিনের মধ্যে সম্পাদিত কাজের পরিমান নিরুপন করার নির্দেশ করা হয়।**

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাঃ
কত দিন পর কমিটি কি প্রতিবেদন প্রদান করেছেন? প্রতিবেদনের কপি তারিখসহ প্রদানের অনুরোধ করা হইল।

- **অবশেষে দীর্ঘ দিন পর ৩,৩৯,০০০/- টাকার একটি বিল চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনসহ হিসাব বিভাগে পরিশোধের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রেরণকৃত বিল পরিশোধ না করিয়া বিলটি নীরিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে প্রায় ২ মাসের অধিক আটক রাখিলে গত ১২-১০-২০১২ তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর অর্থ পরিচালক এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দাখিল করা হয়।**

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

(ক) ২ মাসের হিসাব বিভাগে এবং নীরিক্ষা বিভাগের কার্যক্রমের বিবরণ।

(খ) অর্থ পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের আগে ও পরে নীরিক্ষা বিভাগের মতামতের বিবরণ বা নোটের কপি দাবী করা হইল।

(গ) অর্থ পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসারে চেয়ারম্যান কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? বিবরণ দাবী করা হইল।

- নীরিক্ষা বিভাগের কিছু আপত্তির যৌক্তিকতা যাচাইয়ের জন্য সংস্থার জি.এম (মেরিন) সহ ৩ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়। জানা যায় কমিটিকে ১০ দিন সময় দেওয়া হইলেও প্রায় ৯ মাসে কোন প্রতিবেদন প্রদান করেন নাই।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

দীর্ঘ দিন প্রতিবেদন প্রদান না করায় কমিটির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা অথবা কোন জবাব আদায় করা হয়েছে কিনা?

- গত ২৪-০৭-২০১৩ ইং এবং ০৩-০৮-২০১৩ ইং তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আবেদনে জি. এম (মেরিন) সহ কমিটি দ্বারা তদন্তের যৌক্তিক প্রতিবেদন পাওয়ার সম্ভাবনা নেইদাবী করিয়া বিকল্প ব্যবস্থায় বিলটি প্রদানের অনুরোধ করা হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

(ক) সর্বশেষ ২টি আবেদন অনুযায়ী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ? উভয় আবেদনের সর্বশেষ কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরন দাবী করা হইল।

(খ) সর্বশেষ আবেদনের পর কমিটি কোন প্রতিবেদন প্রদান করিলে তাহার কপি দাবী করা হইল।

- আরো জানা যায় যে, এই কাজের বিষয়ে ইতিপূর্বে সংস্থার প্রধান নীরিক্ষা কর্মকর্তা ও উপমহাব্যবস্থাপক (হিসাব) এর মাধ্যমে ২টি আলাদা কমিটি দ্বারা তদন্ত করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

ঐ তদন্ত ২টির প্রতিবেদনের কপি দাবী করা হইল।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৮-১০-২০১৩ তারিখে বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মজিবর রহমান বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৮-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০১-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম ‘লিংকন’; প্রতিপক্ষ, বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য গোপনীয় বিধায় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

০৬। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কোন গোপনীয় তথ্য নয় বলে কমিশন মতামত প্রদান করেন। কমিশনের মতামতের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য গোপনীয় তথ্য বিবেচনায় সরবরাহ করেননি কিন্তু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি কোন গোপনীয় তথ্য নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৪-০২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন
পিতা-গাজী মোঃ ময়েজ উদ্দিন সরকার
রেলওয়ে কলোনী
(মার্কাজ মসজিদ সংলগ্ন)
সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা
সহকারী কমিশনার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন ২৬-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সুপ্রিয়া চৌধুরী বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়দাবাদ এলাকায় নির্মানাধীন শিল্প পার্কের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ প্রদাণ সংক্রান্ত আবেদনপত্র কবে থেকে গ্রহণ করা শুরু হয়েছে; নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ আবেদনকারীদের তালিকা এবং আবেদনের ফটোকপি চাই।

খ) উপরিউক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে কবে থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদাণ শুরু হয়েছে এবং এ পর্যন্ত যে সকল আবেদনকারীকে নগদ বা চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হয়েছে, তাদের নাম, ঠিকানা, প্রদানকৃত অর্থের পরিমান ও প্রদানের তারিখসহ তাদের তালিকা পেতে চাই।

গ) (ক)-এ উল্লেখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে কতগুলো আবেদন বাতির বলে গণ্য করা হয়েছে এবং বাতিলের কারণসহ বাতিলকৃত আবেদনের কপি পেতে চাই।

ঘ) আবেদনকৃত ব্যক্তিদের নগদ টাকা বা চেক কোন পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়েছে, তা জানতে চাই।

ঙ) যে সব আবেদন বাতিল বলে গণ্য হয়েছে, তারা পুনরায় আবেদন করতে পারবে কিনা এবং গৃহীত আবেদনগুলোর মধ্যে থেকে আরো কতজন আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে, অর্থের পরিমানসহ তাদের নামের তালিকা।

চ) ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট বরাদ্দের পরিমাণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান কাজের মেয়াদ সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাই।

একই সাথে আবেদনকারী অফিসে গিয়ে ফাইল দেখতে চেয়ে আবেদন করেন।

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১৫-০৯-২০১৩ তারিখে ০৫.৫০.৮৮০০.০১৫. ৩১.০০৫.১৩-৮৮ নং স্মারকে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে না পারায় অভিযোগকারী ৩০-০৯-২০১৩ তারিখে রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পর ২৪-১১-২০১৩ তারিখে ০৫.৫০.৮৮০০.০১৫.০২.০০৫. ১৩-১১৮ নং স্মারকে সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা অভিযোগকারীকে পুনরায় তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্যে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট হতে না পারায় ১৮-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০১-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন; প্রতিপক্ষ, সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভূমি হুকুম দখল শাখা এবং সহকারী কমিশনার জনাব মিল্টন চন্দ্র রায় হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সরবরাহকৃত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রাপ্ত তথ্যে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে জানান, তিনি তথ্য সরবরাহের জন্য এল এ শাখায় পত্র প্রেরণ করেন। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। প্রার্থীত তথ্যাদির মধ্যে ক্রমিক ‘ক’ এ উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমির ব্যক্তির নাম, ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর, আবেদনকারীদের তালিকা ও আবেদনের ফটোকপি এবং ক্রমিক ‘খ’ এ উল্লিখিত যে সকল আবেদনকারীকে নগদ বা চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের নাম, ঠিকানা, প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ ও প্রদানের তারিখসহ তাদের তালিকা; ব্যক্তিগত তথ্য। ব্যক্তিগত তথ্য বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এর ‘ছ’ ‘জ” এবং ‘ঝ’ উপধারা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়নি।

০৬। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদির মধ্যে ক্রমিক ‘ক’ ও ‘খ’ এ উল্লিখিত তথ্যাদি ব্যক্তিগত তথ্য নয় কিন্তু মোবাইল নম্বর ব্যক্তিগত তথ্য। মোবাইল নম্বর ব্যতীত সকল তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদির মধ্যে ক্রমিক ‘ক’ ও ‘খ’ এ উল্লিখিত তথ্যাদি ব্যক্তিগত তথ্য নয় কিন্তু মোবাইল নম্বর ব্যক্তিগত তথ্য। মোবাইল নম্বর ব্যতীত সকল তথ্য সরবরাহ করা যাবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৪-০২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম**
(সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক মুক্ত সংবাদ)	সচিব
পিতা-মৃত দানেজ আলী	ও
৩৮, পৌর সুপার মার্কেট	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জয়দেবপুর, গাজীপুর।	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৮-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন ০৯-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

সাবেক টঙ্গী পৌরসভার ১লা জানু: ২০০৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সমূহের তথ্যের চাহিদাপত্র-

১) (ক) যে সব পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সমূহ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর ফটোকপি।
(খ) বিজ্ঞাপন ছাপানোর নির্দেশপত্র সমূহের ফটোকপি।
(গ) বিল গ্রহণকারী পত্রিকা সমূহের রেটকার্ড (ডিএফপি কর্তৃক নির্ধারিত বিজ্ঞাপনের মূল্য হার)।
(ঘ) পত্রিকাসমূহ কত টাকা কলাম ইঞ্চি হারে ওই সব বিজ্ঞাপন ছাপানোর বিল দাখিল করেছে এবং কত টাকা হারে বিল পরিশোধ করা হয়েছে?
(ঙ) ঐ সব বিজ্ঞাপন বাবদ টাকা পরিশোধের বিল সমূহের ফটোকপি।

২) (ক) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ৭, ৮, ৯ ও ১০/২০১২-২০১৩ অনুযায়ী এতে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সিডিউলসহ এর সাথে জমা দেয়া কাগজপত্র/ পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের ফটোকপি।
(খ) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ৭, ৮, ৯ ও ১০/২০১২-২০১৩ এর বিক্রিত সিডিউলের তালিকা।
(গ) কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধীকারীর নাম ও ঠিকানামোবাইর ফোন নম্বরসহ কার্যাদেশের ফটোকপি।
(ঘ) কোন কাজের বিপরীতে কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কত তারিখে কত টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে এর ভাউচারের কপি।
(ঙ) ৭, ৮, ৯ ও ১০/২০১২-২০১৩ নং দরপত্রের কাজের বিপরীতে সিকিউরিটি মানি কোন প্রতিষ্ঠানকে কত তারিখে কত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে তার ভাউচারের কপি।

৩) কাজের ইস্টিমেট সমূহের ফটোকপি।

৪) মিডিয়াভূক্ত নয় এবং ডিক্লারেশন নাই এমন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগের ব্যাখ্যা কি?

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৮-১১-২০১৩ তারিখে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সুলতান মাহমুদ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পাওয়ায় ২৪-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৮-০১-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন; প্রতিপক্ষ, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহের জন্য সাথে নিয়ে এসেছেন এবং কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে অবশিষ্ট তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর অবশিষ্ট তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৬-০২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন ২/২ আর কে মিশন রোড (গিফট্ ভেলী) ৩য় তলা ঢাকা-১২০৩।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল** উপ মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় ১৮ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৮-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ২৮-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের উপ মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) **অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা থেকে কোন কোন খাতে ঋন প্রদান করা হয়। উহার খাতওয়ারী ঋন গ্রহীতার নাম, ঠিকানাসহ ঋনের পরিমান, প্রকৃতি খেলাপী/শ্রেণীকৃত/মন্দ/কু) ইত্যাদি এর হাল নাগাদ বিবরণী (২০০৩-২০১৩ পর্যন্ত)।**

খ) **অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর এম ডি এবং সি ই ও জনাব আব্দুল হামিদ এর ঋন ক্ষমতা বলে কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে কত টাকার ঋন অনুমোদন করা হয়েছে এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ঋন অনুমোদনের জন্য বোর্ডে সুপারিশ করেছেন তার লিখিত বিবরণী (হাল নাগাদ)।**

গ) **অগ্রণী ব্যাংক লিঃ মাদারকাঠী শাখা, বরিশালের উদ্বোধনের দিন পর্যন্ত শাখা স্থাপনের ব্যয় কত টাকা এবং উহার খাতওয়ারী বিবরনসহ এ পর্যন্ত কোন কোন খাতে কোন প্রতিষ্ঠানকে কত টাকা ঋন প্রদান করা হয়েছে উহার লিখিত বিবরনী।**

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ০৬-১১-২০১৩ তারিখে বিএসইউসিডি/শাখা-৩/৮০৯/২০১৩ নং স্মারকে অভিযোগকারীকে ২৮-১১-২০১৩ তারিখের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করার কথা জানান এবং ১৮-১১-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ২৪-১১-২০১৩ তারিখে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব সৈয়দ আব্দুল হামিদ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পাওয়ায় ২৪-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৮-০১-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ; প্রতিপক্ষ, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের উপ মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব খান মোঃ মাহবুবুর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাবার পর তথ্য সরবরাহ করা হবে মর্মে জানিয়ে পরবর্তীতে তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের উপ মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের ক্রমিক নং ‘ক’ এ বর্ণিত তথ্য সুস্পষ্ট নয়। ক্রমিক নং ‘খ’ ও ‘গ’ এর তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য এবং অভিযোগকারীর কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য না হওয়ায় তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

০৬। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ক্রমিক নং ‘ক’ এর তথ্য সুস্পষ্ট না হওয়ায় অভিযোগকারীকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য কমিশন মতামত প্রদান করলে অভিযোগকারী তাতে সম্মতি প্রদান করেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ক্রমিক নং ‘খ’ ও ‘গ’ এর তথ্য কোন ব্যক্তিগত তথ্য নয় এবং সে সকল তথ্য সরবরাহের জন্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতি প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ক্রমিক নং ‘ক’ এর তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় অভিযোগকারী এ বিষয়ে পুনরায় আবেদন করতে পারেন এবং ‘খ’ ও ‘গ’ ক্রমিকের এর তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য না হওয়ায় তা প্রদানযোগ্য। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ক্রমিক নং ‘খ’ ও ‘গ’ এর সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ক্রমিক নং ‘ক’ এর তথ্য প্রাপ্তির জন্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে আবেদন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৬-০২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ‘খ’ ও ‘গ’ ক্রমিকের এর তথ্য সরবরাহ করার জন্য অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের উপ মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতা-মরহুম মৌলবী শফিউদ্দিন
ই-৩৪,
র‌্যাব-২ এর পশ্চিম পাশে
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আমিরুল ইসলাম
উপ-সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৮-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ২৫-০৬-২০১৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (প্রঃ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

কৃষি সচিব মহোদয় বরাবরে লিখিত গত ২৫-০৬-২০০৯ তারিখের আবেদনের বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য।

[২৫-০৬-২০০৯ তারিখে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে আবেদনকারী কর্তৃক প্রার্থীত তথ্যঃ

- **ব্রাজিলের ১০ কোটি হেক্টর অনাবাদি কৃষি জমি ইজারা নেয়ার প্রস্তাব পেশকরে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক ব্রাজিল সফরের উদ্যোগ গ্রহণ প্রসংঙ্গে।**
  উক্ত পত্রের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং উক্ত পত্র কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত না হয়ে থাকলে, উপস্থাপন না করার কারণ সংক্রান্ত তথ্যাদি।]

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় ১৪-১১-২০১৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আবেদনটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলে অভিযোগকারী ২৯-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৮-০১-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন; প্রতিপক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আমিরুল ইসলাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ডিসকভারী চ্যানেল এবং বিভিন্ন সংবাদ পত্রের মাধ্যমে জানতে পেরে উল্লিখিত বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন।

০৫। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ব্রাজিলের ১০ কোটি হেক্টর অনাবাদি কৃষি জমি ইজারা নেয়ার প্রস্তাব পেশকরে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক ব্রাজিল সফরের উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত কোন তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে নেই। ব্রাজিলের ১০ কোটি হেক্টর অনাবাদি কৃষি জমি ইজারার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। এ বিষয়ে ব্রাজিল সরকারে সাথে কোন আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। অভিযোগকারীকে উল্লিখিত বিষয়ে তার কার্যালয়ে কোন তথ্য নেই মর্মে পত্র প্রেরণপূর্বক অবগত করা হয়েছে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের বিষয়ে ব্রাজিল সরকার ও বাংলাদেশের মধ্যে কোন আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদন না হওয়ায় এ বিষয়ে কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা যুক্তিযুক্ত নয় মর্মে কমিশন মনে করেন।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, ব্রাজিলের ১০ কোটি হেক্টর অনাবাদি কৃষি জমি ইজারা নেয়ার বিষয়ে ব্রাজিল সরকার ও বাংলাদেশের মধ্যে কোন আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদিত হয়নি, সেহেতু, এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন অবান্তর বিবেচনায় অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম
পিতা-মরহুম মমিন উদ্দিন হাওলাদার
গ্রাম- বলিয়ারকাঠী, পোঃ- খলিসাকোটা
ভায়া চাখার, উপজেলা-বানারীপাড়া
জেলা- বরিশাল।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আর.এস.এম মনিরুল ইসলাম
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৮-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম তার দাখিলকৃত ৮১/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি গত ২২-১০-২০১৩ তারিখে বন সংরক্ষক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম বরাবরে আপীল আবেদন করেন। এ প্রেক্ষিতে আপীল কর্তৃপক্ষ ১৪-১১-২০১৩ তারিখে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম-কে অভিযোগকারীর অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেন। অত্র আদেশের পরও উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম এর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ না করায় ২৯-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৮-০১-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করে গরহাজির; প্রতিপক্ষ, উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম এর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আর.এস.এম মনিরুল ইসলাম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব ফরিদুল আলম হাজির। অভিযোগকারী তার ছেলের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে শুনানীতে হাজির হতে না পারায় তার লিখিত বক্তব্য গ্রহণের অনুরোধ করেন। কিন্তু অভিযোগকারী অসুস্থতা সংক্রান্ত কোন মেডিকেল সার্টিফিকেট আবেদনের সাথে সংযোজন করেননি।

০৪। উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম এর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি ২৫-১১-২০১৩ তারিখে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। অভিযোগকারীকে তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৬-০১-২০১৪ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। অভিযোগকারী তথ্য গ্রহণের জন্য কোন প্রকার যোগাযোগ করেননি। অভিযোগকারী তথ্য মূল্য পরিশোধপূর্বক তথ্য সংগ্রহ না করায় তাকে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। প্রার্থীত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার জন্য তার নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। তথ্য মূল্য পরিশোধ করা হলে, অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে, উভয়ের দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্য মূল্য পরিশোধপূর্বক তথ্য সংগ্রহের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলেও অভিযোগকারী তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। ফলে অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই মর্মে কমিশন মনে করেন।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্য মূল্য পরিশোধপূর্বক তথ্য সংগ্রহের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলেও অভিযোগকারী তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি, সেহেতু, অভিযোগকারীর তথ্যের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে কমিশন মনে করেন।

২। অভিযোগকারীকে পুনরায় তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে তথ্য গ্রহণের জন্য পত্র মারফত অবহিত করে পত্রের অনুলিপি বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও প্রধান বন কর্মকর্তা কে প্রেরণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ছাদেক উল্লাহ চৌধুরী
পিতা- মরহুম নূরুল হুদা চৌধুরী
বাড়ী নং-০৪, রোড নং-০৩
সেক্টর নং-১০, উত্তরা
ঢাকা-১২৩০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন
উপ-সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রশাসন ২(৪), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ছাদেক উল্লাহ চৌধুরী ১২-০৯-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দস খান (৪৭৩৪), প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, ফেনী, বর্তমান বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সংযুক্ত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়) এর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৮-০৮-২০১২ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১২-২৬৬ সংখ্যক স্মারক এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের ০৪-০৯-২০১২ ইং তারিখের ০০.৪২.০২৭.১৪.০১.০০৪.২০১২-৫১৭ সংখ্যক স্মারক অনুযায়ী সম্পাদিত তদন্ত প্রতিবেদনের সত্যায়িত অনুলিপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-১১-২০১৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭-১১-২০১৩ তারিখে গ্রহণ করা হয়। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৬-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৮-০১-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ছাদেক উল্লাহ চৌধুরী ও প্রতিপক্ষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, যাচিত তথ্যের বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। কোন আদালতে কত নম্বর মামলা বিচারাধীন রয়েছে এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সুস্পষ্টভাবে কোন তথ্য দিতে না পারায় অধিকতর শুনানীর লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক ০৩-০৩-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অভিযোগকারী উভয়ে সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৭। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব গোলাম আহমেদ ও প্রতিপক্ষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন হাজির। অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। গত ২৮-০১-২০১৪ তারিখে অভিযোগের বিষয়ে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানীর পর ০৪-০৩-২০১৪ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে তথ্য সরবরাহ করেছেন, তাতে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট নন।

০৮। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী দুটি স্মারকের প্রতিবেদন চেয়েছিলেন। ২৮-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানীর পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা ১ (১) অধিশাখায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য চাওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ০৫.১৮০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১২-২৬৬ নং স্মারকের পত্র অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু ০০.৪২.০২৭.১৪.০১.০০৪.২০১২-৫১৭ নং স্মারকের কোন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে নেই মর্মে অবহিত করেন। গত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগের বিষয়ে কোন আদালতে কত নম্বর মামলা বিচারাধীন রয়েছে সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে তিনি বলতে পারেননি বিধায় পরবর্তীতে ফেণী জেলার বিজ্ঞ জি.পি. এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে জানা যায় যে, আলোচ্য বিষয়ে ফেণী সদরের বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে ৯১/১২ নং মোকদ্দমা চলমান রয়েছে, যার বাদী জনাব ছাদেক উল্লাহ চৌধুরী ও বিবাদী জনাব আব্দুল কুদ্দুস খান।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদির বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় একই বিষয়ে অন্য আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা আইনসিদ্ধ নয়। যেহেতু, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী Sub-judice বিবেচিত হওয়ায় এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক কোনরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা আইনগতভাবে সমীচীন হবে না মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ারাধীন এবং Sub-judice, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক কোনরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন হবে না বলে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায় পিতা-উৎপল রায় ৫১/এ বাজার রোড উপজেলা- সাভার জেলা-ঢাকা।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শাহ আলম** তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৮-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় ০৫-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন বিএলআরআই এ বর্তমানে কয়টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলোর নাম এবং মেয়াদকাল।

খ) চলমান প্রকল্পগুলোর শুরু থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত বছর ভিত্তিক খাতওয়ারী বরাদ্দের পরিমান কত টাকা।

গ) চলমান প্রকল্পগুলো শুরু হওয়ার পর থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারী খরচের বর্ণনা বা হিসাব।

ঘ) অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে কোনো দরপত্র আহবান করা হয়েছে কিনা। দরপত্র আহবান করা হয়ে থাকলে কোন কোন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রকাশের তারিখসহ সেই সব পত্রিকার নাম ও প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ফটোকপি। দরপত্রে অংশনিয়ে যেসব ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন সেইসব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নামসহ মালিকের নাম ও মুঠোফোন নম্বর।

ঙ) এআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় কি কি যন্ত্র ক্রয় ও অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল। সেইসব যন্ত্র, অবকাঠামো এবং প্রকল্পের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা।

চ) এআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ ও খরচের খাতওয়ারী হিসাব।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৫-০৯-২০১৩ তারিখে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ড. মোঃ নজরুল ইসলাম বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৭-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৮-০১-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায়; প্রতিপক্ষ, ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহ আলম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পূর্বে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তার কার্যালয়ে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া ছিল না। কমিশনের সমন এবং ফোন পেয়ে অদ্যই তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে নিয়োগ দিয়ে কমিশনের শুনানীতে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তার কার্যালয়ে যতটুকু তথ্য সংগৃহীত ছিল তা প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে এসেছেন। অবশিষ্ট তথ্য প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ করার জন্য সময়ের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৬। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে মুঠোফোন নম্বর ব্যতীত সকল তথ্যাদি সরবরাহের জন্য কমিশন মতামত প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতি প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে অদ্যই নিয়োগ দিয়ে কমিশনে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য যতটুকু সংগৃহীত ছিল তা প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে এসেছেন এবং অবশিষ্ট তথ্য প্রস্তুত করার জন্য সময় প্রার্থনা করলে কমিশন কর্তৃক সময় নির্ধারণ করা হয়। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৪-০২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(মোহাম্মদ আবু তাহের)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ০৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ তাঈদ উদ্দিন খান
পিতা-মোঃ সাঈদ উদ্দিন খান
মা হাওয়া মঞ্জিল, ৩য় তালা পূর্ব
১০/ডি, বাশঁবাড়ী, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আবদুল লতিফ
উপ-মহাব্যবস্থাপক (শাখা নিয়ন্ত্রন বিভাগ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৮-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ তাঈদ উদ্দিন খান ২৯-০৯-২০৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক (শাখা নিয়ন্ত্রন বিভাগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে পৃথক দু'টি আবেদনে নিম্নলিখিত তথ্য দু'টি জানতে চেয়ে আবেদন করেন-
অভিযোগকারীর দাখিলকৃত একটি আবেদনে প্রার্থীত তথ্য-

- **মোঃ তাঈদ উদ্দিন খান, উর্দ্ধতন কর্মকর্তা (ইস্তফাকৃত), আইন বিভাগ, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী এর ছুটি নগদায়ন ও আনুতোষিক প্রাপ্যতা বিষয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক চাহিদার প্রেক্ষিতে আইন বিভাগের মাধ্যমে উপস্থাপিত আইন উপদেষ্টার গত ০৭-০৮-২০১২ ও ২৮-১১-২০১২ ইং তারিখের আইনগত মতামত।**

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত অন্য আবেদনে প্রার্থীত তথ্য-

- **সম্প্রতি মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ একরামুল হক কর্তৃক নারী কর্মীর শ্লীলতাহানী সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন এর ফটোকপি।**

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২২-১০-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীকে প্রকা/ শানিবি-১৪৩/২০১৩-১৪/৪৫২ নং স্মারকে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রদত্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী ১২-১১-২০১৩ তারিখে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব নিশীথ কুমার সাহা ০৪-১২-২০১৩ তারিখে প্রকা/জিএম(প্রশা)-০৬/২০১৩-১৪/৬৯ নং স্মারকে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রদত্ত তথ্যে অভিযোগকারী অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি ০৭-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৮-০১-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ তাঈদ উদ্দিন খান; প্রতিপক্ষ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক (শাখা নিয়ন্ত্রন বিভাগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আবদুল লতিফ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেন। প্রাপ্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর প্রদত্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক (শাখা নিয়ন্ত্রন বিভাগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে প্রথমটি আইনগত মতামত, এটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কোন তথ্য নয় এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠিত না হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

০৬। আইনগত মতামত নোটশীটে দেয়া হয়েছে না আলাদাভাবে প্রদান করা হয়েছে কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন যে, আলাদাভাবে প্রদান করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আইনগত মতামত তথ্য হিসেবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে আইনগত মতামত প্রদান ও তদন্ত কমিটি গঠিত না হলে সে বিষয়টি অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে বলা হলে তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে আইনগত মতামত, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য হিসেবে গণ্য হওয়ায় এটি প্রদানযোগ্য। তদন্ত কমিটি গঠিত না হয়ে থাকলে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের বিষয়টি বিবেচ্য নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৫-০২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্য রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক (শাখা নিয়ন্ত্রন বিভাগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ ফাহমিদা মাহবুব
পিতা-এম. এম. ওয়ালিউল মাহবুব
বাড়ী নং-জি-১৬
রানী বাজার (বাটার গলি)
পোষ্ট-ঘোড়ামারা, থানা-বোয়ালিয়া
জেলা-রাজশাহী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল আকন্দ
এভিপি এবং ব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ
সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী ফাহমিদা মাহবুব, ২৯-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার এভিপি এবং ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল আকন্দ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **আপনার ব্যাংকে আমার সঞ্চয়ী হিসাব নং-১৩৬-১২২-০০০০৪০৯-৮ এর চেক বই (পৃষ্ঠা নং ১৩৯৪৬৯১-১৩৯৪৭০০) হারিয়ে যাওয়ায় গত ২৬-০১-২০১২ ইং তারিখে আমি রাজশাহী বোয়ালিয়া মডেল থানায় জিডি নং ১২১০ করি। আমার হারিয়ে যাওয়া চেক বই এর FSIB ১৩৯৪৬৯২ পৃষ্ঠাটি জনৈক জামিল আখতার নাম ব্যক্তি তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে আপনার ব্যাংকে ১৩-০৩-২০১৩ ইং তারিখে উপস্থাপন করে। আপনারা তাকে অপর্যাপ্ত ফান্ড উল্লেখ করে চেক রিটার্ন মেমো প্রদান করেন। আপনার নিকট আমি জানতে চাই যে, চেক বইয়ের সকল পৃষ্ঠা জিডি ও আপনাদের নিকট হতে প্রাপ্ত Stop Payment সার্টিফিকেট পাবার পরে আপনার ব্যাংক কিভাবে অপর্যাপ্ত ফান্ড উল্লেখ করে চেক রিটার্ন মেমো ইস্যু করলো। আর এই ধরনের চেক রিটার্ন মেমো ইস্যু করা ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী বৈধ কিনা?**

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার এভিপি এবং ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল আকন্দ এফএসআইবিএল/ রাজ/২০১৩/২০১৬ নং স্মারকমূলে ০৫-০৯-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রদত্ত তথ্য যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায় অভিযোগকারী ২২-০৯-২০১৩ তারিখে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ জাহাঙ্গির আলম বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী 'ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ' কর্তৃপক্ষ কিনা, এ বিষয়ে তথ্য কমিশন কর্তৃক মতামত চেয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ২০-০১-২০১৪ তারিখে ১০.০০.০০০০. ১২৯.০৪.২১৫.১৩-১৬ নং স্মারকের মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয় যে, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ সহ অন্যান্য সকল বেসরকারী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

০৪। পরবর্তীতে বিষয়টি কমিশনের ০৯-০২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ফাহমিদা মাহবুব; প্রতিপক্ষ, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার এভিপি এবং ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল আকন্দ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বিধান চন্দ্র সাহ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রদত্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার এভিপি এবং ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাবার পর অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তার চেক বই হারানোর ফলে জিডি করে তাদের শাখায় নতুন চেক বই এবং স্টপ পেমেন্ট এর আবেদন করেন। অভিযোগকারীকে নতুন চেক বই এবং স্টপ পেমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অভিযোগকারীর স্বাক্ষরিত চেক প্রাপ্তির পর তার একাউন্ট ব্যালান্স দেখে অপর্যাপ্ত ফান্ড থাকায় ডিজঅনার স্লীপ ইস্যু করা হয়। চেকে উল্লিখিত পরিমান টাকা একাউন্টে থাকলে ডেবিট করতে গেলে স্টপ পেমেন্ট সম্পর্কে জানা যায়। বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কোন চেক পাবার পর ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুযায়ী কয়েকটি ধাপে কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। প্রাথমিকভাবে কোন চেক পেমেন্টের জন্য উপস্থাপিত হলে, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একাউন্ট ইনকোয়ারীতে উক্ত হিসেবের স্থিতি ও স্বাক্ষর আসে। উপস্থাপিত চেকের স্থিতি দেখেই চেক রির্টান মেমোর প্রিন্টেড কলাম ইনসাফিসিয়েন্ট ফান্ড এ টিক দিয়ে চেক ফেরত দেয়া হয়। সাফিসিয়েন্ট ফান্ড হলে দ্বিতীয় ধাপে যেতে হয়, সেখানে স্টপ পেমেন্ট সহ হিসাবটির যাবতীয় তথ্য থাকে। সফটওয়ারের পদ্ধতির বিষয়টি উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করা হয়েছে মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উল্লেখ করেন।

০৭। Stop Payment সার্টিফিকেট প্রদানের পর অপর্যাপ্ত ফান্ড উল্লেখ করে চেক রিটার্ন মেমো ইস্যু করা যাবে কিনা? কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান চেক রিটার্ন মেমো ইস্যু করা যাবে। অভিযোগকারীকে এই বিষয়টি অবগত করার জন্য কমিশন নির্দেশনা প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে ব্যাংকের প্রচলিত সফটওয়ারের পদ্ধতি অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করলেও অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সুস্পষ্টভাবে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৯-০৩-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য ০৭ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্য ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার এভিপি এবং ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব নাজমুস সাকিব
পিতা-ফরিদুল আলম
এফ আর টাওয়ার, ৮/সি পান্থপথ
সুক্রাবাদ, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব হুমায়ুন কবির
পরিচালক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গুলফেশা প্লাজা, ৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা
পারভীন সড়ক, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব নাজমুস সাকিব তার দাখিলকৃত অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, ৯৬/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ৩১-১০-২০১৩ তারিখের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করেননি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব হুমায়ুন কবির তথ্য সরবরাহ না করায় প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারী পুনরায় ১৩-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ০২-০৩-২০১৪ তারিখে সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব নাজমুস সাকিব গরহাজির। প্রতিপক্ষ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব হুমায়ুন কবির হাজির। শুনানীর ধার্য তারিখ সকাল ১০:৫৫ মিঃ অভিযোগকারীর সাথে তথ্য কমিশনের কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এর টেলিফোনিক আলাপ হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক আবেদনকারীকে তথ্য মূল্য পরিশোধ করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সাথে যোগাযোগ করে তথ্য মূল্য পরিশোধপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করবেন বলে অভিযোগকারী অবহিত করেন। এ কারণে তিনি শুনানীকালে গরহাজির আছেন।

০৫। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী পুনরায় আবেদন করার পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হলে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তথ্য মূল্য পরিশোধপূর্বক তথ্য গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য মূল্য পরিশোধপূর্বক তথ্য গ্রহণের জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রেরণ করেছেন। অভিযোগকারী পত্র পেয়েছেন এবং তথ্য মূল্য পরিশোধপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করবেন মর্মে টেলিফোনিক আলাপে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।
২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।
৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব আশরাফুল ইসলাম জয়	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা**
পিতা-মৃত লুৎফর রহমান	সহকারী কমিশনার
এস. বি ফজলুল হক রোড	ও
(শ্রম ও কল্যাণ কেন্দ্রের সামনে) মিরপুর	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সিরাজগঞ্জ।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আশরাফুল ইসলাম জয়, ২৯-০৯-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) অনলাইন পত্রিকা (যা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় না, কেবলমাত্র অনলাইনে প্রকাশ করা হয়) প্রকাশের নিয়ম ও পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্যের কপি এবং অনলাইন পত্রিকা নিবন্ধন বিষয়ক আইন ও নীতিমালা এবং তথ্য মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলীর কপি।

খ) জানুয়ারী ২০০৯ থেকে আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে কতগুলো অনলাইন পত্রিকার নিবন্ধন দেয়া হয়েছে তার তালিকা।

গ) রাজশাহী বিভাগে কতগুলো নিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা রয়েছে, তার নাম ও ঠিকানা সম্বলিত তালিকা।

ঘ) অনলাইন পত্রিকা (যা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় না, কেবলমাত্র অনলাইনে প্রকাশ করা হয়) প্রকাশের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঘোষণা পত্র নেয়ার বিধান বা নিয়ম সংক্রান্ত তথ্যের কপি পেতে চাই। এছাড়া দেশে কতগুলো অনলাইন পত্রিকার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঘোষণা পত্র দেয়া হয়েছে, তার তালিকা।

ঙ) গত জানুয়ারী ২০০৯ থেকে আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ থেকে কতগুলো অনলাইন পত্রিকা (যা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় না, কেবলমাত্র অনলাইনে প্রকাশ করা হয়) নিবন্ধন করা হয়েছে, তার তালিকা। এসব পত্রিকা প্রকাশের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে ঘোষণা পত্র প্রদান করা হয়েছে, তার তথ্যের কপি।

চ) সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত sirajgonjnews24.com এবং www.sirajganjnews.com এর ঘোষণা পত্র কত তারিখে প্রদান করা হয়েছে, তার সন, তারিখসহ তথ্যের কপি ও ঘোষণা পত্র দেখতে এবং ফটোকপি।

ছ) ছাপাখানা প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনে কতগুলো অনলাইন পত্রিকার (যা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় না, কেবলমাত্র অনলাইনে প্রকাশ করা হয়) ঘোষণা পত্র ও নিবন্ধন দেয়া হয়েছে, তার তালিকা।

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে ২২-১০-২০১৩ তারিখে ০৫.৫০.৮৮০০.০১৫.০২.০০৫.১৩-১০৪ নং স্মারকের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে না পারায় অভিযোগকারী ১৮-১১-২০১৩ তারিখে জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ, কমিশনার ও আপীল কর্তৃপক্ষ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর ০৯-১২-২০১৩ তারিখে ০৫.৪৩.০০০০.০১২.০২.০০১. ১৩-১৬০২ নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর সহকারী কমিশনার জনাব দীপঙ্কর রায় অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য ব্যতীত অবশিষ্ট তথ্য তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংরক্ষিত এবং প্রদেয় বলে জানান। অবশিষ্ট তথ্য তথ্য মন্ত্রণালয় হতে সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করেন। উক্ত সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতিকার চেয়ে ২০-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আশরাফুল ইসলাম জয় গরহাজির; প্রতিপক্ষ, সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদির মধ্যে তার কার্যালয়ে যতটুকু সংরক্ষিত ছিল তা সরবরাহ করা হয়েছে অবশিষ্ট তথ্যাদি তার কার্যালয়ে নেই মর্মে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) অভিযোগকারীকে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসন কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য ব্যতীত অবশিষ্ট তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংরক্ষিত এবং প্রদেয় বলে জানান। অবশিষ্ট তথ্য তথ্য মন্ত্রণালয় হতে সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার কার্যালয়ে যতটুকু তথ্য ছিল সরবরাহ করেছেন এবং অবশিষ্ট তথ্যাদি তার কার্যালয়ে না থাকায় তা জানিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) অভিযোগকারীকে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসন কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য ব্যতীত অবশিষ্ট তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংরক্ষিত এবং প্রদেয় বলে জানান। অবশিষ্ট তথ্য তথ্য মন্ত্রণালয় হতে সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত জবাব এবং আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর নির্দেশনা সঠিক বিবেচনায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছেন, এবং যেহেতু, আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) অভিযোগকারীকে অবশিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন, সেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সরবরাহকৃত তথ্য এবং আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর প্রদত্ত নির্দেশনা সঠিক হওয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ
পিতা-ক্বারী হাসমত আলী
গ্রাম+পোঃ মেছেরা
উপজেলা-হোসেনপুর
জেলা-কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ সাব-রেজিস্ট্রার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ, ২৯-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে জানান যে, তার দায়েরকৃত ৮২/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক শুনানী গ্রহনান্তে সিদ্ধান্ত প্রদানের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৭১১ নং স্মারকের ফটোকপি সরবরাহ করেছেন, কিন্তু কোন সত্যায়িত কপি দেননি। জেলা রেজিস্ট্রার হতে পত্রের তদন্তের প্রতিবেদনের কোন কপি সরবরাহ করেনি।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ হাজির; প্রতিপক্ষ, সাব রেজিস্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নান্দাইল, ময়মনসিংহ গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৮২/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক শুনানী গ্রহনান্তে সিদ্ধান্ত প্রদানের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তথ্য মূল্য বাবদ ৬০ (ষাট) টাকা প্রদান করা হয়। তার প্রেক্ষিতে শুধু জেলা রেজিস্ট্রার এর কার্যালয়, ময়মনসিংহ এর ২৭১১ নং স্মারকের একটি পত্রের ফটোকপি ০১(এক) পাতা সরবরাহ করেছেন কিন্তু কোন তদন্ত প্রতিবেদন সরবরাহ করেননি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী এর বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে শুধু ২৭১১ নং স্মারকের পত্রের ফটোকপি সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু কোন তদন্ত প্রতিবেদন এর কপি সরবরাহ করা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-০৩-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাব রেজিস্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নান্দাইল, ময়মনসিংহ কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল রায়হান
পিতা-সিরাজ উদ্দিন
ই-৩৪, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব হোসাইন মোহাম্মদ এমরান
শিক্ষা অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল রায়হান ২৭-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব হোসাইন মোহাম্মদ এমরান বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **গত ১৩-০৩-২০১৩ তারিখে পেশকৃত জনাব মোঃ শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৭৬, লক্ষ্মীপুর-৩, এর ডি.ও পত্রের আলোকে বর্ণিত ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী প্রদানের বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৯-১২-২০১৩ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০২-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ২৯-০৪-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল রায়হান গরহাজির। প্রতিপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব হোসাইন মোহাম্মদ এমরান হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। আপীল আবেদন করার পর অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে ফরম 'ক' মোতাবেক কোন আবেদন পত্র না পাওয়ায়, সংসদ সদস্যের ডিও পত্রের বিষয়ে অবহিত না থাকায় এবং ৬টি বিদ্যালয়ের নাম ঠিকানা সংক্রান্ত সংযুক্ত কপি না পাওয়ায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

০৭। অভিযোগকারী খেলার সামগ্রী বিবরণের তথ্য চেয়েছেন। এ বিষয়ে অভিযোগকারী ক্রীড়া অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট আবেদন করলে তথ্য পেতে পারেন। এ বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে অবগত করতে পারতেন, কমিশনের এমন মতামতের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে অবগত করার বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট আবেদন না করে ক্রীড়া অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট আবেদন করলে প্রার্থীত তথ্য পেতে সহজতর হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য পাওয়ার জন্য যথাযথ দপ্তরের আবেদন করার পরামর্শ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অভিযোগকারীকে ক্রীড়া অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট আবেদন করার পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান
পিতা-মরহুম আলহাজ্ব এম এ ফাত্তাহ
৮/জি, কনকর্ড গ্র্যান্ড
১৬৯/১, শান্তি নগর
ঢাকা-১২১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মিজবাহ উদ্দিন মোল্লা
সহকারী সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান ১৪-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন -

- **সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক এর আদেশ নং-২৫৩, তারিখঃ ২৬-০৮-২০১৩ ইং মাধ্যমে চন্দ্রদ্বীপ সমবায় সমিতি লিঃ এর নিবন্ধন বাতিল করার আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ১১৯(৪) বিধান মোতাবেক সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবরে গত ০৪-০৯-২০১৩ তারিখে আপীল দায়ের করা হলে সচিব মহোদয় ০৬-১০-২০১৩ তারিখে দায়েরকৃত আপীলের শুনানী গ্রহণ করেন। উক্ত শুনানীঅন্তে সচিব মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত আদেশপত্রের কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী ১৫-১২-২০১৩ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ০৪-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান ও প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ মিজবাহ উদ্দিন মোল্লা, সহকারী সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের কপি প্রাপ্ত হননি। সমন পাবার পর সংশ্লিষ্ট শাখায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, অভিযোগকারীকে ০৫-১১-২০১৩ তারিখে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। আজকেও তথ্য সাথে নিয়ে এসেছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট শাখা হতে অভিযোগকারীকে পূর্বে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ মুন্সি মোঃ মহসীন শাহীন
কম্পিঃ প্রদর্শক
শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজ
৬২, নাজিমুদ্দিন রোড, ঢাকা-১১০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান
অধ্যক্ষ
শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজ
৬২, নাজিমুদ্দিন রোড, ঢাকা-১১০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী মুন্সি মোঃ মহসীন শাহীন, গত ০৪-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ করা হয়নি। অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না করার ফলে তিনি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করতে পারেননি।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মুন্সি মোঃ মহসীন শাহীন ও প্রতিপক্ষ শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজ এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, উক্ত কলেজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না দেয়ায় তিনি কলেজের কিছু তথ্য চেয়ে আবেদন করতে পারছেন না।

০৪। শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজ এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সমন প্রাপ্তির পর তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত হয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হয়েছে মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন এবং আইন সম্পর্কে অবহিত না থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

০৫। অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি নিজে অথবা কলেজের অন্য কোন শিক্ষককে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) কলেজের গর্ভনিংবডির সভাপতি হবেন বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অধ্যক্ষ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ স্বয়ং অথবা কলেজের অন্য কোন শিক্ষককে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে নিয়োগ প্রদান এবং আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) হিসেবে কলেজের গর্ভনিংবডির সভাপতিকে নির্ধারণপূর্বক কমিশনকে অবগত করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি বলে গণ্য করা যায়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অধ্যক্ষ নিজে অথবা কলেজের অন্য কোন শিক্ষককে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দিয়ে ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) হিসেবে কলেজের গর্ভনিংবডির সভাপতিকে নির্ধারণ করে কমিশনকে অবগত করার জন্য শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজ এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগের পর অভিযোগকারী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হলে, তথ্য মূল্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ
সম্পাদক ও প্রকাশক
নির্ভীক সংবাদ, ৫৭ পূর্ব তেজতুরী বাজার
রহমান ম্যানশন(৪র্থ তলা)
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ তার আবেদনে জানান যে, ইতোপূর্বে তার দাখিলকৃত ৯১/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারী পুনরায় ০৫-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ২৯-০৪-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ ও প্রতিপক্ষ সদর উপজেলা সাতক্ষীরা এর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পূর্বের যাচিত তথ্যের 'ক' অংশের মিলের নাম ও ঠিকানা ব্যতীত 'ক' অংশের অবশিষ্ট তথ্য ও 'খ' অংশের তথ্য প্রদান করেছেন। সম্পূর্ণ তথ্য প্রাপ্তির জন্য তিনি তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। যাচিত তথ্যের মধ্যে 'ক' অংশের মিলের নাম ও ঠিকানা ব্যতীত 'ক' এর অবশিষ্ট তথ্য ও 'খ' অংশের তথ্য সরবরাহ করেছেন। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীর অবশিষ্ট তথ্য আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৬। কোন সালের মিলের বরাদ্দের পরিমান জানতে চেয়েছেন কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি ২০১৩ সালের তথ্য জানতে চাচ্ছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদির আংশিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১১-০৫-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত মিলের নাম, ঠিকানা এবং ২০১৩ সালের বরাদ্দের পরিমান সরবরাহ করার জন্য সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ
সম্পাদক ও প্রকাশক
নির্ভীক সংবাদ, ৫৭ পূর্ব তেজতুরী বাজার
রহমান ম্যানশন(৪র্থ তলা)
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
তালা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ তার আবেদনে জানান যে, ইতোপূর্বে তার দাখিলকৃত ৯০/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারী পুনরায় ০৫-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে সেখ ফরিদ আহমেদ, অফিস সহকারী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, তালা, সাতক্ষীরা কমিশনে হাজির হয়ে সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ২৯-০৪-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রাথীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার কোন অভিযোগ নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি প্রত্যাহার করার আদেশ দানের অনুরোধ জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর লিখিতভাবে দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন পিতা-গাজী মোঃ ময়েজ উদ্দিন সরকার রেলওয়ে কলোনী (মার্কাজ মসজিদ সংলগ্ন) সিরাজগঞ্জ।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা** সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন, তার দাখিলকৃত ০২/২০১৪ নং অভিযোগের তথ্য প্রাপ্ত না হয়ে ১২-০২-২০১৪ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ০২/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারী পুনরায় ১২-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার কোন অভিযোগ নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি প্রত্যাহার করার আদেশ দানের অনুরোধ জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ২০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মানিক মিয়া
পিতা-মোঃ আব্বাছ আলী
হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড
কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সহকারী কমিশনার (ভূমি)(অ:দা:)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কিশোরগঞ্জ সদর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মানিক মিয়া ১২-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে কিশোরগঞ্জ সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (রাজস্ব) শাখা কিশোরগঞ্জ, স্মারক নং- ২-৭/২৪/০৯,১৭৫৬/১(৩) এস,এ/টি তারিখ-২৭-০৮-২০০৯ ইং এ.কে.এম.ফজলুল হক রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর কিশোরগঞ্জ আদেশ দিয়েছেন আবেদনকারীর বর্ণিত বিষয়ে পৃথক পৃথক মিছ মোকদ্দমা রুজু করে উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সহকারী কমিশনার ভূমি কিশোরগঞ্জ সদরকে উক্ত মিছ মোকদ্দমাদ্বয়ের ফটোকপি এবং পক্ষকে নোটিশ দেওয়ার ফটোকপি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফটোকপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৭-২০১৩ তারিখে জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), কিশোরগঞ্জ জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৭-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ মানিক মিয়া হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে জনাব মোঃ আবদুর রফিক খান, কানুনগো, উপজেলা ভূমি অফিস, কিশোরগঞ্জ সদর কমিশনে হাজির হয়ে সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৯-০৪-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার কোন অভিযোগ নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি প্রত্যাহার করার আদেশ দানের অনুরোধ জানিয়েছেন।

০৬। কিশোরগঞ্জ সদরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদনটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেছেন।

<u>পর্যালোচনা।</u>

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

যেহেতু, অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ২১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক
পিতা-মরহুম মুন্সি মোর্তুজ আলী
ফায়ার র্সাভিস একাডেমী
৩০ আর এম দাশ রোড, সূত্রাপুর
ঢাকা-১১০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জহুরুল আমিন মিয়া
উপ-পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক ১৫-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সদর দপ্তর, ঢাকা এর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জহুরুল আমিন মিয়া বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

1. Total amount of money spent by the Fire Service and civil Defence in Dhaka in the head of litigation in different courts during the financial year 2011-2013.
2. Total number of cases filed and/or defended and/or continuing by Fire Service and civil Defence in different courts in Dhaka (names of the parties with list) during the financial year 2011-2013.
3. Total number of cases filed against the officials of the Fire Service and civil Defence in their personal names, expenses spent in these cases and statement on how these expenses has been met with particular reference to head of expense.
4. Total amount of legal fees paid to senior Advocate Mr. Abdur Rob Choudhury and Mr. Matiur Rahman along with appointed legal advisor Mr. Abdul Kader while hearing the AT case no. 235/09 dated 03-11-2013 befor the Administrative Appellate Tribunal. Statement on how and from which head this legal fees have been made out.

০২। আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ৩১-১২-২০১৩ তারিখে ২৬৬৮/২ নং স্মারকে প্রার্থীত তথ্য তার দপ্তরে সংরক্ষিত নেই মর্মে পত্র মারফৎ অভিযোগকারীকে অবহিত করেন। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০১-২০১৪ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৭-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক ও প্রতিপক্ষ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জহুরুল আমিন মিয়া হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ৩১-১২-২০১৩ তারিখের ২৬৬৮/২ নং স্মারকে প্রার্থীত তথ্য তার দপ্তরে সংরক্ষিত নেই মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। প্রাপ্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল

কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবরে পত্র প্রদান করেন। পরবর্তীতে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আবেদনে বর্ণিত মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম তার কার্যালয় হতে পরিচালিত হয় না বিধায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এ মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়। অধিদপ্তরে এ বিষয়ে আবেদন করলে অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য পেতে পারেন। তিনি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নন।

০৬। প্রার্থীত তথ্যের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার কথা অভিযোগকারীকে বলা হলে, তিনি জানান যে, অধিদপ্তরের জন্য আলাদা কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নেই। আজকে আদালতে উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তিনি অধিদপ্তরেরও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)। অভিযোগকারী এ বিষয়টি উল্লেখ করলে উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তা অস্বীকার করেন।

০৭। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কেন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ করা হয়নি, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দিয়ে কমিশনকে অবহিত করে, পত্রের অনুলিপি অভিযোগকারীকে প্রদান করার বিষয়ে কমিশন মন্তব্য করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে থাকায় ঐ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে যথাযথভাবে আবেদন করলে প্রার্থীত তথ্য পাওয়া সহজতর হবে। প্রতিপক্ষ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জহুরুল আমিন মিয়া অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না হওয়ায়, তার বিরূদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক কেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হয়নি, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দিয়ে কমিশনকে অবহিত করে, পত্রের অনুলিপি অভিযোগকারীকে দেয়ার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

২। প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

৩। প্রতিপক্ষ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সদর দপ্তর, ঢাকা এর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জহুরুল আমিন মিয়া কে তার বিরূদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম 'লিংকন'
পিতা-মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া
৬২/৩/বি, দক্ষিন মুগদাপাড়া
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নজরুল ইসলাম মিশা
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি, ৫, দিলকুশা
মতিঝিল, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম লিংকন তার দাখিলকৃত ০১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা এবং বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ০১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানী অন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দেয়া হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি হয়রানীর শিকার হয়েছেন। তথ্য সরবরাহ না করায় আইন মোতাবেক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী পুনরায় ২৪-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৯-০৪-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম লিংকন ও প্রতিপক্ষ বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ০১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানী অন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সরবরাহ করায় তিনি পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগকারী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। আজকে সকল তথ্য সাথে নিয়ে এসেছেন। তিনি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদির আংশিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে কর্মকর্তার স্বাক্ষর নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০৫-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব শাদীন মোঃ তারেক পিতা-মোহাম্মদ মজিবর রহমান এসএসএই/মেক: কেলোকা বাংলাদেশ রেলওয়ে পার্বতীপুর, দিনাজপুর।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব রায়হান আহমেদ** সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রেকর্ড রুম শাখা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব শাদীন মোঃ তারেক ২৩-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব রায়হান আহমেদ, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রেকর্ড রুম শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **নাগরিক সনদ অনুযায়ী খতিয়ানের নকল সরবরাহ পাওয়া একটি নাগরিক অধিকার, খতিয়ান ছেঁড়া থাকার কারণে রেকর্ড রুম কর্তৃক বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে সাময়িকভাবে নকল সরবরাহ করা সম্ভব নাও হতে পারে কিন্তু চূড়ান্তভাবে উক্ত কারণেই আমাকে যদি খতিয়ানের নকল সরবরাহ করা না হয়ে থাকে তাহরে কোন আইন অনুযায়ী আমার প্রাপ্যতা রহিত হয়েছে?**
২. **খতিয়ানের নকল সরবরাহের বিকল্প উৎস অনেক, (যেমন-ডেলিভারীকৃত নকলের কপি বা অন্যান্য অফিসের কপি ইত্যাদি) এগুলো থেকে যে কোন প্রকারে নকল প্রদান করে রেকর্ড রুমের সেবা অক্ষুন্ন রাখা যায়, নচেৎ নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন হয়, তাই বিকল্প ব্যবস্থায় আমাকে খতিয়ানের নকল সরবরাহ করা হবে কি?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৬-০১-২০১৪ তারিখে জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, বিভাগীয় কমিশনার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), রাজশাহী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৯-০৪-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব শাদীন মোঃ তারেক ও প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী এর সহকারী কমিশনার জনাব রায়হান আহমেদ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাকে ২০-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য সরবরাহ করেন এবং প্রাপ্ত তথ্যে তিনি সন্তুষ্ট।

০৬। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী এর সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, যথাসময়ে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে না পারায় তিনি দুঃখীত। বিগত ২০-০৩-২০১৪ তারিখে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী লিখিত মন্তব্য প্রদান করেছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিস্পত্তিকৃত বলে গণ্য করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জেসমিন হক
পিতা-মরহুম গাজী ফরিদুল হক
প্রযত্নে-শেখ আব্দুর রউফ (যুগ্ম সচিব)
গ্রাম+ডাক-ধলাইতলা
লোহাগড়া, নড়াইল।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোহাম্মদ শামীম আহসান
মহাপরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রশাসন অনুবিভাগ
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জেসমিন হক ২৩-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ শামীম আহসান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **গত ০৫-১১-২০১৩ ইং তাং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (আফ্রিকা) জনাব আল্লামা সিদ্দীকী এর অফিস কক্ষে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে আমার লিখিত বক্তব্য পেশ করি। এখানে উল্লেখ্য যে, অত্র মন্ত্রণালয় তাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অপরাধ স্বীকার করছে না, এ্যাম্বাসীতে লিখিত পত্র এবং ছবি এটা যথেষ্ট প্রমান, কিন্তু মন্ত্রণালয় আমলে নিচ্ছেন না। ফলে আমি ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত হচ্ছি। আমার ক্ষতি পূরণ চাই। ০৫-১১-২০১৩ ইং লিখিত বক্তব্যের কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।**

২. **তথ্য কমিশনের ৭১/২০১২ নং দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর বহি: প্রচার অনুবিভাগের জনাব সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ খন্দকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্রের মারফত জানিয়েছেন যে, অভিযোগটি অকাট্য স্বাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে প্রমাণিত হয়নি। প্রমাণ রেখে তো তাদের কর্মকর্তা কর্মচারীরা কাজ করেন নাই। আমাকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমার জীবনের ক্ষতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পূরণ করে দিতে হবে।**

৩. **কমিটি থেকে ০৫-১১-২০১৩ ইং তারিখে আমাকে বলা হয় ঘটনাস্থল সৌদি আরব, যে সকল বাংলাদেশী কোম্পানীতে কর্মরত ছিল এবং ভারতীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের যারা দোষী তাদের সৌদি আইনের আওতায় আবার আনা যায় কি না, কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না?**

৪. **BMET আমার ঘটনাটি তদন্ত করে, ঘটনা তদন্তে প্রমানিত হয়। এজেন্সীর মালিককে নূন্যতম একটা ক্ষতিপূরণ ধার্য্য করে অব্যাহতি দেয়, যা আমি অদ্যাবধি গ্রহণ করি নাই। আমার যাবতীয় ক্ষতিপূরণ চাই।**

৫. **তথ্য কমিশনের ৭৫/২০১৩ দাখিলকৃত অভিযোগের সিদ্ধান্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-০১-২০১৪ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব শহিদুল হক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৫-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জেসমিন হক হাজির। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কোন কারণ ব্যতিরেকে গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে ট্রাইব্যুনালে অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে পত্র প্রেরণ করার জন্য কমিশন কর্তৃক অভিমত ব্যক্ত করা হয়। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত ০৫-১১-২০১৩ ইং তারিখের লিখিত বক্তব্যের গৃহীত সিদ্ধান্ত; ক্রমিক নং ৩ এবং ক্রমিক নং ৫ এর তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট তথ্য তথ্য অধিকার আইনের এখতিয়ারাধীন নয় মর্মে কমিশন মন্তব্য করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত ০৫-১১-২০১৩ ইং তারিখের লিখিত বক্তব্যের গৃহীত সিদ্ধান্ত; ক্রমিক নং ৩ এবং ক্রমিক নং ৫ এর তথ্য সরবরাহ যোগ্য। ক্রমিক নং ২ ও ৪ এর তথ্য তথ্য অধিকার আইনের এখতিয়ারাধীন নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। বিনা তদ্‌বিরে কমিশনের শুনানীতে গরহাজিরের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।
২। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্যের ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত ০৫-১১-২০১৩ ইং তারিখের লিখিত বক্তব্যের গৃহীত সিদ্ধান্ত; ক্রমিক নং ৩ এবং ক্রমিক নং ৫ এর তথ্য সরবরাহ করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।
৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।
৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফেরদৌস হাসান
পিতা-মোঃ হাসান আলী শেখ
জেসিরোড, ধানবান্ধি
সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ ডাঃ পারভেজ রহিম
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান তার দাখিলকৃত ৮৩/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেননি। প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারী পুনরায় ২৫-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান এবং প্রতিপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাঃ পারভেজ রহিম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে তথ্য প্রদান করা হয়নি। টেলিফোনে আলাপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। কোন লিখিত ডকুমেন্ট না পাওয়ায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি।

০৪। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য সংগ্রহের জন্য কার্যালয়ে না আসায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। যেহেতু, টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে, তাই কোনরূপ লিখিত পত্র প্রদান করা হয়নি। বর্তমানে প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত রয়েছে। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক টেলিফোনিক আলাপের মাধ্যমে অভিযোগকারীকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। লিখিত কোন পত্র প্রদান না করায় অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত রয়েছে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০৪-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম
পিতা-মরহুম মমিনউদ্দিন হাওলাদার
গ্রাম-বালিয়ারকাঠা
ডাক-চাখার, উপজেলা-বানারীপাড়া
জেলা-বরিশাল ।

প্রতিপক্ষ ঃ মোমেনা খাতুন
উপ-সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম ১৫-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মোমেনা খাতুন বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **মাননীয় তথ্য কমিশনের ১৬-০৪-২০১৩ তারিখের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে আপনি আমাকে ১৫-০৫-২০১৩ তারিখের পূর্বে প্রার্থীত তথ্য প্রদান না করায়, আমি আপনার নিকট ০৪-০৬-২০১৩ তারিকে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে রেজিষ্ট্রি রশিদ নং- ৭৯২ দ্বারা পূনরায় আমাকে আমার প্রার্থীত তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা সত্বেও আমাকে তথ্য প্রদান না করিয়া, তথ্য অধিকার আইনের ৯ ধারার বিধান লংঘন করায় আমি ইহার বিরুদ্ধে প্রতিকার চাহিয়া আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয়ের বরাবরে ১০-০৭-২০১৩ তারিখে অভিযোগ দায়ের করি। অভিযোগ নং ৬৭/২০১৩। আমি উক্ত অভিযোগের শুনানীর সমন ২২-০৯-২০১৩ তারিখে বিকাল অনুমান ৩ টা ৩০ মিনিটের সময় হাতে পাইয়া ২৩-০৯-২০১৩ তারিখে এত অল্প সময়ের মধ্যে শুনানীতে হাজির হইতে পারি নাই। শুনানীর সমনের ফেরৎ কপি যার প্রামান্য দলিল। আপনি আমার এই অনুপস্থিতির সুযোগে মাননীয় তথ্য কমিশনের সামনে সত্য পাঠ করিয়া মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছেন যে, আপনি আমাকে আমার প্রার্থীত তথ্য প্রদান করেছেন। যাহা তথ্য অধিকার আইনের ২৭(১)(ক)(খ)(গ) ও (ঘ) উপধারা মতে অসত্য, বিকৃত ও বিব্রতকর।**
- **সেহেতু আমি আপনার নিকট জানতে চাই যে, আপনি আমার প্রর্থীত তথ্য কত তরিখে প্রদান করেছেন তার স্মারক নং কত এবং কত তারিখের কত নম্বর রেজিষ্ট্রি রশিদমূলে প্রেরণ করেছেন? তার সঠিক ও সুস্পষ্ট তথ্য পেতে চাই।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২০-০১-২০১৪ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৫-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ২৯-০৪-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম গরহাজির। প্রতিপক্ষ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মোমেনা খাতুন হাজির।

০৬। অভিযোগকারী বার বার শুনানীতে গরহাজির থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তথ্য প্রাপ্তির ব্যাপারে আগ্রহী নন এবং প্রতিপক্ষকে হয়রানির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

পর্যালোচনা।

যেহেতু, অভিযোগকারী ইতিমধ্যে পর পর ০২ (দুই) তারিখ শুনানীতে গরহাজির থেকেছেন, সেহেতু, অভিযোগকারী তথ্য পেতে আগ্রহী নন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী অদ্যসহ পর পর ০২ (দুই) তারিখ শুনানীতে গরহাজির থেকেছেন, সেহেতু, অভিযোগকারী তথ্য পেতে আগ্রহী না হওয়ায় অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফরহাদ চৌধুরী
পিতা-আহমদ নূর চৌধুরী
ফ্যান্টাসি বিল্ডিং,
২৭৬/এ, কলেজ রোড, চকবাজার
চট্টগ্রাম।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ
সাবেক জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, আন্দর কিল্লা
চট্টগ্রাম ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ফরহাদ চৌধুরী ২১-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **"দি মেমন কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ" কর্তৃপক্ষ দলিলুর রহমানকে জায়গা বিক্রয় করার ব্যাপারে যেই পাওয়ার অব এ্যাটর্নি প্রদান করেন এবং সেই পাওয়ার এ্যাটর্নি মূলে জমি বিক্রয় করার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে দলিলুর রহমান, পিতা-মরহুম নুর উল্লাহ, মেসার্স রহমান এন্টারপ্রাইজ, ৫৪, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম যে বায়না দলিল করেন সে দলিলের ফটোকপি।**

২. **দলিলুর রহমান পাওয়ার এ্যাটর্নি মূলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিকট জমি বিক্রয় বাবদ বায়না দলিল মূলে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা + ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা সর্বমোট ২ দফায় ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার চেক/ পে-অর্ডারের চেক নং, চেক প্রদানের তারিখ এবং ব্যাংকের নাম (সম্ভব হলে চেকের ফটোকপি)।**

৩. **জমি ক্রয়, বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে দি মেমন কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং দলিলুর রহমানের মধ্যে যেই ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয় সেই চুক্তির ফটোকপি।**

৪. **চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এবং দি মেমন কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর মধ্যে গত ০৬-০৮-২০১৩ ইং তারিখ জমি বিক্রয় সংক্রান্ত যেই রেজিষ্ট্রি দলিল হয় সে দলিলের ফটোকপি।**

৫. **দি মেমন কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর বর্তমান কমিটির কর্মকর্তাদের জমি বিক্রয় বাবদ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন থেকে এ পর্যন্ত কত টাকা প্রদান করা হয়েছে? প্রদানকৃত টাকার চেক নং, চেক প্রদানের তারিখ, ব্যাংকের নাম এবং টাকার অংকসহ বিস্তারিত বিবরণ(সম্ভব হলে চেকের ফটোকপি)।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ৩১-১২-২০১৩ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৭-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ৩০-০৪-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ফরহাদ চৌধুরী গরহাজির। প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (বিল) এবং সাবেক জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ হাজির। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নন। পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) থাকাকালীন তথ্য প্রাপ্তির একটি আবেদন প্রাপ্ত হন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় বিষয়টি এস্টেট শাখার আওতাধীন। উক্ত বিষয় বস্তুর সাথে জনসংযোগ শাখার কোন সংশ্লিষ্টতা না থাকায় সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদানের জন্য ঐ শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নথি প্রেরণ করেন। প্রাপ্ত তথ্য অভিযোগকারীকে তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে গ্রহণের জন্য মৌখিকভাবে বলেন এবং সাব-রেজিষ্ট্রার এর কার্যালয় হতে দলিলের কপি সংগ্রহের জন্য অবগত করেন।

০৬। আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় ০৫ নং ক্রমিকের যাচিত তথ্যের মধ্যে চেকের ফটোকপি প্রদান আইন অনুযায়ী সমীচীন হবেনা মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক মৌখিকভাবে অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রাপ্ত তথ্য, তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় ০৫ নং ক্রমিকের যাচিত তথ্যের মধ্যে চেকের ফটোকপি প্রদান তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সমীচীন হবেনা। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সংগৃহীত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১১-০৫-২০১৪ তারিখ বা তদ্পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত চেকের ফটোকপি ব্যতীত অবশিষ্ট তথ্য সরবরাহ করার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো। যদি অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান সম্ভব না হয়, তাহলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তার কারণ উল্লেখপূর্বক অবগত করার জন্য বলা হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব জসিম জিয়া পিতা-মোঃ মোকলেছুর রহমান সিকদার ম্যানসন, ব্রাউন কম্পাউন্ড ১৬ নং ওয়ার্ড, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বরিশাল।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শাহ আলম** নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব জসিম জিয়া বিগত ০৬-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বরিশাল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **বিএম কলেজের সামনে আইভির ভেতরে জমে থাকা মালামাল কোন প্রক্রিয়ায় নিলাম দেয়া হয়েছে? কোন পত্রিকায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে। কত গ্রুপ কাজ, কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজটি পেয়েছে? দরপত্র খোলার তারিখ, কতটি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে? তাদের বিবরণ। কোন কোন মালামাল নিলাম দেয়া হয়েছে তার বিবরণ।**
২. **২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সালের জুলাই পর্যন্ত আপনার দপ্তরে কত টাকার এবং কি কি কাজ হয়েছে তার বিবরণ। কাজের দরপত্র কোন পত্রিকায় আহবান করা হয়েছিল? কোন কাজে কতগুলো দরপত্র জমা পড়েছিল?**
৩. **২০১৩ সালে আহবানকৃত ১৫ নং নোটিশের কাজ কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়েছে? ওই কাজে কতটি দরপত্র জমা পড়েছিল? কাজের বর্তমান অগ্রগতি, ঠিকাদারকে কত টাকার বিল দেয়া হয়েছে? ঠিকাদার যে ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়েছেন তা কোন ব্যাংকের এবং হিসেব নম্বর।**
৪. **১৬, ১৭, ১৮, ১৯ নং নোটিশের কাজের বিবরণ যেমন, কবে দরপত্র আহবান করা হয় এবং কোন পত্রিকায়? কারা কাজ পেয়েছেন তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম।**
৫. **২০১০ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নির্বাহী প্রকৌশলী কত টাকা ভ্রমনভাতা নিয়েছেন তার বিবরণ।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০১-২০১৪ তারিখে বরিশাল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৭-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ৩০-০৪-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব জসিম জিয়া ও প্রতিপক্ষ বরিশাল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহ আলম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। বরিশাল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ক্রমিক নং ০১, ০২, ০৩ ও ০৪ নং তথ্য প্রস্তুত রয়েছে। ০৫ নং ক্রমিকের তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য বিধায় প্রদানযোগ্য নয়।

০৭। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়ে কমিশন নিম্নলিখিত মতামত প্রদান করেন।

- ০১ নং ক্রমিকে মালামাল নিলামের সন ও তারিখ উল্লেখ করা হয়নি।
- ০২ নং ক্রমিকে কোন্ কাজের জন্য টাকার পরিমান চাওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।
- ০৩ নং ক্রমিকে ঠিকাদার যে ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়েছে তার তথ্য অর্থাৎ ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রদানযোগ্য নয়। তবে অবশিষ্ট তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রদানযোগ্য।
- ০৪ ও ০৫ নং ক্রমিকের তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রদানযোগ্য।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের ক্রমিক নং ০১ ও ০২ এর তথ্য সুস্পষ্ট নয়। অভিযোগকারী ক্রমিক নং ০১ ও ০২ এর যাচিত তথ্য সুস্পষ্টভাবে পুনরায় আবেদন করা হলে, প্রদান করা যেতে পারে। ক্রমিক নং ০৩ এ ঠিকাদার যে ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়েছে, সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর ব্যতীত অবশিষ্ট অংশের তথ্য এবং ক্রমিক নং ০৪ ও ০৫ এর তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রদানযোগ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অভিযোগকারীকে ক্রমিক নং ০১ ও ০২ এর যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট করে পুনরায় আবেদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

২। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-০৫-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য (ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর ব্যতীত) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্য বরিশাল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার
শহীদ স্মৃতি হল
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ব বিদ্যালয়
পলাশী, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ডায়না ইসলাম সিমা
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার তার আবেদনে জানান যে, ইতোপূর্বে তার দাখিলকৃত ৮৮/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারী পুনরায় ২৩-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১০-০৪-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৪-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার ও প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডায়না ইসলাম সিমা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ কবির হোসেন শিকদার হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার দাখিলকৃত ৮৮/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। তথ্য পেতে অভিযোগকারী পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৫। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি ১৯ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অত্র কার্যালয়ে যোগদান করেছেন। পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বদলী জনিত কারণে তিনি বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর দায়িত্বপালন করছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০09 এর ধারা ৭ এর (চ),(ছ),(জ),(ঝ),(দ) এবং (ধ) অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক গৃহীত মৌখিক পরীক্ষার নম্বর কোন প্রার্থীকে প্রদান করা যৌক্তিক কারণে সম্ভব নয়। এতে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের দায়িত্ব পালনকারী পরীক্ষকগণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হতে পারে মর্মে জানান। এছাড়া তথ্য কমিশনের ৮৮/২০১৩ নং অভিযোগের কোন লিখিত সিদ্ধান্ত পত্র না পাওয়ায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। সিদ্ধান্তপত্রের কপি পাওয়া গেলে এবিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

০৬। তথ্য কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষায় বোর্ডের দায়িত্ব পালনকারী পরীক্ষকগণের প্রদত্ত নম্বরের ফলাফল যৌথভাবে গড় করে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। পৃথকভাবে নম্বর জানানো হয়না বিধায় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তথ্য কমিশনের ৮৮/২০১৩ নং অভিযোগের লিখিত সিদ্ধান্তপত্র ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে বলে কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অবহিত করেন। সিদ্ধান্তপত্র না পেয়ে থাকলে আজকের মাঝে সরবরাহ করার জন্য কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষায় বোর্ডের দায়িত্ব পালনকারী পরীক্ষকগণের প্রদত্ত নম্বরের ফলাফল যৌথভাবে গড় করে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে বিধায় উক্ত তথ্য সরবরাহ করলে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হবার সম্ভবনা থাকেনা। এছাড়া মৌখিক পরীক্ষার নম্বর সরবরাহের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এর (চ),(ছ),(জ),(ঝ),(দ) এবং (ধ) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং তার বিজ্ঞ আইনজীবী ৮৮/২০১৩ নং অভিযোগে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ৮৮/২০১৩ নং অভিযোগের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার
শহীদ স্মৃতি হল
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
পলাশী, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নেয়ামত উল্লাহ
পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৬-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার ৩০-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হেলেনা বেগম বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে নিম্ন লিখিত ০৩ টি (তিনটি) তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

প্রশ্ন ১ঃ দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা ২৯ তম বিসিএস পরীক্ষায় বিভিন্ন ক্যাডারপ্রাপ্ত নিম্নলিখিত রেজিস্ট্রেশন নম্বরধারী প্রার্থীদের লিখিত ও ভাইবা নম্বর কত? (অনুগ্রহপূর্বক ছক মোতাবেক পূরণ করুন)
প্রশাসন ঃ ০০৭২৫১, ০২৭৪৮৩, ০০৭০৪৯, ০৩৫২৭৯, ০২৮৫০৫
পররাস্ট্র ঃ ০০৭৫২৫, ০৫৮৪৫৫, ০১৫৯০৫, ০৬৪৩৩২, ০০৯৮৯০
শুল্ক ও আবগারী ঃ ০৬৬৫৯২, ৩০২৩২৫, ০১১১০৯, ০৩৪৩৯৪, ০৫৯১২৪
কর ঃ ০৫৮৭১৬, ০০৯৯৫৬, ০৫০৫১১, ০০১২০৮, ০০৮২১৫
পুলিশ ঃ ০৭৩১৬৯, ৪০০৮০২, ০৬৭৩৭২, ০৩৬৩৭৬, ০৬৬৮৫৬
ছকঃ

রেজিস্ট্রেশন নং	মোট লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর	ভাইভার প্রাপ্ত নম্বর
০০৭২৫১		

প্রশ্ন ২ঃ ২৯ তম বিসিএস পরীক্ষার নিম্নলিখিত রেজিস্ট্রেশন নম্বরধারী প্রার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (বিষয় কোড- ০১০) বিষয়ের উত্তর পত্রের ফটোকপি-
১১৩৪২৪, ১১৩৬৬৭, ১১৩৮২৪, ১১৩৯০১, ১১৩৯০৫, ০০৭২৫১, ০০৭৫২৫, ০৬৬৫৯২, ০৫৮৭১৬, ০৭৩১৬৯।
প্রশ্ন ৩ঃ তথ্য কমিশনের ৮৮/২০১৩ নম্বর অভিযোগের রায়ের প্রেক্ষিতে আপনাদেরকে যে তথ্যগুলো বিগত ২৬-১১-২০১৩ তারিখের মধ্যে দিতে বলা হয়েছিল তা অদ্যাবধি পাইনি। আপনারা কি সেই রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল?

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৯-০২-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনে তিনি প্রশ্ন-১ ও প্রশ্ন-২ এ উল্লিখিত দু'টি তথ্য প্রার্থনা করেছেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৩-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১০-০৪-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৪-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডায়না ইসলাম হাজির হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অধিকতর শুনানীর লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক ০৯-০৬-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী সময়ের আবেদন করে গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হাজির হয়ে শুনানীকালে সময়ের আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৯-০৬-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার ও প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা) ও পরিবর্তিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নেয়ামত উল্লাহ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ হাদিউল ইসলাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৭। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার গোপনীয় দলিলপত্র বিশেষ করে প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার নম্বরপত্রের প্রেসিসমূহ পূর্ণ কমিশনের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নোটশিট আকারে সীলকৃত অবস্থায় সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরায় কমিশনের ভল্টরুমে সংরক্ষিত থাকে। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর সংবলিত প্রেসিসমূহের সীলকৃত গোপন তথ্য ভল্টরুম থেকে উন্মুক্ত করে ইতোপূর্বে কোন প্রার্থীকে বা কোন আদালতকে অদ্যবধি প্রদান করা হয়নি। পুলিশ প্রহরায় ভল্টরুমে রক্ষিত এ ধরনের গোপনীয় দলিল উন্মুক্ত করে তথ্য অধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী কোন প্রার্থীকে তথ্য প্রদান করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। কাজেই সরকারি কর্ম কমিশনের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভল্টরুমে সংরক্ষিত গোপনীয় দলিলপত্র সরকারি কর্ম কমিশনের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ছাড়া উন্মুক্ত করা প্রথাগত নিয়ম নয় বলে অবহিত করেন। অভিযোগকারীর প্রার্থীত ২৯ তম বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষার নম্বরসহ অন্যান্য তথ্য প্রদানের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে সরকারি কর্ম কমিশনের ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় প্রয়োজন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি, অভিযোগের গুরুত্ব এবং সরকারী কর্ম কমিশনের সময়ের আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক আগামী ১৫-০৭-২০১৪ তারিখের মাঝে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সমীচীন মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৫-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নেয়ামত উল্লাহ কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ
পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন
২/২ আর কে মিশন রোড
৩য় তলা, (গিফট ভ্যালী)
ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আতাউর রহমান
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট
ইসলামী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়
জনসংযোগ বিভাগ, ৪০ দিলকুশা বা/এ
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ১০-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ইসলামী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আতাউর রহমান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বিগত ৫ বছরে ইসলামী ব্যাংক বাং লিঃ এর জনসংযোগ বিভাগ থেকে ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন বাবদ কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে কত টাকার বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়েছে উহার নাম, ঠিকানা, অনুমোদিত টাকার পরিমান উল্লেখ করে লিখিত বিবরনী।**
- **জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক লিং এর ঋণ ক্ষমতাবলে মে ২০১০ থেকে অদ্য পর্যন্ত কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে কত টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণের জন্য বোর্ডে সুপারিশ করেছেন তার নাম, ঠিকানা, অনুমোদিত ঋণের পরিমান উল্লেখপূর্বক লিখিত বিবরনী।**
- **২০১০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে অদ্য পর্যন্ত সি এস আর তহবিলের আওতায় ইসলামী ব্যাংক বাং লিঃ থেকে কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে কত টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে তার বিবরনী।**

০২। আবেদনের প্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ আতাউর রহমান ২৪-১২-২০১৩ তারিখে আইবিবিএল/পিআরডি /২০১৩/৮৭ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগকারীকে জানান যে, তথ্য অধিকার আইনের ২(খ) ধারায় “কর্তৃপক্ষ” এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত নয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-০১-২০১৪ তারিখে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পাওয়ায় তিনি ২৪-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১০-০৪-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৪-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ উপস্থিত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব শাহীন আহ্‌মেদ শুনানীতে উপস্থিত হয়ে সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ০৯-০৬-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ও প্রতিপক্ষ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আতাউর রহমান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব শাহীন আহ্‌মেদ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার পর তথ্য অধিকার আইনের ২(খ) ধারায় "কর্তৃপক্ষ" এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃপক্ষ নয় মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাকে জানান। পরবর্তীতে অভিযোগকারী আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। ইসলামী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইনের ২(খ) ধারায় "কর্তৃপক্ষ" এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তবে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে অনেক তথ্যই সংযুক্ত করা হয়ে থাকে সেখান হতে অভিযোগকারী তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

০৭। অভিযোগকারীর যাচিত সকল তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে রয়েছে কিনা, কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন সকল তথ্য সন্নিবেশিত নেই। সি এস আর এর তথ্য রয়েছে মর্মে অবহিত করলে অভিযোগকারী জানান সি এস আর এর তথ্য সংযোজন করা হয়নি।

০৮। তথ্য কমিশনের ১৮-১২-২০১৩ তারিখের তকক/প্রশা-৭৫(অংশ-২য়)/২০১২-৫১৮ নং স্মারকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বেসরকারি ব্যাংকসমূহ কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা, সে বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর আলোকে সকল বেসরকারি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে মর্মে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে মতামত পাওয়া যায়। এ বিষয়টি কমিশন কর্তৃক অভিযোগকারীকে অবহিত করা হলে সে প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জানান যে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত আইনের মতো অবশ্য পালনীয় নয়, তবে, মতামতটি এসআরও জারীর পর গেজেটে প্রকাশিত হলে ইসলামী ব্যাংক লিঃ কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে, তখন তথ্য প্রদানে তাদের আর কোন বাধা থাকবেনা।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতটি এখনো এসআরও আকারে জারী হয়নি। ফলে ইসলামী ব্যাংক লিঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(খ) ধারা মতে 'কর্তৃপক্ষের' অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তথ্য প্রদানে তারা বাধ্য নন।

সিদ্ধান্ত।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(খ) ধারা অনুসারে বেসরকারি ব্যাংকসমূহ কর্তৃপক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা সংক্রান্ত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতটি এসআরও আকারে জারী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ক বিভাগকে অনুরোধ করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র পেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত এসআরও জারীর পর অভিযোগকারীকে পুনরায় আবেদনের পরামর্শ দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মনজুরুল হাসান কাজল	**প্রতিপক্ষ ঃ জাহানারা পারভীন**
পিতা-মরহুম এম এ কুদ্দুছ ফকির	সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা)
প্রযত্নে-ডাঃ নয়ন, পটেনশিয়াল	ও
ড্রাগ হাউস , ১/এইচ, ৫/৯	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
গুদারাঘাট ঢাল,কাজীফুরি	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ভবন
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।	১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মনজুরুল হাসান কাজল ১২-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জাহানারা পারভীন বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুউঅ/প্র-৩০/২০১২-১৪৫ নং স্মারকে ৩১-০১-২০১৩ তারিখে প্রকাশিত পুণঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে গঠিত নিয়োগ কমিটি/বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির পূর্ণাঙ্গ নাম, পদবী ও অফিসিয়াল ফোন/মোবাইল নম্বরসহ তালিকা।**

২. **অত্র অফিসের ওয়েবসাইটে ০১-১২-২০১৩ তারিখে ৩৪.০১.০০০০.০০৫.১১.০২০. ১৩-১৫৯৩ নং স্মারকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অত্র অধিদপ্তরের অধিনে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগকৃতদের নিয়োগে সাবেক সংস্থাপন ও বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম(বিধি-১)এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৬(৫০০), তারিখ-১৭-০৩-১৯৯৭-এ জারীকৃত কোটানীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? উত্তর "না" হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জারীকৃত/নির্ধারিত যে কোটানীতি অনুসরণ করে ০১-১২-২০১৩ তারিখে অত্র অধিদপ্তরের অধিনে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে সে পত্র/পরিপত্র/আদেশ এর সত্যায়িত ফটোকপি।**

৩. **০১-১২-২০১৩ তারিখের নিয়োগ আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন পদে নিয়োগকৃতদের মধ্যে কে কোন কোটায় নিয়োগ পেয়েছেন তার (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জারীকৃত/নির্ধারিত কোটানীতি অনুযায়ী প্রতিটি পদের বিপরীতে কোটায় নিয়োগপ্রাপ্তদের শতকরা হিসাবসহ) তালিকা।**

৪. **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুউঅ/প্র-৩০/২০১২-১৪৫ নং স্মারকে ৩১-০১-২০১৩ তারিখে প্রকাশিত পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যেসকল পদে এখনো প্রকাশিত সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা হয়নি (যেমনঃ ......১৫৯৩ নং স্মারকে ০১-১২-২০১৩ তারিখে প্রকাশিত চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নামের তালিকায় দেখা যায় যে, এম এল এস এস পদে ১০ জন এর স্থলে ০৯ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ ০১ টি পদে নিয়োগ দেয়া হয়নি) সে সকল পদের জন্য কোন অপেক্ষমান প্রার্থীদের তালিকা করা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে সেই তালিকার সত্যায়িত ফটোকপি।**

৫. **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুউঅ/প্র-৩০/২০১২-১৪৫ নং স্মারকে ৩১-০১-২০১৩ তারিখে প্রকাশিত পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের রোল নম্বর-১৬৪৯, পদবী-এম এল এস এস (যথানিয়মে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন) একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। তিনি যে কারণে উক্ত পদে মনোনিত হননি তার কারণ লিখিত আকারে পেতে চাই।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৩-২০১৪ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব নূর মোহাম্মদ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০২-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১০-০৪-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৪-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মনজুরুল হাসান কাজল ও প্রতিপক্ষ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জাহানারা পারভীন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আপীল আবেদন করার পর অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি ২৪-০৪-২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু কোন তথ্য মূল্য গ্রহণ করা হয়নি। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত না হলে অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য মূল্য প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারী কর্তৃক প্রার্থীত তথ্য পাওয়া যায়নি বলে অনুযোগ করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১০-০৫-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ ফারুক)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল আলীম
সিনিয়র প্রতিবেদক
অপরাধ বিচিত্রা, মডার্ন ম্যানসন
৫৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব কে এ এম মাজেদুর রহমান
ব্যাবস্থাপনা পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রিমিয়ার ব্যাংক হেড অফিস
বনানী, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবদুল আলীম ১৯-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে প্রিমিয়ার ব্যাংক, হেড অফিসের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব কে এ এম মাজেদুর রহমান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **মেসার্স রুমী এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্তাধিকারী মোঃ খলিলুর রহমানের হিসাব নং ০১১৯১৩১০০০০০৮৭৯ হতে বিভিন্ন সময়ে ৩৮৮ টি চেকের মাধ্যমে ১৩৩ কোটি ৯৫ লাখ ৪৫ হাজার ৩২৭ টাকা তুলে আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিরুদ্ধে। অপর দিকে মোঃ খলিলুর রহমানের বিরুদ্ধে খেলাপী গ্রাহক হিসেবে ব্যাংক তার কাছে ২০ কোটি টাকা পায় বলে জানা গেছে। তার বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে একাধিক মামলাও রয়েছে বলে জানা গেছে।**
  বর্ণিত ব্যপারে সঠিক তথ্য ও তার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০৩-২০১৪ তারিখে প্রিমিয়ার ব্যাংক, হেড অফিসের চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৮-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবদুল আলীম ও প্রতিপক্ষ প্রিমিয়ার ব্যাংক হেড অফিসের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে ‘ল’ অফিসার জনাব মোঃ শাহরিয়ার কামাল চৌধুরী হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রিমিয়ার ব্যাংক হেড অফিসের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে ‘ল’ অফিসার উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের বিষয়ে উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের বিষয়ে উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। যেহেতু, বিষয়টি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন, যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী বিষয়টি Sub-judice, সেহেতু, এ বিষয়ে কমিশনের কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আইনগতভাবে সমীচীন হবে না বলে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগের বিষয়টি আদালত বিচারাধীন এবং Sub-judice, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক কোনরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন হবে না বলে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল আলীম
সিনিয়র প্রতিবেদক
অপরাধ বিচিত্রা, মডার্ন ম্যানসন
৫৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আবদুল জলিল চৌধুরী
অতিরিক্ত ব্যাবস্থাপনা পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মার্কেন্টাইল ব্যাংক, হেড অফিস
দিলকুশা, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবদুল আলীম ১৯-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মার্কেন্টাইল ব্যাংক, হেড অফিসের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আবদুল জলিল চৌধুরী বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **চট্টগ্রাম সিতাকুন্ডে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের মাদাম বিবির হাট থেকে মেসার্স রিজেন্ট কর্পোঃ এর নামে ভূয়া এলসি খুলে ৯ কোটি ৮৪ লাখ ১৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে পরিচালক মোঃ শহিদুল হকের বিরুদ্ধে। ব্যাংকটির আগ্রবাদ শাখা থেকেও মেসার্স তিতাস এগ্রো কেমিক্যাল ইন্ডা: লিঃ এর বিপরীতে ভূয়া এলসির মাধ্যমে আরও ৯ কোটি ৫৫ লাখ ৩১ হাজার টাকাতুলে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। অপর পরিচালক মোঃ শাহাবুদ্দিন আলম এস এ অয়েল মিলের এম ডি। ওই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ নোটিশ ডিপোজিটের হিসাবের বিপরীতে ৫৪ টি লেনদেনের মাধ্যমে ১২০ কোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে ওই হিসাব স্থিতি না থাকা সত্ত্বেও চেক জমা করলে অর্থ দেয়া হয়। পরিচালক মোঃ শাহাবুদ্দিন আলম এই প্রক্রিয়াতে ১ শত ২৬ কোটি ৭২ লাখ টাকা তুলে নিয়েছেন। বর্ণিত ব্যাপারে আপনার সুস্পষ্ট বক্তব্যের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। আপনার বক্তব্যের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রদানেরও অনুরোধ করা হলো।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০৩-২০১৪ তারিখে মার্কেন্টাইল ব্যাংক, হেড অফিসের চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৮-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবদুল আলীম ও প্রতিপক্ষ মার্কেন্টাইল ব্যাংক হেড অফিসের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আজিজুল বাশার হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট নয় বিধায় তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট নয়। অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে আবেদন করলে তার প্রার্থীত তথ্য পেতে পারেন মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং চেয়ারম্যানের পরিবর্তে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট আপীল করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) কে অবশ্যই হাজির থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতা-মরহুম মৌ: সফিউদ্দিন
ই-৩৪, র‌্যাব-২ এর পশ্চিম পার্শ্বে
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ০২-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **গত ০৪-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তার লিখিত পত্রের (কপি সংযুক্ত) আলোকে উল্লিখিত ০৭ টি সুপারিশের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি-**
  ০৪-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে তার উপস্থাপিত সুপারিশ-

১. ধর্ষিতা নারী ও শিশুদেরকে সরকার ও রাষ্ট্র কর্তৃক বীরঙ্গনা উপাধি প্রদান করত: বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করণ।
২. সরকারী ও বেসরকারী গোয়েন্দাদের দ্বারা তৈরীকৃত গ্রাম ও মহল্লা ভিত্তিক বখাটে ও ইভটিজিংকারী সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরী করে এসপি/ পুলিশ কমিশনার কার্যালয় হতে তাদের নামে মাসিক হুশিয়ারী পত্র জারী করণ।
৩. সকল উচ্চ বিদ্যালয়, মহা বিদ্যালয়, গ্রাম ও মহল্লা ভিত্তিক ইভটিজিং প্রতিরোধ কমিটি গঠণ করে মাসিক সভার প্রতিবেদন এসপি/ পুলিশ কমিশনার অফিসে প্রেরণ করণ।
৪. ইভটিজিং ও মিথ্যা প্রেম নিবেদনকারীদের খপ্পরে যেন নিরীহ মেয়েদের পড়তে না হয় এ বিষয়ে স্কুল-কলেজে কাউন্সিলিং জোরদার করণ।
৫. ধর্ষিতা নারী ও শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য সামাজিক আন্দোলন চালু করণ।
৬. ইউনিয়ন পরিষদের আইন শৃংখলা কমিটিতে ইভটিজিং প্রতিরোধের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া।
৭. কোন গ্রাম, মহল্লা, হাট, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নারী ও শিশু নির্যাতীত ও ধর্ষিতা হলে সংশ্লিষ্ট সকলের কৈফিয়ত তলব করতে হবে। অর্থাৎ নিজ নিজ অবস্থান থেকে কে কতটুকু সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন এর জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৬-০১-২০১৪ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১০-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ও প্রতিপক্ষ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাওয়া যায়নি। কমিশনের সমন পেয়ে আবেদনের বিষয়ে অবগত হয়েছেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় দেশের বাহিরে থাকায় অভিযোগকারীর তথ্যের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

<u>পর্যালোচনা।</u>

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, কমিশনের সমন প্রাপ্তির পর বিষয়টি অবগত হয়েছেন। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-০৬-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ নওশের আলী	**প্রতিপক্ষ ঃ অধিনায়ক**
গ্রাম-উত্তর হরিরাম পুর	১৬ পদাতিক ব্রিগেড.
পোষ্ট-বেলাইচন্ডী,থানা-পার্বতীপুর	বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস
জেলা- দিনাজপুর।	খোলাহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ নওশের আলী ১৩-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে ১৬ পদাতিক ব্রিগেড. বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস, খোলাহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না করায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, উক্ত দপ্তরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না করায় তিনি তার তথ্য জানতে পারছেন না।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ নওশের আলী হাজির। প্রতিপক্ষ ১৬ পদাতিক ব্রিগেড. বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস, খোলাহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ১৬ পদাতিক ব্রিগেড. বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস, খোলাহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না করায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

০৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ প্রদানের জন্য অধিনায়ক, বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রদানের জন্য কমিশন মতামত প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বা সেনা বাহিনী কর্তৃক কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হয়নি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা অনুযায়ী আইনটি প্রচলনের ৬০ (ষাট) দিনের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ করা হয়নি, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী নিয়োগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ পূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ প্রদানের জন্য অধিনায়ক, বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফেরদৌস হাসান
পিতা-মোঃ হাসান আলী শেখ
জেসি রোড, ধানবান্ধি
সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ ডাঃ পারভেজ রহিম
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২
ঢাকা-১২১৬।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান তার দাখিলকৃত ২৫/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে ২০-০৪-২০১৪ তারিখে ডাঃ পারভেজ রহিম, উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ২৫/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক ৪র্থ বারের মতো তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর শাস্তি এবং বারবার হয়রানীর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৫-০৭-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান ও প্রতিপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাঃ পারভেজ রহিম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনের নির্দেশনার পরও তিনি এখন পর্যন্ত তথ্য প্রাপ্ত না হয়ে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দেশের বাহিরে প্রশিক্ষণে থাকায় যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরো বলেন, নিয়োগের নম্বর সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত গোপনীয় ও স্পর্শকাতর বিষয়। তাছাড়া লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ফর্দ ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান বুয়েটের সাথে MoU থাকায় সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে সময় ক্ষেপণ হয়েছে। অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের জন্য অদ্য তথ্য সাথে করে এনেছেন এবং তা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) দেশের বাহিরে প্রশিক্ষণে থাকায় যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি এবং নিয়োগের নম্বর সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত গোপনীয় ও স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ফর্দ ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান বুয়েটের সাথে MoU থাকায় সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সময় ক্ষেপণ হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিতভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ ফারুক)

প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান
পিতা-মরহুম আলহাজ্ব এম এ ফাত্তাহ
৮/জি, কনকর্ড গ্র্যান্ড,
১৬৯/১, শান্তি নগর
ঢাকা-১২১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মুহাম্মদ নূর আলম
উপ-সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন ভবন
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান ২০-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ নূর আলম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বর্তমানে গেজেটভূক্ত রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিস্তারিত বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বরসহ (যদি থাকে) একটি হাল নাগাদ তালিকা আবশ্যক।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৫-০৩-২০১৪ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মাসুদ সিদ্দিকী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর ০২-০৪-২০১৪ তারিখে ৪৮.০০.০০০০.০০২.৩৪.১৮৬. ২০১৩/৮৮ নং স্মারকে উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ নূর আলম অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্যে তিনি সন্তুষ্ট হতে না পারায় ২০-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান ও প্রতিপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ নূর আলম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গেজেটভুক্ত রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা প্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের হালনাগাদ তথ্য না থাকায় তথ্য প্রদান সম্ভব নয় মর্মে তাকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ নূর আলম বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, গেজেটভুক্ত রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা প্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর সম্বলিত হালনাগাদ তালিকা অদ্যবধি প্রণয়ন করা হয়নি বিধায় এ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের নিকট এসকল তথ্য রয়েছে মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কমিশনকে অবহিত করেন। অভিযোগকারীকে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

০৬। রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা প্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা সম্বলিত গেজেটের কপি মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত আছে কিনা? কমিশন কর্তৃক এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত আছে এবং তা সরবরাহ করা যাবে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত হালনাগাদ তথ্যাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মাঝে যতটুকু সংরক্ষিত আছে, তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৬-০৬-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য (রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা প্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা সম্বলিত গেজেট) সরবরাহ করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ নূর আলম কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ নাজমুস সাকিব
পিতা-ফরিদুল আলম
৪৯/১, পশ্চিম হাজীপাড়া
রমনা থানা, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব হুমায়ুন কবির
পরিচালক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গুলফেশা প্লাজা
৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ নাজমুস সাকিব তার দাখিলকৃত ৯৬/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে ২২-০৪-২০১৪ তারিখে জনাব হুমায়ুন কবির, পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গুলফেশা প্লাজা, ৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৯৬/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্যমূল্য বাবদ অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা বিভ্রান্তিমূলক ও অসম্পূর্ণ এবং প্রদত্ত তথ্য কোন অভিযোগের/কত নম্বর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরবরাহ করা হয়েছে তা কোথাও উল্লেখ করেননি। প্রার্থীত তথ্য যথাযথভাবে সরবরাহ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর শাস্তি ও জরিমানা দাবি করে অভিযোগকারী পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৫-০৭-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ নাজমুস সাকিব, পিতা-ফরিদুল আলম, ৪৯/১, পশ্চিম হাজীপাড়া, রমনা থানা, ঢাকা হাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব হুমায়ুন কবির জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০০৯-২০১৪ অর্থ বছরের অডিট সংক্রান্ত জরুরী কাজ থাকায় সময়ের আবেদন প্রেরণ করে গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা অসম্পূর্ণ এবং প্রদত্ত তথ্য কোন অভিযোগের/কত নম্বর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরবরাহ করা হয়েছে তা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে পুনরায় সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা সমীচীন হবে মর্মে কমিশন মনে করে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে সরবরাহ করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান
পিতা-মরহুম আলহাজ্ব এম এ ফাত্তাহ
৮/জি, কনকর্ড গ্র্যান্ড
১৬৯/১, শান্তি নগর
ঢাকা-১২১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। বেগম রিক্তা দত্ত
উপ-নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন
এফ ১০/এ-বি, আগারগাঁও সিভিক সেক্টর
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

২। জনাব মোঃ নাইমুর রহমান
যুগ্ম-নিবন্ধক (ব্যাংক ও বীমা)
ও তৃতীয় পক্ষ
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান ১৯-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নবিন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বেগম রিক্তা দত্ত বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **নিবন্ধনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর অনুষ্ঠিত সকল সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভার তারিখসহ সভার কার্যবিবরণীর সত্যায়িত কপি।**
২. **নিবন্ধনের পর থেকে অদ্যাবধি সমবায় আইন ও বিধিমালা মোতাবেক বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনের নিমিত্তে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে আলাদা আলাদাভাবে নির্বাচনের তারিখসহ ও প্রতিটি নির্বাচন কমিটির তালিকা।**
৩. **নিবন্ধনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকলে কি কারণে নির্বাচন করা হয়নি তা জানা আবশ্যক।**
৪. **নির্বাচন না হওয়ায় সমবায় অধ্যাদেশ/আইন এর কত ধারা মোতাবেক এবং কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে সমিতির এ্যাডহক/অন্তর্বতী কমিটির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা নির্বাহ হয়েছে তা জানা আবশ্যক এবং মেয়াদকালসহ আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি এ্যাডহক/অন্তর্বতী কমিটির তালিকা।**
৫. **বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ কে কখনো অবসায়নে ন্যাস্ত করা হয়েছিল কিনা? হয়ে থাকলে প্রতিটি অবসায়নের আদেশ ও কারণসহ প্রত্যাহারের আদেশের কপি।**
৬. **বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর সর্বশেষ অবস্থা জানা প্রয়োজন। বর্তমানে অবসায়নের আদেশাধীন থাকলে অবসায়ন আদেশের সত্যায়িত কপি আবশ্যক এবং অবসায়ন প্রক্রিয়া কী পর্যায়ে আছে তাও জানা আবশ্যক।**
৭. **নিবন্ধনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর অডিট করা হয়ে থাকলে সকল অডিট প্রতিবেদনের সত্যায়িত কপি।**

৮. বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর সকল শেয়ার হোল্ডারদের নাম, ঠিকানা, শেয়ার সংখ্যা ও শেয়ারের পরিমান উল্লেখসহ তালিকা।

৯. বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর শেয়ার মূলধনের পরিমান কত ছিল? শেয়ার মূলধনের টাকা কোথায় কিভাবে/কি আকারে গচ্ছিত ছিল এবং বর্তমানে শেয়ার মূলধনের মোট পরিমান কত? তা জানা আবশ্যক।

০২। আবেদন প্রাপ্তির পর ২৮-১১-২০১৪ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রিক্তা দত্ত, সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (ব্যাংক ও বীমা)-কে ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ করেন। এ প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (ব্যাংক ও বীমা) জানান যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ঘ), ৭(ঙ)(ই), ৭(ণ) তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে পত্র মারফৎ জানান। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে ০৯-০২-২০১৪ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর ৩০-০৩-২০১৪ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) আপীলের শুনানী গ্রহণ করেন। শুনানীঅন্তে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক তথ্য না দেয়ার বিষয়ে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে পরবর্তীতে অভিযোগকারী ২৩-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করে গরহাজির কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হাজির। কমিশন কর্তৃক অভিযোগকারীর সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৫-০৭-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান ও প্রতিপক্ষ সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বেগম রিক্তা দত্ত এবং যুগ্ম-নিবন্ধক (ব্যাংক ও বীমা) জনাব মোঃ নাইমুর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (ব্যাংক ও বীমা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পেয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট শাখাকে তথ্য প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে জানানো হয় যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ঘ), ৭(ঙ)(ই), ৭(ণ) ধারা অনুযায়ী যাচিত তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) আরো জানান বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর তথ্য তার নিকট সংরক্ষিত নেই। উক্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ব্যাংক ও বীমা শাখা সংশ্লিষ্ট। উক্ত শাখা হতে তথ্য প্রদান না করায় তার পক্ষে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। যুগ্ম-নিবন্ধক (ব্যাংক ও বীমা) জনাব মোঃ নাইমুর রহমান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী সমিতির সদস্য না হওয়ায় এবং পলিসি সংক্রান্ত আগাম তথ্য চাওয়ায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারা অনুযায়ী সরবরাহ যোগ্য নয়।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং তৃতীয় পক্ষের উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য আগাম তথ্য নয় এবং তথ্য পাবার ক্ষেত্রে কমিটির সদস্য হতে হবে এমন বিধান না থাকায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। যুগ্ম-নিবন্ধক (ব্যাংক ও বীমা) ও তৃতীয় পক্ষ জনাব মোঃ নাইমুর রহমান-কে জরুরী ভিত্তিতে উপ-নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বেগম রিক্তা দত্ত বরাবরে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৪-০৮-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব অসীম দাস
পিতা-কদম দাস
গ্রাম- আটারই, পোষ্ট-জেয়ালা
থানা-তালা
জেলা-সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ চেয়ারম্যান
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)
১৪ ফিংড়ি ইউ.পি সদর
সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব অসীম দাস ২৫-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব আঃ হামিদ, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ১৪ ফিংড়ি ইউ.পি সদর, সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **২০১৪ সালে ১৪ নং ফিংড়ি ইউনিয়নে কতগুলো ডিপ-টিউবয়েল বরাদ্দ আসছে, তার তথ্য।**
- **২০১৪ সালে চলমান ৪০ দিনের কর্মসূচীতে কতজন লোক নিয়োগ করা হয়েছে, তার তথ্য।**

০২। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০৩-২০১৪ তারিখে বাবু মহাদেব ঘোষ, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ১৪ ফিংড়ি ইউ.পি সদর, সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অসীম দাস ও প্রতিপক্ষ জনাব আঃ হামিদ, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ১৪ ফিংড়ি ইউ.পি সদর, সাতক্ষীরা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। ইউপি সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ১৪ ফিংড়ি ইউ.পি সদর, সাতক্ষীরা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাকে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তার নামে সমন জারী হওয়ায় তিনি কমিশনে হাজির হয়েছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, চেয়ারম্যান মহোদয়কে তিনি তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করবেন।

০৬। ইউপি সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরখাস্তকৃত হওয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর উপস্থিতিতে অধিকতর শুনানী গ্রহণের জন্য ১৫-০৭-২০১৪ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও আপীল কর্তৃপক্ষকে সমন জারী করা হয়।

০৭। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার কোন অভিযোগ নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানিয়েছেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ও ইউপি চেয়ারম্যান তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর প্রেরিত লিখিত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব সুব্রত কুমার মন্ডল
পিতা-গোলক মন্ডল
ফাইজুল্যাপুর
পোষ্ট-ব্রাক্ষরাজপুর
থানা+জেলা-সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ চেয়ারম্যান
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)
১৪ ফিংড়ি ইউ.পি সদর, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব সুব্রত কুমার মন্ডল ২৩-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব আঃ হামিদ, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ১৪ ফিংড়ি ইউ.পি সদর বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৪ নং ফিংড়ি ইউনিয়নে কতগুলো কম্বল বিতরন করা হয়েছে তার নামের তালিকা সংক্রান্ত তথ্য।**
- **যে নীতিমালার ভিত্তিতে কম্বল বিতরন করা হয়েছে তার তথ্য।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০৩-২০১৪ তারিখে বাবু মহাদেব ঘোষ, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ১৪ ফিংড়ি ইউ.পি সদর বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব সুব্রত কুমার মন্ডল ও প্রতিপক্ষ জনাব আঃ হামিদ, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ১৪ ফিংড়ি ইউ.পি সদর, সাতক্ষীরা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ১৪ ফিংড়ি ইউ.পি সদর, সাতক্ষীরা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাকে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তার নামে সমন জারী হওয়ায় তিনি কমিশনে হাজির হয়েছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, চেয়ারম্যান মহোদয়কে তিনি তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করবেন।

০৬। ইউপি সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরখাস্তকৃত হওয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর উপস্থিতিতে অধিকতর শুনানী গ্রহণের জন্য ১৫-০৭-২০১৪ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও আপীল কর্তৃপক্ষকে সমন জারী করা হয়।

০৭। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার কোন অভিযোগ নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানিয়েছেন। ইউপি চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর লিখিতভাবে দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফেরদৌস হাসান
পিতা-মোঃ হাসান আলী শেখ
জেসি রোড, ধানবান্ধি
সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোহাম্মদ শহিদুজ্জামান
শিক্ষা অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা শিক্ষা অফিস
সদর, সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান ০৬-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ শহিদুজ্জামান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা বা পিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীদের স্কুল ভিত্তিক নাম, রোল নম্বর, মোট প্রাপ্ত নম্বর, গ্রেড এবং বিষয় ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৮-০২-২০১৭৪ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বেগম বদরুজ্জেহা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ শুনানীঅন্তে আপীল আবেদনটি খারিজ করে দেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) আপীল আবেদন খারিজ করে দেয়ায় অভিযোগকারী ২৭-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করে গরহাজির কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী হাজির। কমিশন কর্তৃক অভিযোগকারীর সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৫-০৭-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান ও প্রতিপক্ষ সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ শহিদুজ্জামান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক নম্বর না থাকায় তা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। বিষয়ভিত্তিক নম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। অভিযোগকারী প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে অবশিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য সরবরাহ করেছেন। বিষয়ভিত্তিক নম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে অবশিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে বিষয়ভিত্তিক নম্বর সংগ্রহ করার নির্দেশনা দেয়া হলো।
২। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান
পিতা-মৃত: আব্দুল জব্বার সরদার
গ্রাম ও পোষ্ট- আটিপাড়া
উজিরপুর, বরিশাল।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব খোন্দকার মজিবুর রহমান
উপজেলা শিক্ষা অফিসার (প্রাথমিক)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
উজিরপুর, বরিশাল ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১০-০৬-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ২০-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার উপজেলা শিক্ষা অফিসার (প্রাথমিক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব খোন্দকার মজিবুর রহমান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **৭২ নং আটিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী/ম্যানেজিং কমিটির পূর্নাঙ্গ তালিকা (নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরসহ)।**
২. **সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনের নীতিমালা এবং কমিটির বিভিন্ন পদে প্রার্থীতার যোগ্যতার নীতিমালা ও নিয়মাবলীর কপি।**
৩. **উক্ত বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালনা পরিষদের দাতা সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তির নাম, দানকৃত জমির দানপত্র/দলিলের সত্যায়িত কপি (মোবাইল নম্বরসহ)।**
৪. **বর্তমান কমিটির পূর্ববর্তী কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকার অনুলিপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৬-০৪-২০১৪ তারিখে বরিশাল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩০-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ও প্রতিপক্ষ বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার উপজেলা শিক্ষা অফিসার (প্রাথমিক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব খোন্দকার মজিবুর রহমান এবং তাকে সহয়তা করার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ মাসুম বিল্লা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে ডাকযোগে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না পাওয়ায় তাকে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না পাওয়ায় অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-০৬-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার উপজেলা শিক্ষা অফিসার (প্রাথমিক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব খোন্দকার মজিবুর রহমান কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩. নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ (ফয়সল)
পিতা-মৃত আব্দুস সোবহান
৩৯৩, জল্লারপাড় (প্রধান সড়ক)
পোষ্ট ও থানা-সদর সিলেট
জেলা-সিলেট ৩১০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নুরুল আলম
সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ওয়াক্ফ ভবন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১০-০৬-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ (ফয়সল) ৩০-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নুরুল আলম এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নুরুল আলম কর্তৃক তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, তা সত্যায়িত করা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতিকার প্রার্থনা করে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-০৬-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ ও প্রতিপক্ষ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নুরুল আলম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, তা সত্যায়িত করা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতিকার প্রার্থনা করে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু ভুলবশতঃ সরবরাহকৃত তথ্য সত্যায়িত করা হয়নি। অভিযোগকারীর তথ্যাদি সত্যায়িত করে আনা হয়েছে এবং সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে যে তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে, তা সত্যায়িত করা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সত্যায়িত করে পুনরায় সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ অনুযায়ী তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ১০-০৬-২০১৪ তারিখে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি সত্যায়িত করে সরবরাহ করার জন্য ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নুরুল আলম কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মতিউর রহমান
পিতা- নুরুল ইসলাম
গ্রাম-১ নং কলমা
পোষ্ট-ডেইরী ফার্ম, থানা-সাভার
জেলা-ঢাকা।।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার সাভার
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মতিউর রহমান ০২-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার সাভার, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১। ক) সাভার উপজেলাধীন কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার এ বর্তমানে কয়টি প্রকল্প চলমান রয়েছে? প্রকল্পগুলোর নাম ও মেয়াদকাল।

খ) চলমান প্রকল্পগুলোর শুরু থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত বছর ভিত্তিক খাতওয়ারী বরাদ্দের পরিমান কত টাকা?

গ) চলমান প্রকল্পগুলো শুরু হওয়ার পর থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারী খরচের বর্ননা বা হিসাব।

ঘ) অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে কোনো দরপত্র আহবান করা হয়েছে কিনা? দরপত্র আহবান করা হয়ে থাকলে কোন কোন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়? প্রকাশের তারিখসহ সেইসব পত্রিকার নাম ও প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ফটোকপি। দরপত্রে অংশ নিয়ে যেসব ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন সেইসব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম, স্থান, মালিকের নাম ও মুঠোফোন নম্বর।

ঙ) নির্মান ও সংস্কারের মেয়াদকাল ও খরচের হিসাব, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও মালিকের নাম, ঠিকানা, যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ সম্পূর্ন বর্ননা।

চ) এআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় কি কি যন্ত্র ক্রয় ও অবকাঠামো নির্মান করা হয়েছিল এবং হচ্ছে? সেইসব যন্ত্র, অবকাঠামো এবং প্রকল্পের বর্তমান অবস্থার বর্ননা।

ছ) ক্রয়কৃত মালামালের ভাউচারের অবিকল ফটোকপি।

২। ক) খাদ্য গুদামে বর্তমানে খাদ্যের পরিমান ও খাদ্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম, স্থান, মালিকের নাম ও মুঠোফোন নম্বর।

খ) কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামারে ছোট বড় কতগুলো ষাড় ও গাভী আছে এবং প্রত্যেক গাভীর জন্য প্রতিদিন কত কিলো খাদ্য বরাদ্দ আছে?

গ) কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন হইতে প্রতিদিন কত লিটার দুধ উৎপাদন করা হয়ে থাকে? উহা কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কত লিটার দুধ সরবরাহ হয়। প্রতিষ্ঠানের নাম ও মুঠো ফোন নম্বর।

ঘ) কেন্দ্রীয় গো প্রজনন ও দুগ্ধ খামার এ কতজন নিয়োপ্রাপ্ত ডাঃ রয়েছে এবং কতজন সেবক সেবিকা আছেন?

ঙ) চলতি বছরের ঔষধের বরাদ্দ ও বর্ননা এবং বরাদ্দকৃত ঔষধের সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারী খরচের বর্ননা বা হিসাব।

০২। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০৩-২০১৪ তারিখে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও প্রার্থীত তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ মতিউর রহমান ও প্রতিপক্ষ কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার সাভারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার কোন অভিযোগ নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

০৫। কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার সাভারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানান।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর লিখিতভাবে দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ
২/২ আর কে মিশন রোড
ঢাকা-১২০৩।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব এস এম আনিসুজ্জামান
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়
সেনা কল্যাণ ভবন, ৫ম তলা, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ০২-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম আনিসুজ্জামান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) বিগত ৫ বছরে CSR তহবিল হইতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তিকে কত টাকা প্রদান করা হইয়াছে উহার নাম ঠিকানাসহ লিখিত বিবরণী।

খ) বিগত ৫ বছরে জনসংযোগ বিভাগ থেকে ১০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে কত টাকার ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়েছে তার বিবরণী।

গ) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব রুহুল আলম বেসিক ব্যাংকে যোগদানের পর থেকে কতবার পদোন্নতি লাভ করেছেন। যোগদান ও পদোন্নতির তারিখ এবং যোগ্যতা উল্লেখ পূর্বক উহার লিখিত বিবরণী

ঘ) বিসিক ব্যাংক লিঃ এর নিয়োগ বিধি, পদোন্নতি ও এ সংক্রান্ত বোর্ডের ক্ষমতা ইত্যাদি বিধিমালার টাইপকৃত বিবরণী বা সত্যায়িত ফটোকপি।

ঙ) বিগত ৫ বছরে কয়টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে এবং প্রতিটি শাখায় ব্যয় কত টাকা উহার বিবরণী।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০১-০৪-২০১৪ তারিখে বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব জনাব মোঃ কাজী ফখরুল ইসলাম বরাবরে জিইপি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ও প্রতিপক্ষ বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম আনিসুজ্জামান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত ০৫ বছরের তথ্যাদি প্রদান করা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এ বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য তিনি কমিশনকে অনুরোধ জানান।

০৬। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে 'ক' ও 'খ' ক্রমিকের ০৬ মাসের তথ্য, 'গ' ও 'ঘ' ক্রমিকের সকল তথ্য এবং 'ঙ' ক্রমিকের শুধু বিগত ৫ বছরে কয়টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে তার তথ্য প্রদান করতে হবে। এছাড়া 'ঙ' ক্রমিকের অবশিষ্ট তথ্য সংশ্লিষ্ট শাখায় চাওয়া যেতে পারে মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত ০৫ বছরের তথ্যাদি প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর জন্য অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে 'ক' ও 'খ' ক্রমিকের ০৬ মাসের তথ্য, 'গ' ও 'ঘ' ক্রমিকের সকল তথ্য এবং 'ঙ' ক্রমিক নম্বরের শুধু বিগত ৫ বছরে কয়টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে তার তথ্য প্রদানযোগ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০৮-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অনুচ্ছেদ ০৬ এর নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩।নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ
২/২ আর কে মিশন রোড
ঢাকা-১২০৩।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মিল্কভিটা, ১৩৯-১৪০ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা-১২০৮।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ তার দাখিলকৃত ২৯/২০১৩, ৭৯/২০১৩ এবং ১১৫/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে মিল্কভিটা এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, সর্বশেষ ১১৫/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক ৩য় বারের মতো তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে সকল তথ্য সরবরাহ করেছেন তা আংশিক ও বিভ্রান্তিকর এবং কতিপয় প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বিরুদ্ধে জরিমানা প্রার্থনা করে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ও প্রতিপক্ষ মিল্কভিটা এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এবং তাকে সহায়তাকারী বিজ্ঞ আইনজীবী মোল্লা কিসমত হাবিব হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা আংশিক ও বিভ্রান্তিকর। এ বিষয়ে তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতিকার প্রার্থনা করে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। মিল্কভিটা এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী যে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি তথ্য চেয়েছেন হাসিব খান তরুন ই সে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, চেয়ারম্যানের কোন পদ নেই, বিবিধ কোন ব্যয় নেই, গাড়ির যে তথ্য দেয়া হয়েছে সেটি হাসিব খান তরুন ব্যবহার করেন, বিদেশ ভ্রমনের সঠিক তথ্য দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগে যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। একই বিষয়ে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করা যায় না। নতুন করে সঠিক তথ্য চেয়ে আবেদন করলে তথ্য দেয়া সম্ভব হবে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে ইতোমধ্যে তথ্য সরবরাহ করেছেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু তথ্য সুস্পষ্ট নয় বলে অভিযোগকারীর বক্তব্যে প্রতীয়মান হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে পুনরায় সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। আগামী ১৪-০৮-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য শুনানীকালে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে সরবরাহ করার জন্য মিল্কভিটা এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম লিংকন
পিতা-মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া
৬২/৩/বি, দক্ষিন মুগদাপাড়া
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নজরুল ইসলাম মিশা
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি, ৫, দিলকুশা
মতিঝিল, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম লিংকন তার দাখিলকৃত ২২/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে ০৮-০৫-২০১৪ ও ২৯-০৫-২০১৪ তারিখে বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ২২/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে তথ্য সরবরাহ করেন তা হয়রানীমূলক ও বিভ্রান্তিকর এবং প্রার্থীত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অভিযোগকারী তার অভিযোগে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করে হয়রানীমূলক ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর শাস্তি এবং প্রার্থীত তথ্য আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

০২। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম লিংকন ও প্রতিপক্ষ বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা হয়রানীমূলক ও বিভ্রান্তিকর এবং প্রার্থীত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ বিষয়ে তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতিকার প্রার্থনা করে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তবে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

০৫। সুনির্দিষ্টভাবে কি তথ্য চাচ্ছেন কমিশন কর্তৃক এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী জানান, বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন ০৪ টির কপি, নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন ও ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ এই তিনটি তথ্য পাবার বিষয়টি কমিশনে উপস্থাপন করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারী কর্তৃক শুনানীকালে উপস্থাপিত প্রার্থীত বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন ০৪ টির কপি, নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন ও ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ এই তিনটি তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। আগামী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।
২। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হক	**প্রতিপক্ষ ঃ ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার**
পিতা-হাজী মোঃ আব্দুল হাকিম	ও
হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কিশোরগঞ্জ।	পল্লী বিদ্যুৎ অফিস, কটিয়াদী
	কিশোরগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হক ১৩-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মনির উদ্দিন মজুমদার, ডি. জি. এম. ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পল্লী বিদ্যুৎ অফিস, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **জেলা কিশোরগঞ্জ থানা নিকলী গ্রাম ও মৌজা নানশ্রীর মধ্যে কবর স্থানের উত্তর দিকের পিলার হইতে নদীর পূর্ব দিকে জাবর বিচা যে বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করা হইবে উক্ত লাইনের ফটোকপি এবং কয়টি পিলার স্থাপন করা হইবে এবং একটি পিলার হইতে অপর আরেকটি পিলারের দুরত্ব কত ফুট। শাণ্ বাড়ীতে স্যালো মেশিনের পাইপ বসানো আছে উক্ত পাইপের উপর দিয়া লাইন নিবে কিনা? না নিলে স্যালো মেশিনে লাইন পাওয়ার জন্য কোনো পিলার দিবে কিনা? এবং কটিয়াদী থানার অর্ন্তগত মৌজা এবং বনগ্রাম মধ্যপাড়া নন্দীপুর নানশ্রী বাড়ীর হাকিমীয়া জামে মসজিদে বিদ্যুৎ লাইন পাওয়ার জন্য কোনো দরখাস্ত করতে দিয়াছে কিনা? দিয়া থাকিলে তার ফটোকপি। এবং উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার কোনো আদেশ হইয়াছে কিনা? হইয়া থাকিলে তার ফটোকপি। এবং উক্ত মসজিদে বিদ্যুৎ লাইন দেওয়ার জন্য কোনো ম্যাপ তৈরীর বা আদেশ দিয়াছেন কিনা? কোন মৌজা তৈরী করিয়া থাকিলে বা আদেশ হইয়া থাকিলে উক্ত ম্যাপ ও আদেশের ফটোকপি। এবং কয়টি পিলার দেওয়া হইয়াছে এবং এসকল বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করা হইয়াছে তখন আমরা ১০ টাকার রশিদ দিয়াছিল, তারপরও কেন বনগ্রাম নন্দীপুর নানশ্রী বাড়ীর সহ আশপাশে উত্তর ও দক্ষিন দিগের ১০ টি বাড়িতে বিদ্যুৎ লাইন দেওয়া হয় নাই। এখন দেওয়া হবে কিনা?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৯-০২-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারিদ, জি. এম. ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কিশোরগঞ্জ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হক ও প্রতিপক্ষ কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব) জনাব মনির উদ্দিন মজুমদার হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব) জনাব মনির উদ্দিন মজুমদার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি কটিয়াদী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের জেনারেল ম্যানেজার থাকাকালীন সময়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হন, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত না থাকায় সংশ্লিষ্ট শাখায় পত্র প্রেরণ করেন। বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করার পূর্বের তথ্য আগাম তথ্য বিধায় তা সরবরাহ করা হয়নি। আগাম তথ্য প্রদান করা হলে সরকারী কাজ বাধাগ্রস্থ হবে, অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটতে পারে। অভিযোগকারী অসৎ উদ্দেশ্যে আগাম তথ্য গ্রহণ করে অবৈধ সুযোগ সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করবে। বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করার কাজ শেষ হলে তথ্য দিতে পারবেন মর্মে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য আগাম তথ্য বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তা সরবরাহযোগ্য নয়। লাইন নির্মাণ কাজ শেষ হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য আগাম তথ্য, সেহেতু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আগাম তথ্য প্রদান যোগ্য নয়, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ মোছাঃ দুলালী বেগম
পিতা-মৃত বছির উদ্দীন মাষ্টার
গ্রাম- চর কৃষ্ণপুর
ওয়ার্ড নং-০৮, ডাকঘর-মোগলবাসা
থানা ও জেলা-কুড়িগ্রাম।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ কাওছার আলী
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী মোছাঃ দুলালী বেগম ১৬-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ কাওছার আলী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের (এল জি এস পি-২) প্রকল্পের বিল ভাউচার, উন্মুক্ত ওয়ার্ড সভার রেজুলেশন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির তালিকা।**

২. **মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হইতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ওয়েজ ও নন-ওয়েজ প্রকল্পসমূহের তালিকা, বাস্তবায়নকারী কমিটির তালিকা ও উপকারভোগীর তালিকা।**

৩. **মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হইতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের শীত বস্ত্র বিতরনের তালিকা।**

৪. **মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হইতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত এডিপি প্রকল্পের তালিকা ও বাস্তবায়নকারী কমিটির তালিকা।**

৫. **মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হইতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত টি আর, কাবিখা প্রকল্প সমূহের তালিকা, বাস্তবায়নকারী কমিটির তালিকা ও বিল ভাউচারের তালিকা।**

৬. **মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত ১% টাকার দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তালিকা, বাস্তবায়নকারী কমিটির তালিকা ও বিল ভাউচারের তালিকা।**

৭. **মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত আগষ্ট/২০১১ ইং হইতে ডিসেম্বর /২০১৩ ইং পর্যন্ত মাসিক মিটিংএর নোটিশ ও রেজুলেশন।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০২-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ এনামুল হক, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৪-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। একই বিষয়ে ১৫-০৫-২০১৪ তারিখে ই-মেইলযোগে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মোছাঃ দুলালী বেগম ও প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ কাওছার আলী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সমন পাবার পর অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সম্পর্কে জানতে পারেন। ইউ.পি চেয়ারম্যানকে তথ্য দেয়ার ব্যাপারে অবগত করলে তিনি তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে তথ্য সরবরাহ করার জন্য বলেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে মৌখিকভাবে তথ্য মূল্য পরিশোধের জন্য বলা হয় কিন্তু তিনি তথ্য মূল্য পরিশোধ না করায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি প্রস্তুত রয়েছে তথ্যমূল্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে মৌখিকভাবে তথ্য মূল্য পরিশোধের জন্য বলেন। অভিযোগকারী তথ্য মূল্য পরিশোধ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল করিম
বিছমিল্লা হোমিও হল
ব্রাহ্মনবাজার ডাক
কোড নং কাজলদারা-৩২৩৪
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আব্দুল বারী
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউপি, কুলাউড়া
মৌলভীবাজার।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল করিম ১৬-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ আব্দুল বারী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউপি, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **৫নং ইউপি হইতে পশ্চিম দিকে গুড়াভূঁই গ্রামের সিমান্ত কতদুর?**
২. **গুড়াভূঁই সংযুক্ত ৫ নং ওয়ার্ডের ইউ. পি. সদস্যের নাম কি?**
৩. **গুড়াভূঁই গ্রামের পশ্চিমে আয়নাছড়া গ্রাম বা মোকাম কত দুর?**
৪. **পরিষদের পশ্চিম দিকে রেকর্ডীয় কাজলধারা রাবার বাগান নামের কোন কাঁচা রাস্তা, ধান চাষের জমি আছে কিনা অথবা ৫ নং ইউপি অর্ন্তগত কাজলধারা রাবার বাগান নামকরণে কোন রাবার বাগানের নাম আছে কিনা, থাকিলে কুলাউড়া থানার রাবার বাগান গুলোর নামের তালিকার কপি।**
৫. **গুড়াভূঁই গ্রামের ৯৮৭ জন পুরুষ ভোটারের মধ্যে বশির খাঁ, পিতা-মৃত মদরিছ খাঁ নামে ২৫ বছরের কোন লোক আছে কিনা?**
৬. **পরিষদের পূর্ব দিকে ব্রাহ্মনবাজার কত দুর বিস্তৃত?**
৭. **গুড়াভূঁই গ্রামের ঠিক উত্তরে কোন গ্রাম অবস্থিত?**
৮. **গুড়াভূঁই গ্রাম ও অত্র পরিষদের ডাকঘরের নাম কাজলধারা সঠিক কিনা?**
৯. **গুড়াভূঁই গ্রাম সাকিনস্থ "গুসাইটিলা" বলিয়া আলাদা কোন স্থান বা গ্রামের নাম রেকর্ডীয় আছে কিনা?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২১-০৪-২০১৪ তারিখে চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউনিয়ন পরিষদ, ডাক-কাজলদারা কোঃ-৩২৩৪, উপজেলা-কুলাউড়া, জেলা-মৌলভীবাজার বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৯-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল করিম ও প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ আব্দুল বারী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউপি, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউপি, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার দপ্তরে ক্রমিক নং ০২ ও ০৮ এর তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। অভিযোগকারীকে মৌখিকভাবে সে তথ্য জানানো হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে যে সকল তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে তা লিখিতভাবে সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য অভিযোগকারীকে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, লিখিতভাবে প্রদান করেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য লিখিতভাবে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে যে সকল তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে, তা সরবরাহ করার জন্য এবং যে সকল তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় তার যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে অবগত করার জন্য সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউপি, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মতিউর রহমান
পিতা-মোঃ নুরুল ইসলাম
গ্রাম-১ নং কলমা
পোষ্ট-ডেইরী ফার্ম, থানা-সাভার
জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
আশুলিয়া জোনাল অফিস পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
সাভার, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মতিউর রহমান ২৪-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আশুলিয়া জোনাল অফিস পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, সাভার, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) আশুলিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতায় ২০১২-২০১৪ ইং সাল পর্যন্ত বছর ভিত্তিক মোট কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বরাদ্দ হয়েছে?

খ) বরাদ্দকৃত বিদ্যুৎ কোন কোন সরবরাহ লাইনে কতটুকু পরিমান সরবরাহ করা হয়েছে ও হচ্ছে? আওতাধীন এলাকার নামসহ সম্পূর্ন বর্ননা।

গ) ২০১২-২০১৪ ইং পর্যন্ত বছর ভিত্তিক সুনির্দিষ্টভাবে গ্রাহক আবেদনের পরিমান এবং বিদ্যুৎ সংযোগের পরিমান ও তাহার সম্পূর্ন বর্ননা।

ঘ) যে সকল কারণে আবেদিত গ্রাহকগণ সংযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদের পৃথক পৃথক বর্ননা ও সুবিধা বঞ্চিত গ্রাহকগণের আবেদনপত্রের অবিকল ফটোকপি ও তাদের যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ মুঠোফোন নম্বর।

ঙ) ২০১২-২০১৪ ইং পর্যন্ত গ্রাউন্ডিং ইলেক্ট্রো রড/পাইপ এর প্রদানের মোট পরিমান এবং সুবিধাকৃত গ্রাহকগণের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানাসহ অফিস কপি ও মাষ্টার কপির ফটোকপি।

চ) ২০১২-২০১৪ ইং পর্যন্ত সকল গ্রাহকদের নথির স্মারক নং সহ অফিস কপি ও মাষ্টার কপির সম্পূর্ন বিবরণ, সচক্ষে দেখে ফটোকপি।

ছ) আশুলিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ বৈদ্যুতিক কর্মসূচী সম্পন্ন করার জন্য কোন দরপত্র আহবান করা হয়েছিল কিনা? দরপত্র আহবান করা হয়ে থাকলে কোন কোন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে? প্রকাশের তারিখসহ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ফটোকপি। দরপত্রে অংশ নিয়ে যেসব ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন বা পাচ্ছেন সেইসব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম, স্থান, মালিকের নাম ও মুঠোফোন নম্বর।

জ) প্রক্রিয়াধীন সংযোগের পরিমান কত? এবং বর্তমানে গুদামে ট্রান্সফরমারের পরিমান কতটি ও প্রক্রিয়াধীন সংযোগ প্রাপকদের বর্তমান ঠিকানাসহ মুঠোফোন নম্বর।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২০-০৪-২০১৪ তারিখে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২২-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ মতিউর রহমান কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গরহাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আশুলিয়া জোনাল অফিস পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, সাভার, ঢাকা হাজির।

পর্যালোচনা।

যেহেতু, অভিযোগকারী সমন প্রাপ্তির পরও কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গরহাজির, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী সমন প্রাপ্তির পরও কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গরহাজির, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ
পিতা-ক্বারী হাসমত আলী
গ্রাম+পোষ্ট-মেছেরা
পোষ্ট কোড নং-২৩০০
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব গোলাম মাহবুব
সাব-রেজিস্ট্রার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা-নান্দাইল
জেলা-ময়মনসিংহ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ তার দাখিলকৃত ১৩/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে ২৫-০৫-২০১৪ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ গোলাম মাহবুব এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশন কর্তৃক তকক/প্রশা-২৩(অংশ-২)/২০১৩-৮১৩ নং স্মারকে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত পত্র অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশনা দেয়া হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেননি।

০২। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ ও প্রতিপক্ষ ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব গোলাম মাহবুব এবং তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আনিসুর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত পত্র অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশনা দেয়া হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সঠিক তথ্য সরবরাহ করেননি। শুধু পত্র দিয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনের কপি প্রদান করেননি।

০৪। ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী যখন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করেন তখন তিনি উক্ত কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন না। ১৩/২০১৪ নং অভিযোগের সিদ্ধান্ত পত্র প্রাপ্তির পর জেলা রেজিস্ট্রার কে তথ্য প্রদানের বিষয়টি অবহিত করেন, জেলা রেজিস্ট্রার তাকে জানান পূর্বে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ০৩-১০-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীকে ৪২ পৃষ্ঠার তথ্য প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত কার্যালয়ে এ ছাড়া যাচিত তথ্য সম্পর্কিত আর কোন তথ্য বা প্রতিবেদন নেই। আজকেও ৪২ পাতার তথ্য সাথে এনেছেন এবং অভিযোগকারীকে তা পুনরায় সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে যে তথ্য সংরক্ষিত ছিল তা অভিযোগকারীকে প্রদান করেছেন, এছাড়া তার কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত আর কোন তথ্য নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য অভিযোগকারীকে পুনরায় সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। আগামী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব প্রদীপ শশী চাকমা
পিতা-সাধন মোহন চাকমা
গ্রাম-মনাটেক, ২৪৮ নং মুবাছড়ি মৌজা
উপজেলা-মহালছড়ি
জেলা-খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আশিক ইমরান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা- নার্সারী সুপার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি ।

সিদ্ধান্তপত্র।
(তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব প্রদীপ শশী চাকমা ১১-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ আকবর, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এর নীতিমালা ও মাছের রয়েলিটি তালিকা পূর্ন বিবরণসহ ফটোকপি।**
- **নিজ মালিকানা/সমিতির পুকুরে মাছ বিক্রয় করলে অনুমোদন নিতে হয় কিনা এবং বিক্রিত মাছের রয়েলিটি নেওয়ার বিধান আছে কিনা? পূর্ন বিবরণসহ ফটোকপি।**
- **ব্যক্তি মালিকানা বা সমবায় সমিতির মৎস্য পুকুরে মাছ ধরার সময় বিএফডিসি কর্মচারী কর্তব্য পালন করতে গিয়ে খাওয়ার মাছ ও যাতায়াত খরচ নেওয়ার বিধান আছে কিনা? পূর্ন বিবরণসহ ফটোকপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৪-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ মাইনুল হাসান, আপীল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৮-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব প্রদীপ শশী চাকমা গরহাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা- নার্সারী সুপার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আশিক ইমরান হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সময় কালীন তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন। গতকাল সমন পেয়ে তিনি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে অবগত হয়েছেন। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহযোগ্য এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না বিধায় যথাসময়ে তথ্য প্রদান করতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-নার্সারী সুপার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ (ফয়সল)
পিতা-মৃত আব্দুস সোবহান
৩৯৩, জল্লারপাড় (প্রধান সড়ক)
পোষ্ট ও থানা-সদর সিলেট
জেলা-সিলেট ৩১০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নুরুল আলম
সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ওয়াক্‌ফ ভবন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ (ফয়সল) ২৩-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে বাংলাদেশ ওয়াকফ্ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নুরুল আলম বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, ঢাকা অফিসে (আদালতে) রক্ষিত ই,সি নং ১৫৫০৯ (হাজী আব্দুর রহমান ওয়াক্‌ফ এস্টেইট) সংক্রান্ত হাজী আঃ ছালাম কর্তৃক দাখিলীয় বিগত ০৮-০১-১৯৭৫ ইং তারিখযুক্ত ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধানে ওয়াক্‌ফ এস্টেইট (তর্কিতভাবে) তালিকাভূক্তি সংক্রান্ত আবেদন ও পৃথকভাবে দাখিলীয় সাধারণ দরখাস্ত ও আদেশ এর অনুলিপির লিখিত (ছাপানো)ও ফটোকপি।**

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করায় অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই সরাসরি তথ্য কমিশনে ০১-০৬-২০১৪ তারিখে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ ও প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নুরুল আলম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার কার্যালয়ে যে তথ্য সংরক্ষিত ছিল তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন। কিন্তু ই,সি নং ১৫৫০৯ (হাজী আব্দুর রহমান ওয়াক্‌ফ এস্টেইট) এর ১ম খন্ড তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন। ই,সি নং ১৫৫০৯ (হাজী আব্দুর রহমান ওয়াক্ফ এস্টেইট) এর ১ম খন্ড দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই তা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকলে তা প্রদান করার এবং সংরক্ষিত না থাকলে তা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব বদিউল আলম মজুমদার
পিতা-রঙ্গু মিঞা মজুমদার
১২/২ ইকবাল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব এস এম আসাদুজ্জামান
পরিচালক (জনসংযোগ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব বদিউল আলম মজুমদার তার দাখিলকৃত ৯৭/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৯(৮) এর ভিত্তিতে 'তৃতীয় পক্ষের' মতামত নেয়ার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে আইনের সঠিক পাঠ ও প্রয়োগ প্রতিফলিত হয়নি বলে অভিযোগ করেন। তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত ও নির্বাচন কমিশনের উক্ত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি ০১-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বদিউল আলম মজুমদার ও প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম আসাদুজ্জামান এবং তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব তৌহিদুল ইসলাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, রাজনৈতিক দলের অডিট রিপোর্ট প্রাপ্ত হননি। তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৯৭/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক দলের মতামত নেয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক দলের অডিট রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনে রয়েছে এবং তা পাবলিক ডকুমেন্ট। যেহেতু, পাবলিক ডকুমেন্ট তাই এ তথ্য সরবরাহযোগ্য।

০৪। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ইতোপূর্বে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৯৭/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২১ (একুশ) টি রাজনৈতিক দলের কাছে তাদের সম্মতি চেয়ে চিঠি প্রদান করা হয়, এবং তার মধ্যে মাত্র তিনটি রাজনৈতিক দল তথ্য প্রদানে তাদের অনাপত্তির কথা জানায়। এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীকে ২৩-১২-২০১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় যে তিনি ঐ তিনটি রাজনৈতিক দলের তথ্য পেতে পারেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯(৮) অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের কোন গোপনীয় তথ্য তার মতামত ও সম্মতি ব্যতিরেকে অনুরোধকারীকে প্রদান না করার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত রাজনৈতিক দলসমূহ উল্লিখিত তথ্যাদি কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রদান করার বিষয়ে কোন সম্মতি প্রদান করেনি, সে সমস্ত তথ্যাদি প্রদান আইনসংগত নয় বিধায় তা যথাযথভাবে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ৯৭/২০১৩ নং অভিযোগে কমিশনের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অভিযোগকারীকে অবগত করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিতভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের বিষয়ে অবগত করেছেন, সেহেতু, পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ মোছাঃ সাহিদা বেগম
স্বামী-মোঃ আঃ ছালাম
গ্রাম-কৃষ্ণপুর
পোষ্ট-মোগলবাসা
থানা+জেলা-কুড়িগ্রাম।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ কাওছার আলী
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী মোছাঃ সাহিদা বেগম ১৬-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ কাওছার আলী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যগণের ইউপি হিস্যার সম্মানী ভাতা আগষ্ট/২০১১ ইং হইতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত প্রতিবেদনের কপি ও সম্মানী ভাতার প্রাপ্তি পত্র স্বীকারের কপি।**
২. **ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবনের রুম বরাদ্দের কপি।**
৩. **পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের তালিকা, কমিটির তালিকা, সুফল-ভোগীর তালিকা।**
৪. **মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক জি আর ক্যাশ বিতরণের তালিকা।**
৫. **বিশেষ বরাদ্দ ভিজিএফ ঈদুল ফিতর/১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিতরনকৃত চাউলের মাষ্টাররোলের কপি।**
৬. **২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলমারী বিতরনের তালিকার কপি।**
৭. **২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের ত্রানের ঢেউ টিন বিতরনের তালিকা।**
৮. **২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের শীত বস্ত্র (সুয়েটার) বিতরনের তালিকা।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০২-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ এনামুল হক, ইউপি চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৫-০৬-২০১৪ ও ১২-০৬-২০১৪ তারিখে একই বিষয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মোছাঃ সাহিদা বেগম ও প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ কাওছার আলী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সমন পাবার পর অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সম্পর্কে জানতে পারেন। ইউপি চেয়ারম্যানকে তথ্য দেয়ার ব্যাপারে অবগত করলে তিনি তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে তথ্য সরবরাহ করার জন্য বলেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে মৌখিকভাবে তথ্য মূল্য পরিশোধের জন্য বলা হয় কিন্তু তিনি তথ্য মূল্য পরিশোধ না করায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি প্রস্তুত রয়েছে তথ্য মূল্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে মৌখিকভাবে তথ্য মূল্য পরিশোধের জন্য বলেন। অভিযোগকারী তথ্য মূল্য পরিশোধ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ৫৯/২০১৪

অভিযোগকারীঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতা-মরহুম মৌ: সফিউদ্দিন
ই-৩৪, র‍্যাব-২ এর পশ্চিম পার্শে
আগারগাঁও, ঢাকা-১০২৭।

প্রতিপক্ষঃ মাহবুবা বিলকিস
সিনিয়র সহকারী সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখঃ ১৬-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ২৬-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **গত ১০-০৯-২০১৩ তারিখের পেশকৃত আবেদনে উল্লিখিত ০৯ টি সুপারিশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি-**

(১০-০৯-২০১৩ তারিখের পেশকৃত আবেদনে উল্লিখিত ০৯ টি সুপারিশঃ

১। মিসিসিপি নদী শাসনের অনুকরনে বাংলাদেশের নদীগুলো শাসন করার লক্ষ্যে মিসিসিপি নদী শাসন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নিয়ে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ।

২। বর্ণিত মহাপরিকল্পনার জন্য তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ প্রবাসি ও অনাবাসি বাংলাদেশিদের নিকট হতেও অর্ত সংগ্রহকরণ।

৩। শহর রক্ষা বাঁধ, বেড়ীবাঁধ, নদীর পাড় নিয়মিত মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ ও মাসিক মনিটরিং রিপোর্ট পেশ করণ।

৪। নদীর পাড়ে যথা সময়ে ব্লক স্থাপন ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ।

৫। নদী খনন জোরদার করণ ও অপরিকল্পিতভাবে নদী হতে বালু উত্তোলন বন্ধ করণ।

৬। ভুক্তভোগী জনগনের নিকট হতে পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণ।

৭। নদীর পানি কমে গেলে নদীর পাড় ভাঙ্গা বন্ধ করনের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক কৌশল অবলম্বন করণ।

৮। কংক্রিটের চাদরের পরিবর্তে র‍্যাবার ড্যাম এর উন্নত মানের রাবারের দ্বারা চাদর তৈরী করে নদীর পাড়ে উক্ত চাদর বিছিয়ে দিয়ে নদীর ভিতরে চাদরের শেষভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্লক স্থাপন করা যেতে পারে। এতে খরচ কম হবে ও পরিবহন সহজ হবে।

৯। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের আওতাধীন নদীগুলোর ভাঙন রোধের জন্য বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।)

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৮-০৫-২০১৪ তারিখে সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১২-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ও প্রতিপক্ষ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মাহবুবা বিলকিস হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে ইতোমধ্যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। শুনানীকালে অভিযোগকারী তার যাচিত তথ্য পেয়েছেন বলে জানান।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করায় এবং অভিযোগকারী তথ্য পাওয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ওমর আলী
পিতা-মৃত জয়নাল আবেদিন
চীফ কো- অর্ডিনেটর
হিউম্যান রাইটস রিভিও সোসাইটি
১০১ বীর উত্তম সিআরদত্ত রোড (৫ম তলা)
বাংলা মোটর, ঢাকা-১২০৫।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপ-সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ওমর আলী ০৬-০১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **১৯৭৪ সালের খাদ্যে ভেজাল বিশেষ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তে মৃত্যুদন্ডসহ ০৭ থেকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড। এ আলোকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতি অর্থ বছরে যে সকল অভিযুক্তদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাদের অর্থ বছর ভিত্তিক তালিকা সংক্রান্ত তথ্যাদি।**
২. **অভিযুক্তদেরকে হাতে নাতে ধরার লক্ষ্যে মনিটরিং ও ফাঁদ পাতা কর্মসূচীর বিবরন সংক্রান্ত তথ্যাদি।**
৩. **১ম সংসদ থেকে শুরু করে ৯ম সংসদ পর্যন্ত সংসদ কক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্য মন্ত্রীর খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর সর্বশেষ অগ্রগতি অর্থাৎ বাস্তবায়িত, আংশিক বাস্তবায়িত ও অবাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতি গুলোর তালিকা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভূল তথ্যাদি।**
৪. **খাদ্যে ফরমালিন ও ভেজাল প্রয়োগ প্রতিরোধ বিষয়ে গবেষণামূলক কর্মকান্ডের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি।**
৫. **খাদ্যে ফরমালিন ও ভেজাল প্রয়োগ শুন্যের কোটায় আনার বিষয়ে টার্গেট নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্যাদি।**
৬. **খাদ্য উৎপাদন ঘাটতি জেলাগুলোকে (লক্ষীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী) খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বাস্তবধর্মী কর্মসূচী গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি।**
৭. **আসন্ন বিশ্ব খাদ্য সংকট মোকবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের গবেষণা ও পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি।**
৮. **জনাব মোঃ কুতুব উদ্দীন কর্তৃক গত ২০-১১-২০১৩ ইং তারিখে পেশকৃত ফরমালিন ও ভেজাল খাদ্য মুক্ত দেশ ঘোষনা সংক্রান্ত আবেদনে উল্লেখিত ১১ টি সুপারিশের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৭-০৪-২০১৪ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১২-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ওমর আলী ও প্রতিপক্ষ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত না হওয়ায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। কিছু কিছু তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। ক্রমিক নং ০২ এর তথ্য গোপনীয় বিধায় তা সরবরাহযোগ্য নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৬। ক্রমিক নং ০২ এর তথ্য গোপনীয় বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তা সরবরাহযোগ্য নয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য সরবরাহ করার এবং তথ্য না থাকলে তা কোন কার্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে তা জানিয়ে দেয়ার জন্য কমিশন মতামত প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ক্রমিক নং ০২ এর তথ্য গোপনীয় বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তা সরবরাহযোগ্য নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য সরবরাহ করার এবং তথ্য না থাকলে তা কোন কার্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে তা জানিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-০৮-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য এবং যে সকল তথ্য সংরক্ষিত নেই তা কোন কার্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে তা অভিযোগকারীকে অবহিত করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ
পিতা-মোঃ ইয়াদ আলী মৃধা
বাড়ী নং-১৮, রোড় নং-৩/এ
সেক্টর-৯,উত্তরা
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো
হাসান কোর্ট, ৬ষ্ঠ তলা, ২৩/১
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ ১১-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো, হাসান কোর্ট, ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **পাউবো চাকুরী বিধি ১৯৮২ এর ১২০ ধারা পাউবো চাকুরী বিধির ২০১৩ এর কোন ধারাতে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কিনা বা এর নিরসনের ব্যবস্থা বোর্ড কর্তৃক বা সরকার কর্তৃক করেছেন কিনা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পূর্ণ তথ্য।**
২. **সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পেনশন সহজীকরণ প্রবিধান বোর্ড অনুসরন করে কিনা এর তথ্য। যদি না করে থাকে এর নিষেধাজ্ঞার কোন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের ছায়ালিপি certified by 1st class officer.**
৩. **পাউবো পরিদপ্তর স্মারক নং পাউবো/অডিট/ প্রশা/অস্পষ্ট/১০০ তারিখ-২০-০২-২০১৪ খ্রীঃ জরীকৃত যে পত্রটি তিনটি বিভাগে দিয়েছেন ১৯৮৯-২০১৪ সন পর্যন্ত যে সমস্ত কর্মকর্তা অবসরে গিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কি ঐ একই অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল কিনা? তার তথ্য।**
৪. **ঐ সময়ের যারা অবসরে গিয়েছেন তারা উল্লিখিত স্মারকের অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করে পেনশন ভোগ করছেন?**
৫. **মূলতঃ বিভাগের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির মূল দায়িত্ব কার উপর বর্তায়।**
৬. **বগুড়া খাস বিভাগের মিঃ প্রকৌশলীর দপ্তর স্মারক নং মিঃ প্রকোঃ/খাস/বগুড়া/জিএফ /আই-২০/৫২ তারিখ-৩১-০৩-২০১৪ বরাতে ৩০-১১-২০১১ তারিখের সূত্র ধরে যে প্রতিবেদন পরিচালক অডিট পরিদপ্তরকে দিয়েছেন তার পূর্ণাঙ্গ তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনের ছায়ালিপি certified by 1st class officer.**
৭. **সিরাজগঞ্জ বিআরআই (বিশেঃ) পওর বিভাগ স্মারক নং এ-২১/১০৬৭/১ তারিখ-০৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ বরাতে যে প্রতিবেদন দিয়েছেন তাতে তিনি উত্থাপিত আপত্তিতে সম্পৃক্ততা নাই জানানোর পরও অডিট পরিদপ্তর স্মারক নং-পাউবো/অডিট/প্রশা-২৩৫ (৩৩ খন্ড)/২১৫ তারিখঃ২১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ মোতাবেক অডিট আপত্তি আলোকপাত করেছেন। এর পিছনে যুক্তিকতা কি তা অডিট পরিদপ্তর হতে জানতে চাই। উল্লেখ্য ঐ সময়ে জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগে DPM এর মাধ্যমে কোন কাজ করেন নাই বিল ও দেন নাই Long Reach Room ভাড়া দেয়ার সময় ঐ বিভাগে চাকুরিই করেন নাই। এ সম্পর্কে অডিট পরিদপ্তরের নিকট হতে তথ্য জানতে চাই।**

০২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আবদুল লতিফ অভিযোগকারীকে ১২-০৫-২০১৪ ইং তারিখে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারী ২১-০৫-২০১৪ তারিখে মোঃ সহিদুর রহমান, মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), মহাপরিচালকের দপ্তর, পাউবো,ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ ও প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী , ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো, হাসান কোর্ট, ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো, হাসান কোর্ট, ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে তার নাম, পদবি ও ঠিকানা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু ঠিকানা তার দপ্তরের নয়। তথ্য কমিশনের নির্ধারিত ফরমে তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। তার সুপারভাইজিং অফিসার ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব তারিক এ. আল-ফায়াজ জানান ঢাকা জেলা সমন্বয় কমিটির নিয়মিত মাসিক সভায় জেলা প্রশাসক মহোদয়ের চাহিদা অনুযায়ী ঢাকা পওর বিভাগ-২ এর পক্ষে একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম চাওয়া হলে তার নাম প্রস্তাব করা হয়। তার কাছে তথ্য না থাকায় তিনি তাৎক্ষনিক অভিযোগকারীকে জানিয়ে দিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীকে সঠিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগের জন্য মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ কে পত্র প্রেরণ করার জন্য কমিশন মতামত প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগের জন্য মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, পাউবো,ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব প্রণব সাহা
পিতা-গোপাল সাহা
গ্রাম-নিমাইচালা
পোষ্ট-বিটিপাড়া
শ্রীপুর, গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ ডাঃ শেখ মোঃ হাসান ইমাম
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা হাসপাতাল
শ্রীপুর, গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব প্রণব সাহা ০৭-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ডাঃ শেখ মোঃ হাসান ইমাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা হাসপাতাল, শ্রীপুর, গাজীপুর বরাবরে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বরমী ইউনিয়নে বিটিপাড়া গ্রামের কমিউনিটি হাসপাতালে ২০১২ থেকে ২০১৩ ইং ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সকল রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা।**

০২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠালে তিনি ১৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব প্রণব সাহা ও প্রতিপক্ষ ডাঃ শেখ মোঃ হাসান ইমাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা হাসপাতাল, শ্রীপুর, গাজীপুর হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠালে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা হাসপাতাল, শ্রীপুর, গাজীপুর তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত না হওয়ায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তার কার্যালয় হতে আবেদন গ্রহণ না করে কখনই ফেরৎ পাঠানো হয় না। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত রয়েছে এবং তা সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা হাসপাতাল, শ্রীপুর, গাজীপুর-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব দিপক বর্মন
পিতা-দিগেন্দ্র বর্মন
গ্রাম-বিটিপাড়া
পোষ্ট-বিটিপাড়া
শ্রীপুর, গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জামিনুল হক
সাব-রেজিষ্ট্রার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সাব-রেজিষ্ট্রার কর্মকর্তার কার্যালয়
শ্রীপুর, গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দিপক বর্মন ০৮-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব জামিনুল হক, সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব রেজিষ্টার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর বরাবরে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **আদিবাসীদের জমি ক্রয় বিক্রয় করতে হলে কোন কোন কাগজপত্র ও কোন কোন কর্মকর্তার অনুমতি প্রয়োজন হয় তার কপি।**

০২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠালে তিনি ১৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দিপক বর্মন ও প্রতিপক্ষ জনাব জামিনুল হক, সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব-রেজিষ্ট্রার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠালে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব রেজিষ্টার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত না হওয়ায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সাথে এনেছেন এবং তা সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব-রেজিষ্ট্রার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মিঠুন বর্মন
পিতা-কমালাকান্ত বর্মন
গ্রাম-বিটিপাড়া
পোষ্ট-বিটিপাড়া
শ্রীপুর, গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জামিনূল হক
সাব রেজিষ্টার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সাব রেজিষ্টার কর্মকর্তার কার্যালয়
শ্রীপুর, গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মিঠুন বর্মন ০৮-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব জামিনুল হক, সাব রেজিষ্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব রেজিষ্টার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর বরাবরে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **জমির দলিল রেজিস্ট্রেশন নিয়ামাবলীর কপি।**

০২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠালে তিনি ১৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মিঠুন বর্মন অসুস্থ্যতার কারণ দেখিয়ে গরহাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ জনাব জামিনুল হক, সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব-রেজিষ্ট্রার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর হাজির। সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব রেজিষ্টার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত না হওয়ায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সাথে এনেছেন এবং তা সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব-রেজিষ্ট্রার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষীকান্ত বর্মন
পিতা-ব্রজবাশী বর্মন
গ্রাম-বিটিপাড়া
পোষ্ট-বিটিপাড়া
শ্রীপুর, গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জামিনূল হক
সাব-রেজিষ্ট্রার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সাব-রেজিষ্ট্রার কর্মকর্তার কার্যালয়
শ্রীপুর, গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব লক্ষীকান্ত বর্মন ০৮-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব জামিনূল হক, সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব-রেজিষ্ট্রার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর বরাবরে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **শ্রীপুর উপজেলায় আদিবাসী উপজাতীয় নৃ-তাত্ত্বিক জন গোষ্ঠীর জমি বিক্রয় করতে হলে জেলা প্রশাসকের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কত সাল থেকে এই প্রজ্ঞাপন আদেশ জারী বলবৎ হয়েছে তার কপি।**

০২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠালে তিনি ১৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব লক্ষীকান্ত বর্মন ও প্রতিপক্ষ জনাব জামিনুল হক, সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব-রেজিষ্ট্রার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠালে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব রেজিষ্টার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত না হওয়ায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব-রেজিষ্ট্রার কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি)
বাসা-৪/১০, হুমায়ুন রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব ফয়সাল হালিম
উপবিভাগীয় প্রকৌশলী
গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ উপবিভাগ-২
৫-এ/১১, রাজিয়া সুলতানা রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি) ২৩-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে জনাব ফয়সাল হালিম, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ উপবিভাগ-২, ৫-এ/১১, রাজিয়া সুলতানা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(১)(২)(৪) ধারা লংঘনপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না করার কারণে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি এ বিষয়ে আইনগত প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি) ও প্রতিপক্ষ জনাব ফয়সাল হালিম, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ উপবিভাগ-২, ৫-এ/১১, রাজিয়া সুলতানা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(১)(২)(৪) ধারা লংঘনপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না করার কারণে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৪। উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ উপবিভাগ-২, ৫-এ/১১, রাজিয়া সুলতানা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত নিয়োগের কপি তিনি শুনানীকালে কমিশনে উপস্থাপন করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণ করা হয়েছে, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি)
বাসা-৪/১০, হুমায়ুন রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ কাজী মোহাম্মদ আবু হানিফ
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ
১ম ১২তলা, সরকারী অফিস ভবন
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি) ২৩-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে কাজী মোহাম্মদ আবু হানিফ, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ১ম ১২তলা, সরকারী অফিস ভবন, ঢাকা এর বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(১)(২) ও (৪) ধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করার কারণে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি এ বিষয়ে আইনগত প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি) ও প্রতিপক্ষ কাজী মোহাম্মদ আবু হানিফ, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ১ম ১২তলা, সরকারী অফিস ভবন, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(১)(২)(৪) ধারা লংঘনপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না করার কারণে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ১ম ১২তলা, সরকারী অফিস ভবন, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত নিয়োগের কপি তিনি শুনানীকালে কমিশনে উপস্থাপন করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণ করা হয়েছে, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ নার্গিস আক্তার পিতা-আব্দুল হালিম ১ নং পাথর ঘাটা রিজার্ভ বাজার থানা-কোতয়ালী, জেলা-রাঙ্গামাটি।	**প্রতিপক্ষ ঃ হাফেজ নজরুল ইসলাম নঈমী** অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রাঙ্গামাটি সিনিয়র মাদ্রাসা, রাঙ্গামাটি।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী নার্গিস আক্তার ১৫-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে হাফেজ নজরুল ইসলাম নঈমী, অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাঙ্গামাটি সিনিয়র মাদ্রাসা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বরাবরে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

রাঙ্গামাটি সিনিয়র মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) নিয়োগ পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট

ক) ০৪-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) পদের নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের রেজুলেশন।

খ) ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সকল বিজ্ঞপ্তি সমূহ।

গ) ০৩-০৫-২০১৪ খ্রিঃ আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটির রেজুলেশন।

ঘ) সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) পদে ০৩-০৫-২০১৪ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ০৫ (পাচঁ) জন প্রতিযোগীর আবদেনপত্র সংযুক্ত সার্টিফিকেট সহ।

ঙ) ২৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ প্রভাষক নিবন্ধনকারীকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ অনুমোদনের রেজুলেশন।

চ) প্রভাষক নিবন্ধনকারীর অনুকূলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে ইস্যুকৃত নিয়োগপত্র।

ছ) প্রভাষক নিবন্ধনকারীর সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদানপত্র।

জ) ০৩-০৫-২০১৪ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষার পূর্বে ফেরত নেওয়া আমার অনুকূলে ইস্যুকৃত ইন্টারভিউ কার্ড।

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠালে তিনি ২৪-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৬-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৬-০৮-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব গফুর বাদশা ও প্রতিপক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সৌরেন দে হাজির। অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠালে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। প্রতিপক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত না হওয়ায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীর তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০৯-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাঙ্গামাটি সিনিয়র মাদ্রাসা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি)
বাসা-৪/১০, হুমায়ুন রোড
মোহাম্মদপুর
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী
DPDC, NOCS শ্যামলী
৮/২ লালমাটিয়া, ব্লক-এ
ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি), ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে নির্বাহী প্রকৌশলী, DPDC, NOCS শ্যামলী, ৮/২ লালমাটিয়া, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭ এর বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(১)(২)(৪) ধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করার কারণে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি এ বিষয়ে আইনগত প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি) হাজির। প্রতিপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলী, DPDC, NOCS শ্যামলী, ৮/২ লালমাটিয়া, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭ গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(১)(২)(৪) ধারা লংঘনপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না করার কারণে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তবে অভিযোগ দায়েরের পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণ করা হয়েছে বিধায় তার আর কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রেবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি) এর অন্যান্য তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণ করা হয়নি, ফলে জনগনের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার খর্ব হচ্ছে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, তার চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে যেহেতু, অভিযোগকারীর চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণ করা হয়েছে, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। তবে ডিপিডিসি এর সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারার বিধান মতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করার জন্য কোম্পানি সচিব, ডিপিডিসিকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান**
পিতা-মরহুম মৌঃ সফিউদ্দিন	সিস্টেমস এনালিষ্ট
ই-৩৪, র‌্যাব-২ এর পশ্চিম পার্শে	ও
আগারগাঁও, ঢাকা।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ০৮-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সিস্টেমস এনালিষ্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **৯ম সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য, জনাব মোঃ শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, ২৭৬, লক্ষ্মীপুর-৩, কর্তৃক গত ১৮-০৬-২০১৩ তারিখে প্রেরণকৃত ডি. ও. পত্রে উল্লেখিত বিষয়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ও প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সিস্টেমস এনালিষ্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহম্মদ সাইফুল আলম খান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। এরপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সিস্টেমস এনালিষ্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, যখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয় তখন তিনি দেশের বাহিরে ছিলেন। এজন্য যথাসময়ে তিনি তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন। তিনি তথ্য কমিশনের ট্রাইব্যুনালে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য কমিশনের ট্রাইব্যুনালে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতা-মরহুম মৌঃ সফিউদ্দিন
ই-৩৪, র‌্যাব-২ এর পশ্চিম পার্শে
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ড. মোঃ সহিদউল্যাহ
পরিচালক-১৪
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ০৯-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১৪ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **কঙ্গোতে চাষাবাদের জন্য জমি লীজ গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে গত ০৫-১২-২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে লিখিত আমার পত্রের আলোকে কৃষি মন্ত্রণালয় আমাকে গত ২১-০১-২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নির্দেশনা পাওয়ার পর তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।**

সুতরাং , এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সদয় দিক নির্দেশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৬-০৪-২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ও প্রতিপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১৪ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ড. মোঃ সহিদউল্যাহ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কঙ্গোতে চাষাবাদের জন্য জমি লীজ গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর কিছু সুপারিশ সম্বলিত পত্র কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেন। কৃষি মন্ত্রণালয় হতে তাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নির্দেশনা পাবার পর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে জানানো হয়। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১৪ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট উক্ত পত্রের বিষয়ে জানতে চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১৪ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কমিশনের সমনের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন এর পত্রের বিষয়ে অত্র কার্যালয়ের পত্র গ্রহণ শাখায় রক্ষিত রেজিষ্টার পরীক্ষা করে দেখা যায় অভিযোগকারীর কোন পত্র এ শাখায় গ্রহণ করা হয়নি। আবেদনকারীর আবেদন তার কার্যালয়ে পৌঁছায়নি বিধায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ এবং সুস্পষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি জানান।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর আবেদন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে পৌঁছায়নি বিধায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ এবং সুস্পষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ এবং সুস্পষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।
২. অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তা সরবরাহ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৩. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতা-মরহুম মৌঃ সফিউদ্দিন
ই-৩৪, র‌্যাব-২ এর পশ্চিম পার্শে
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন
যুগ্ম-সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ৩০-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **ঢাকা জেলার দঃ কেরানীগঞ্জ থানার গাড়ী ছিনতাই সংক্রান্ত এজাহার মামলা নং- ২১ তাং ১১-০৩-২০১৪এবং র‌্যাব-১০ এ পেশকৃত অভিযোগের ক্রম নং ১২৫০ তাং ১২-০৩-২০১৪ অনুযায়ী অভিযুক্ত আসামী জালাল উদ্দিন বাপ্পি, মাহাবুব ও রাজিব প্রধানকে অদ্যাবধি গ্রেফতার না করার কারণ সংক্রান্ত তথ্যাদি।**
২. **উক্ত মামলার চার্জশীট না দেয়ার কারণ সংক্রান্ত তথ্যাদি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০৬-২০১৪ তারিখে স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ও প্রতিপক্ষ স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। এরপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন তিনি প্রাপ্ত হননি। অভিযোগকারী পুনরায় যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। অভিযোগকারী পুনরায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. অভিযোগকারীকে পুনরায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার নির্দেশনা দেয়া হলো।
২. অভিযোগকারী পুনরায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে, তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।
৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।
৪. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ রায়হান উদ্দিন পিতা-রশিদ আহমদ পশ্চিম এস এম পাড়া ৫ নং ওয়ার্ড, আলীর জাহান কক্সবাজার।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আশিস কুমার দে** উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এন্ডারসন রোড, কক্সবাজার।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ রায়হান উদ্দিন, ০৫-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব আশিস কুমার দে, উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, এন্ডারসন রোড, কক্সবাজার বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **উপজেলা কৃষি অফিস থেকে গত (২০১৩) এক বছরে কৃষকদের যে সব সেবা প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা।**
২. **কৃষিঋণ বিতরণে সরকারী নীতিমালার কপি পেতে চাই। গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে কৃষিঋণ প্রাপ্তদের নামের তালিকা ও কৃষকদের প্রদত্ত ঋণের পরিমান সংক্রান্ত তথ্য।**

০২। ডাকযোগে প্রেরিত তথ্য প্রপ্তির আবেদনটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রত্যাখ্যান করায় অভিযোগকারী ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার কোন অভিযোগ নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানিয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদানপূর্বক তার অনুলিপি তথ্য কমিশনে প্রেরণ করেছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর প্রেরিত লিখিত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ৭৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতা-মরহুম মৌঃ সফিউদ্দিন
ই-৩৪, র‍্যাব-২ এর পশ্চিম পার্শে
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপ-সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন, ০২-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **গত ২০-১১-২০১৩ খিঃ তারিখে আমার লিখিত পত্রের ১১ টি সুপারিশের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৬-২০১৪ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে জিইপি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করায় অভিযোগকারী ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ও প্রতিপক্ষ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য যতটুকু দেয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট নথি উপস্থাপন করেন। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীর সাথে তিনি ফোনে যোগাযোগ করেন। তখন অভিযোগকারী তার তথ্যের প্রয়োজন নেই মর্মে জানান।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি তার নিজস্ব কিছু সুপারিশ সম্পর্কিত। সুপারিশ কোন তথ্য হতে পারেনা।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সুপারিশ, যেহেতু, সুপারিশ কোন তথ্য নয়, সেহেতু, সুপারিশের জন্য অভিযোগকারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং সরকার তার সুপারিশ প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন মর্মে জানিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ
পিতা-মোঃ আরমান আলী প্রাং
গ্রাম+ডাক-হুলহুলিয়া
থানা-সিংড়া, জেলা-নাটোর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আতোয়ার রহমান
জেলা সমবায় অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা সমবায় অফিস, নাটোর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ ০২-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ আতোয়ার রহমান, জেলা সমবায় অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা সমবায় অফিস, নাটোর বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **নাটোর জেলা সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচারী বহুমূখী সমবায় সমিতিতে আমার সদস্যপদ অর্জন হইতে প্রত্যাহার পর্যন্ত শেয়ার সঞ্চয় সুদসহ যাবতীয় হিসাব বিবরণী।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০৪-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ আহসান কবীর, যুগ্ম নিবন্ধক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ১৯১/বি, কাজীহাটা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ গরহাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ আতোয়ার রহমান, জেলা সমবায় অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা সমবায় অফিস, নাটোর হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি ০১-০৪-২০১৪ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। প্রাপক পত্র গ্রহণ না করায় তা ০৮-০৪-২০১৪ তারিখে ফেরত আসে। পুনরায় তথ্য সরবরাহ করা হলে, সে পত্রও প্রাপক গ্রহণ না করায় ২১-০৪-২০১৪ তারিখে ফেরত আসে।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর তথ্যের প্রয়োজনীয়তা নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রেরিত তথ্য অভিযোগকারী কর্তৃক বার বার গ্রহণ না করায় এবং ফেরত আসায় অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, অভিযোগকারী কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গরহাজির এবং যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রেরিত তথ্য অভিযোগকারী বার বার গ্রহণ না করে ফেরৎ প্রদান করছেন সেহেতু, অভিযোগকারীর তথ্যের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতা-মরহুম মৌঃ সফিউদ্দিন
ই-৩৪, র‌্যাব-২ এর পশ্চিম পার্শে
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আখতার হোসেন
যুগ্ম সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ১৮-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-১) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **গত ২৭-১০-২০১৩ খি: তারিখে লিখিত আমার পত্রের প্রেক্ষিতে অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৯-১২-২০১৩ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে জিইপি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ০১-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন প্রতিপক্ষ স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। এরপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি পূর্বে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন। বর্তমানে তিনি অন্য শাখায় দায়িত্বপালন করছেন। তার নামে সমন জারী হওয়ায় তিনি কমিশনের ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হয়েছেন। অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের নিকট তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন করেননি। তিনি ১৮ টি সুপারিশ সম্বলিত একটি বক্তব্য প্রেরণ করেছেন। তথ্য অধিকার আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর ব্যক্তিগত সুপারিশের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কোন কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব নয়। প্রার্থীত তথ্যাদি কোন তথ্য নয় এটা সুপারিশ। অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন যে কোন বিষয়ে যথাযথভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে, তাকে নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট শাখায় বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) না থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি তার নিজস্ব কিছু সুপারিশ সম্পর্কিত। সুপারিশ কোন তথ্য হতে পারেনা।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সুপারিশ, যেহেতু, সুপারিশ কোন তথ্য নয়, সেহেতু, সুপারিশের জন্য অভিযোগকারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং সরকার তার সুপারিশ প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন মর্মে জানিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শফিউর রহমান
পিতা- মরহুম মোঃ আব্দুল জাওয়াদ
১/২০ কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেট
কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ এ.টি.এম আহমেদুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
রাজশাহী শাখা, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ শফিউর রহমান ১৯-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, রাজশাহী শাখা, সাহেব বাজার, রাজশাহী বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **আইসিবি রাজশাহী শাখার সহিত সংরক্ষিত বিনিয়োগ হিসাব # ১২৯৯ হইতে ১৩০৯ পর্যন্ত মোট ১১টি হিসাবের বিপরীতে হিসাব খোলাকালীন সময়ে Account Holder কর্তৃক দাখিলকৃত যথাযথ ভাবে সম্পাদিত-**

ক) Account Opening Forms
খ) Specimen Signature Cards
গ) Authorisation of Power for Operating the Account by another Person on behalf of the Investor
ঘ) Authorisation of Power for Conducting Account by ICB on behalf of the Investor, and
ঙ) Other Related Papers and Documents Required for Maintaining the Accounts **-এর সত্যায়িত অনুলিপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৫-২০১৪ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়, ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০১-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ শফিউর রহমান প্রতিপক্ষ এ.টি.এম আহমেদুর রহমান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, রাজশাহী শাখা, সাহেব বাজার, রাজশাহী হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। এরপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, রাজশাহী শাখা, সাহেব বাজার, রাজশাহী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর আইসিবি রাজশাহী শাখায় পরিচালিত বিনিয়োগ হিসাব নং-১২৯৯ হতে ১৩০৩ পর্যন্ত ০৫ টি হিসাব তার নামের সাথে সম্পৃক্ত। অন্য ০৬ টি বিনিয়োগ হিসাবের (১৩০৪ থেকে ১৩০৯) কোনটিই অভিযোগকারীর স্বাক্ষরে পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় ঐ সকল বিনিয়োগ হিসাবের কোন তথ্য তিনি পেতে পারেন না। কেননা এ সকল তথ্য বিনিয়োগকারীর আমানত হিসেবে তাদের নিকট সংরক্ষিত থাকে যা তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে সরবরাহ করা সম্ভব না। এছাড়া আইসিবি এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোন বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগ হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে হিসাব বিবরণী ছাড়া অন্যান্য তথ্যাদি যেমনঃ বিনিয়োগ হিসাব খোলা সংক্রান্ত ফরম, স্বাক্ষর কার্ড ইত্যাদির ফটোকপি পেতে পারেন না।

০৬। ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানযোগ্য নয় তবে যৌথ একাউন্ট হোল্ডারদের সম্মতি নিয়ে তথ্য প্রদান করা যায় কিনা কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান যৌথ একাউন্ট হোল্ডারদের সম্মতি নিয়ে তথ্য প্রদান করা যেতে পারে।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে কিছু তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ৭ ধারা অনুযায়ী প্রদানযোগ্য নয়। একক হিসাবের ক্ষেত্রে শুধু হিসাব বিবরণী এবং যৌথ একাউন্টের ক্ষেত্রে একাউন্ট হোল্ডারদের সম্মতি নিয়ে তথ্য প্রদান করা যেতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীর একক বিনিয়োগ হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে হিসাব বিবরণী এবং যৌথ একাউন্টের ক্ষেত্রে একাউন্ট হোল্ডারদের সম্মতি নিয়ে অভিযোগকারীকে তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে একক হিসাবের ক্ষেত্রে হিসাব বিবরণী এবং যৌথ একাউন্টের ক্ষেত্রে একাউন্ট হোল্ডারদের সম্মতি নিয়ে তা সরবরাহ করার জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, রাজশাহী শাখা, সাহেব বাজার, রাজশাহী -কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ বাদশা মিয়া
পিতা-মোঃ আলমগীর হোসেন
টি.কে ভবন (৪র্থ তলা)
১৩ কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব ফরিদ আহমেদ
উপ-পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পরিবেশ অধিদপ্তর , সদর দপ্তর
পরিবেশ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ বাদশা মিয়া ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব ফরিদ আহমেদ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **সকল তথ্য শুধুমাত্র ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার জন্য।**

১. **ইটিপি থাকা বাধ্যতামূলক এমন কারখানার তালিকা (যোগাযোগের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ)।**

২. **এই আবেদন করা পর্যন্ত মোট কতগুলো কারখানাকে (ইটিপি সংশ্লিষ্ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে তার তালিকা (যোগাযোগের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ)।**

৩. **এই আবেদন করা পর্যন্ত মোট কতগুলো কারখানাতে ইটিপি বিদ্যমান আছে তার তালিকা (যোগাযোগের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ)।**

৪. **এই আবেদন করা পর্যন্ত মোট কতগুলো কারখানাতে (ইটিপি সংশ্লিষ্ট) অভিযান পরিচালনা (ভ্রাম্যমান আদালত) করা হয়েছে তার তালিকা (যোগাযোগের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ)।**

৫. **অভিযানের সময় যে সমস্ত কারখানাকে জরিমানা (জরিমানার পরিমান ও কারণসহ) করা হয়েছে তার তালিকা (যোগাযোগের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ)।**

৬. **অভিযানের সময় যে সমস্ত বিষয় (water quality parameter) পর্যবেক্ষণ করা হয় তার তালিকা।**

৭. **অভিযান এর সময় সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার মান (laboratory test result) এর তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৮-০৬-২০১৪ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর পরিবেশ/প্রচার/তথ্য অধিকার/০২/২০১১/১৪৫ নং স্মারক, ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রচার) জনাব ফরিদ আহমেদ অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রদত্ত তথ্য অসত্য ও অসম্পূর্ণ বর্ণনা করে অভিযোগকারী ০৬-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ বাদশা মিয়া প্রতিপক্ষ পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব ফরিদ আহমেদ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। এরপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে তথ্য সরবরাহ করেন তা অসত্য ও অসম্পূর্ণ বিধায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় যতটুকু বোধগম্য হয়েছে তা তাকে সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অভিযোগকারী সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য চেয়ে পুনরায় আবেদন করলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। অভিযোগকারী সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য চেয়ে আবেদন করলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য চেয়ে আবেদন করার জন্য অভিযোগকারী-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।
২. অভিযোগকারী কর্তৃক আবেদন প্রাপ্তির পর তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।
৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।
৪. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল আলীম
সিনিয়র সাংবাদিক
অপরাধ বিচিত্রা, মর্ডান ম্যানশন
৫৩ মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব বেনজির কামাল
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
অগ্রণী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল আলীম ১৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব সৈয়দ আব্দুল হামিদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), অগ্রণী ব্যাংক, হেড অফিস, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **অগ্রণী ব্যাংকের সি এস আর তহবিল থেকে সিবিএর বার্ষিক বণভোজন, অফিসার্স সমিতি, গোপালগঞ্জ জেলা সমিতি, গণজাগরন মঞ্চ ও রাজধানীর হাতিরঝিল প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যয় করার অভিযোগ রয়েছে। বৃক্ষ রোপনের জন্য সোস্যাল প্রোগ্রেস সার্ভিসেস নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বিআইবিএম এর নামে বরাদ্দ দেয়া হয় ১২ লাখ টাকা। বরাদ্দকৃত ও ব্যয় করা এসব টাকা কোনভাবেই সিএসআর এর আওতায় ফেলা যায় না। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য ও বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বিষয়টি জনস্বার্থে।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৬-২০১৪ তারিখে চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), অগ্রণী ব্যাংক, হেড অফিস, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর জনাব মোঃ বেনজীর কামাল, উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিএসইউসিডি, অগ্রণী ব্যাংক, হেড অফিস, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, ০২-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করলে অভিযোগকারী ০৬-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল আলীম প্রতিপক্ষ অগ্রণী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব বেনজির কামাল এবং তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী খান মোঃ মাহবুবুর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। এরপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী কোন তথ্য চেয়ে আবেদন করেননি। তিনি মন্তব্য ও বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ করেছেন বিধায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রদান করতে পারেননি। অভিযোগকারী সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য চেয়ে আবেদন করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী কোন তথ্যের জন্য আবেদন করেননি। অভিযোগকারী সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য চেয়ে আবেদন করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য চেয়ে আবেদন করার জন্য অভিযোগকারী-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। অভিযোগকারী কর্তৃক আবেদন প্রাপ্তির পর তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব এস.এম. সাইফ আলী	**প্রতিপক্ষ ঃ সেলিনা শামসি**
পিতা-এস.এম. মুজিবুর রহমান	প্রিন্সিপাল (ভারপ্রাপ্ত)
মেহেরবা প্লাজা (১০/১১ তলা)	ও
৩৩ তোপখানা রোড	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ঢাকা-১০০০।	মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজ
	মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব এস.এম. সাইফ আলী ০৭-০৪-২০১৪ ও ২৯-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল (ভারপ্রাপ্ত) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সেলিনা শামসি বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে পৃথকভাবে দু'টি আবেদন করেন-

- **০৭-০৪-২০১৪ তারিখের আবেদনের প্রার্থীত তথ্য-**

  ক) Invitation for tender (IFD) no. 01/2013-2014, Memo no. & date: 24/11/2013 নম্বরের দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটিযেসব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেসব পত্রিকার নাম এবং যে তারিখে টেন্ডারটি প্রকাশিত হয়েছে সেই তারিখ পেতে চাই।

  খ) এ টেন্ডারের কাজটি যে ঠিকাদার পেয়েছে তার নাম এবং ব্যাবসায়িক ঠিকানা পেতে চাই।

- **২৯-০৫-২০১৪ তারিখের আবেদনে প্রার্থীত তথ্য-**

  মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের উন্নয়ন কাজের জন্য যেসব পত্রিকায় 'টেন্ডার ফর নোটিশ' বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে সেসব পত্রিকার নাম এবং প্রকাশিত হওয়ার তারিখ পেতে চাই। যার Invitation for tender (IFD) no. 01/2013-2014, Memo no. & date: 24/11/2013 এবং যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখিত টেন্ডারের কাজটি পেয়েছে তার নাম এবং ব্যবসায়িক ঠিকানা। যদি কোন ক্রমে টেন্ডারটি কর্তৃপক্ষ বাতিল করে থাকে তবে বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণ ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রমাণপত্র পেতে চাই।

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাকযোগে প্রেরিত আবেদন গ্রহণ না করে ফেরত দিলে অভিযোগকারী ২৯-০৫-২০১৪ তারিখে মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব আওলাদ হোসেন বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) আপীল আবেদন গ্রহণ না করেই ফেরত দিলে অভিযোগকারী ০৬-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব এস.এম. সাইফ আলী প্রতিপক্ষ মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল (ভারপ্রাপ্ত) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শিমুল চন্দ্র দাস হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। এরপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আজকে তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে তিনি কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়েছেন। লিখিত জবাব দাখিলের জন্য তিনি সময় প্রার্থনা করেন।

০৬। কমিশন সময়ের আবেদন নামঞ্জুর করে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের বিষয়টি উল্লেখ করলে বিজ্ঞ আইনজীবী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর সময়ের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৪-০৯-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল (ভারপ্রাপ্ত) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ
পিতা-মোঃ ইয়াদ আলী মৃধা
বাড়ী নং-১৮, রোড নং-৩/এ
সেক্টর-৯, উত্তরা
ঢাকা-১২৩০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আব্দুল লতিফ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো,
হাসান কোর্ট ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ ১৫-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব আব্দুল লতিফ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো, হাসান কোর্ট ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) **পাউবো অডিট পরিদপ্তর স্মারক নং পাউবো/অডিট/প্রশা/২৩৫(৩৩খন্ড)/৯৮ তাং ২০-০২-২০১৪ ইং বরাতে বগুড়া যান্ত্রি সরঞ্জাম বিভাগে ১৯৮৯-৯৮ ইং সন পর্যন্ত অনেক অডিট আপত্তি উপস্থাপন করেছেন। উক্ত সময়ের মধ্যে উত্থাপিত অডিট আপত্তির সাথে কোন কোন কর্মকর্তা সম্পৃক্ত আছেন, তাদের নাম জানতে চাই। যা CAG এর প্রতিবেদনের ছায়ালিপি Certifed by 1st Class officer দ্বারা হতে হবে।**

২) **পাউবো অডিট পরিদপ্তর স্মারক নং পাউবো/অডিট/প্রশা/২৩৫(৩৩খন্ড)/২১৫ তাং ২১-০৪-২০১৪ খ্রীঃ তারিখের বরাতে অডিট পরিদপ্তর যে প্রতিবেদন বোর্ড সচিবালয়ে প্রেরণ করলেন তা CAG এর প্রতিবেদন যা অডিট পরিদপ্তরে সংরক্ষিত রয়েছে তার সাথে যাচাই বাছাই করে "সম্পৃক্ততা" শব্দ যেটা নির্বাহী প্রকৌশলী, বগুড়া খাস বিভাগ ব্যবহার করেছেন তার সত্যতা পেয়েছেন কিনা? পেয়ে থাকলে বা না থাকলে তার প্রত্যয়নপত্র পাউবো অডিট পরিদপ্তরের নিকট হতে নিতে চাই।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৮-০৬-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ সহিদুর রহমান, মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), মহাপরিচালকের দপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ প্রতিপক্ষ জনাব আব্দুল লতিফ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো, হাসান কোর্ট ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। এরপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি পিআরএল এ যাবার পর পেনশন প্রাপ্ত হননি। পেনশন না পাবার কারণ জানা যায়নি। তিনি জানতে পারেন তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি রয়েছে কিন্তু অডিট আপত্তির লিখিত কিছু প্রাপ্ত হননি।

০৫। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো, হাসান কোর্ট, ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে তার নাম, পদবি ও ঠিকানা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত ঠিকানা তার দপ্তরের নয়। তথ্য কমিশনের নির্ধারিত ফরমে তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। তার সুপারভাইজিং অফিসার ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব তারিক এ. আল-ফায়াজ জানান ঢাকা জেলা সমন্বয় কমিটির নিয়মিত মাসিক সভায় জেলা প্রশাসক মহোদয়ের চাহিদা অনুযায়ী ঢাকা পওর বিভাগ-২ এর পক্ষে একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম চাওয়া হলে তার নাম প্রস্তাব করা হয়। অভিযোগকারী যে তথ্য চেয়েছেন তা একান্তই প্রশাসনিক বিষয় হওয়ায় এবং তার দপ্তরে সে সকল তথ্য না থাকায় তিনি তাৎক্ষনিক অভিযোগকারীকে জানিয়ে দিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীকে সঠিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগের জন্য মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ কে পত্র প্রেরণ করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগের জন্য মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, পাউবো,ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হক
পিতা-হাজী মোঃ আব্দুল হাকিম
হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড
কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হক ০২-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ আব্দুল গনি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বনগ্রাম ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান খুশিদ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ আত্মসাত এবং বনগ্রাম নন্দীপুর নানশ্রী বাড়ীর (... অস্পষ্ট ছাপা) পুলিশের দ্বারা খুলিয়া আনিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ ইউপি কার্যালয়ে রাখিয়া বিক্রি করে দেয় প্রসঙ্গে ইং ০৬-০৭-০৮ তারিখে জেলা প্রশাসক কিশোরগঞ্জ বরাবরে ইউপি প্রাক্তন সদস্য মোঃ শামছুদ্দিন, সুলতান উদ্দিন দরখাস্ত দেয়ার পর উক্ত দরখাস্তের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় কটিয়াদি কিশোরগঞ্জ হতে নোটিশ দেয় ইং ০৩-০৮-০৮ তারিখে প্রাক্তন চেয়ারম্যান বনগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ এর বিরুদ্ধে প্রাক্তন ইউপি সদস্য জনাব শামছুদ্দিন ও সুলতান উদ্দিনের দায়েরকৃত অভিযোগটি তদন্ত করা হয়েছে যার স্মারক নং ২২৪/২(৫) তারিখঃ ২৮-০৭-০৮ ইং উক্ত স্মারক এবং তদন্ত প্রতিবেদন এবং উক্ত অভিযোগের বা ইং ০৬-০৭-০৮ তারিখের দরখাস্তের ফটোকপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, জেলা ত্রাণ ও পূণর্বাসন অফিসার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), কিশোরগঞ্জ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৭-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হক ও জনাব মোঃ আব্দুল গনি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, রায়পুর, নরসিংদি হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। এরপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, রায়পুর, নরসিংদি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি বর্তমানে বদলি হয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, রায়পুর, নরসিংদিতে রয়েছেন। পূর্বে তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার নামে সমন জারী হওয়ায় কমিশনের শুনানীতে উপস্থিত হয়েছেন। কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ এ তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) থাকাকালীন তার নথিতে তদন্ত প্রতিবেদনের কোন কপি ছিল না বিধায় তা অভিযোগকারীকে পত্র মারফত অবগত করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রায়পুর, নরসিংদি বর্তমানে কটিয়াদির প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নথিতে তদন্ত প্রতিবেনের কোন কপি না থাকায় অভিযোগকারীকে পত্র মারফত সেটি অবগত করা হয়েছে। উপস্থিত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কটিয়াদির প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৪-০৯-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলোয়ার বিন সিরাজ
পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন
২/২ আর কে মিশন রোড
৩য় তলা গিফট্ ভেলী
ঢাকা-১২০৩।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব বেনজির কামাল
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বিএস ইউ সিডি
সানমুন টাওয়ার, ১২ তলা
৩৭ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০৮-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দেলোয়ার বিন সিরাজ ১২-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব বেনজির কামাল বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. সংযুক্ত তালিকামতে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা থেকে ইস্যুকৃত ১০টি প্রতিষ্ঠানের নামে ১০টি পে অর্ডার/চেক এর গ্রহণকারীর নাম, ঠিকানা এবং ১ নং ক্রমিকের সাহায্যের আবেদনপত্র।
২. সংযুক্ত তালিকার ১০টি চেকের মধ্যে কয়টি নগদায়ন করা হয়েচে এবং কয়টি প্রাপকের হিসাবে পরিশোধ করা হয়েছে। কোন ব্যাংকের কোন শাখার বিপরীতে পশোিধ করা হয়েছে এবং যদি তার হিসাব নম্বর থাকে তা উল্লেখ্ পূর্বক প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চের লিখিত বিবরণী।
৩. সিএসআর প্রদানের কোন নীতিমালা আছে কিনা? থাকলে সত্যায়িত ফটোকপি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৯-০৬-২০১৪ তারিখে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব সৈয়দ আব্দুল হামিদ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর ০২-০৭-২০১৪ তারিখে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব বেনজির কামাল অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারী ২৪-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৭-০৮-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলোয়ার বিন সিরাজ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব বেনজির কামাল হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে পূর্বে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তার ফলোআপ চাওয়া হয়েছে। যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হলে ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যহত হবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ধারা ৭(ণ) অনুযায়ী কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে ব্যাংকের গোপনীয়তা রক্ষার্থে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদানযোগ্য নয়।

০৬। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রদানযোগ্য মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হলে ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যহত হবে না। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে কোন বাধা নেই। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৪-০৯-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল করিম
বিছমিল্লা হোমিও হল, ব্রাহ্মনবাজার ডাক
কোড নং কাজলদারা-৩২৩৪, কুলাউড়া
মৌলভীবাজার।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মুহাম্মদ আব্দুল বারী
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল করিম তার দাখিলকৃত ৫২/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে ০৬-০৮-২০১৪ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ আব্দুল বারী এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৫২/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা অযাচিত, অসম্পূর্ন, বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর। পুর্ণাঙ্গ তথ্য পেতে তিনি পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল করিম ও প্রতিপক্ষ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ আব্দুল বারী হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৫২/২০১৪ নং অভিযোগের শুনানী অন্তে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা অযাচিত, অসম্পূর্ন, বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর। তার যাচিত ১, ৪, ৫ ও ৯ নং ক্রমিকের পুর্ণাঙ্গ তথ্য পেতে তিনি পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৪। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৫২/২০১৪ নং অভিযোগের শুনানী অন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ২৪-০৭-২০১৪ তারিখে বা তদ্‌পূর্বে যে সকল তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে তা সরবরাহ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য মূল্য পরিশোধ না করায় এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করা স্বত্বেও অভিযোগকারী কোন যোগাযোগ না করার পরও ২৩-০৭-২০১৪ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অভিযোগকারী জনাব আব্দুল করিমকে তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য সরবরাহ করেন। অভিযোগকারী জনাব আব্দুল করিম যে ৯টি তথ্য চেয়েছিলেন সেই তথ্য সমূহ তাদের জ্ঞান ও রেকর্ড মোতাবেক যথাসম্ভব সঠিক সরবরাহের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন এবং তথ্য সমূহ নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করেছেন। অভিযোগকারীকে ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউপি থেকে পশ্চিম দিকে গুড়াভুই গ্রামের দুরত্ব ২ কি:মি: দেয়া হয়েছে যা আনুমানিক তথ্য যার নির্দিষ্ট রেকর্ড তাদের কাছে নেই, ৪ নং ক্রমিকের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে বর্তমান বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী এবং রাবার বাগানের তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য ভান্ডারে নেই, ইউনিয়ন পরিষদে সরকারি ভাবে প্রদত্ত কোন ভোটার তালিকা নেই বিধায় সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি এবং ৯ নং ক্রমিকের তথ্যের সরবরাহকৃত তথ্য গুড়াভুই গ্রামের পশ্চিম সীমানায় গুসাইটিলা বলে কথিত একটি টিলা রয়েছে যাহা তাদের কাছে সংরক্ষিত সরকারি কোন রেকর্ডে উল্লেখ নেই। তথ্য প্রদানের পরও অভিযোগকারী সন্তুষ্ট না হওয়ায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত পুর্ণাঙ্গ তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন তবে অভিযোগকারী তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। শুনানীঅন্তে যে সকল তথ্য ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নেই এবং যে তথ্য বিচারাধীন মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো ব্যতীত অভিযোগকারীর প্রার্থীত অন্যান্য তথ্য পুনরায় সুস্পষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-১০-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে পর্যালোচনায় উল্লেখিত ব্যতিক্রম ব্যতীত অন্যান্য তথ্য সুস্পষ্টভাবে সরবরাহ করার জন্য মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফেরদৌস হাসান
পিতা-মোঃ হাসান আলী শেখ
জেসি রোড, ধানবান্ধি
সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মিজানুর রহমান
সহকারী মনিটরিং অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান ১৮-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সিরাজগঞ্জ বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পরীক্ষা বা পিএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী জেলার সকল শিক্ষার্থীদের স্কুলভিত্তিক নাম, রোল নম্বর, মোট প্রাপ্ত নম্বর, গ্রেড এবং বিষয় ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর অর্থাৎ প্রতি শিক্ষার্থীর প্রতিটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর সরবরাহ।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০৭-২০১৪ তারিখে বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৮-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করে গরহাজির প্রতিপক্ষ সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী মনিটরিং অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান হাজির। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২০-১০-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান গরহাজির কিন্তু প্রতিপক্ষ সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী মনিটরিং অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সম্বলিত সিডি বিনামূল্যে সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী পরপর ০২ (দুই) বার কমিশনের ট্রাইব্যুনালে গরহাজির, এবং যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা কে এইচ নাজির আহম্মেদ
পিতা-(মৃত) আঃ হাকিম
বাঘমারা, শ্রীপুর
গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ ড. শামীম রহমান
সহঃ কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
শ্রীপুর, গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা কে এইচ নাজির আহম্মেদ ১৫-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার সহঃ কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **শ্রীপুর পৌর ভূমি অফিসের নথি নং ১৬১৬/১২-১৩ ও ৭৫৭/১৩-১৪ বাতিল করা কি কারণে হল এবং বিগত ৫ বছর কার নামে কতটুকু খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তালিকা।**

০২। আবেদনের প্রেক্ষিতে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার সহঃ কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নাজমুল ইসলাম ভূইয়া ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে উভূঅ/শ্রী/গাজী/১৪-১৩৫৪(সং) স্মারকমূলে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। কিন্তু সরবরাহকৃত তথ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রার্থীত তথ্য না থাকায় অভিযোগকারী ২২-০৭-২০১৪ তারিখে জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), গাজীপুর বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৮-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২০-১০-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা কে এইচ নাজির আহম্মেদ গরহাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার সহঃ কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ড. শামীম রহমান হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি ১৪-১০-২০১৪ তারিখে দায়িত্ব নিয়েছেন। তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ২৯-০৯-২০১৪ তারিখের উভূঅ/শ্রী/গাজী/১৪-১৮৭৮ নং স্মারকে অভিযোগকারীকে তথ্য মূল্য প্রদানপূর্বক তথ্য সংগ্রহের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। অভিযোগকারী তথ্য মূল্য প্রদান না করায় তাকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযোগকারী তথ্য মূল্য প্রদানপূর্বক তথ্য গ্রহণ করেননি। অভিযোগকারী তথ্য মূল্য প্রদান না করায় তার তথ্যের প্রয়োজনীতা নেই মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী পরপর দুইবার গরহাজির এবং যেহেতু, তথ্য মূল্য প্রদানপূর্বক তথ্য সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সাথে যোগাযোগ করেননি, সেহেতু, অভিযোগকারীর তথ্যের প্রয়োজনীতা নেই মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম 'লিংকন'
পিতা-মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া
৬২/৩/বি, দক্ষিণ মুগদাপাড়া
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নজরুল ইসলাম মিশা
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বি. আই. ডব্লিউ. টি. ডস
ঢাকা।

রায়

তারিখ ঃ ২৯-০৯-২০১৪ ইং

কমিশন সভার ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়। নির্ধারিত তারিখে উভয় পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম 'লিংকন' এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম 'লিংকন' পিতা-মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া, ৬২/৩/বি, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা বিগত ২৫-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

চট্টগ্রাম ১ নং টার্মিনালের বেইস স্টোর মেরামত কাজের বিল প্রদানে দীর্ঘ ৪ বৎসর যাবৎ হয়রানী করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংস্থার অর্থ পরিচালক শাহিনুর ভূইয়াসহ কিছু কর্মকর্তার বিরূদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ও তদন্ত এবং বিলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্যঃ

- তদারকী কমিটি কাজ শেষ করার পর প্রায় ১ বৎসর কোন প্রতিবেদন প্রদান করেননি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রদান করা হয় এবং সংস্থা কর্তৃক একাধিক তাগিদ পত্র প্রদানের পর বাধ্য হইয়া ১টি অযৌক্তিক অবাস্তব মিথ্যা প্রতিবেদন প্রেরণ করেন যাহা পরবর্তী একাধিক তদন্তে প্রায় ১০০% মিথ্যা প্রমাণিত হয়। পরবর্তীতে কর্মচারী শাখা কর্তৃক তাহার নিকট সঠিক প্রতিবেদন প্রদানের অনুরোধ করা হয়। সেক্ষেত্রেও তিনি কোন প্রতিবেদন প্রদান করেননি।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ
কমিটির আহ্বায়কের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা কোন জবাব আদায় করা হয়েছে কিনা?

- কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য প্রকৌশলী ভিন্ন রকম প্রতিবেদন প্রদান করায় সম্পাদিত কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান করা সম্ভব না হওয়ায় ১টি চলতি বিল প্রদান করা হয়। যাহা দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকের সুপারিশে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনসহ হিসাব বিভাগে পরিশোধের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বিলটি চার মাস পর প্রায় ৪৫,০০০/- টাকা কর্তন করিয়া প্রদান করা হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ
হিসাব শাখায় যাওয়ার পর ৪ মাসের সমস্ত কার্যক্রমের বিবরণ ও ৪৫,০০০/- টাকা কর্তনের কারণ।

- পরবর্তীতে দীর্ঘ দিন পর বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট আবেদন করার পর তাহার নির্দেশে জি.এম (হিসাব) সহ ৩ সদস্যের কমিটিকে ১০দিনের মধ্যে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ নিরুপণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ
কত দিন পর কমিটি কি প্রতিবেদন প্রদান করেছেন? প্রতিবেদনের কপি তারিখসহ প্রদানের অনুরোধ করা হইল।

- অবশেষে দীর্ঘ দিন পর ৩,৩৯,০০০/- টাকার একটি বিল চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনসহ হিসাব বিভাগে পরিশোধের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রেরণকৃত বিল পরিশোধ না করিয়া বিলটি নীরিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে প্রায় ২ মাসের অধিক আটক রাখিলে গত ১২-১০-২০১২ তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর অর্থ পরিচালক এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দাখিল করা হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

(ক) ২ মাসের হিসাব বিভাগে এবং নীরিক্ষা বিভাগের কার্যক্রমের বিবরণ।

(খ) অর্থ পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের আগে ও পরে নীরিক্ষা বিভাগের মতামতের বিবরণ বা কপি দাবী করা হইল।

(গ) অর্থ পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসারে চেয়ারম্যান কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? বিবরণ দাবী করা হইল।

- নীরিক্ষা বিভাগের কিছু আপত্তির যৌক্তিকতা যাচাইয়ের জন্য সংস্থার জি.এম (মেরিন) সহ ৩ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়। জানা যায় কমিটিকে ১০ দিন সময় দেওয়া হইলেও প্রায় ৯ মাসে কোন প্রতিবেদন প্রদান করেননি।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

দীর্ঘ দিন প্রতিবেদন প্রদান না করায় কমিটির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা অথবা কোন জবাব আদায় করা হয়েছে কিনা?

- গত ২৪-০৭-২০১৩ ইং এবং ০৩-০৮-২০১৩ ইং তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আবেদনে জি. এম (মেরিন) সহ কমিটি দ্বারা তদন্তের যৌক্তিক প্রতিবেদন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই দাবী করিয়া বিকল্প ব্যবস্থায় বিলটি প্রদানের অনুরোধ করা হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

(ক) সর্বশেষ ২টি আবেদন অনুযায়ী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ? উভয় আবেদনের সর্বশেষ কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরন দাবী করা হইল।

(খ) সর্বশেষ আবেদনের পর কমিটি কোন প্রতিবেদন প্রদান করিলে তাহার কপি দাবী করা হইল।

- আরো জানা যায় যে, এই কাজের বিষয়ে ইতিপূর্বে সংস্থার প্রধান নীরিক্ষা কর্মকর্তা ও উপমহাব্যবস্থাপক (হিসাব) এর মাধ্যমে ২টি আলাদা কমিটি দ্বারা তদন্ত করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

ঐ তদন্ত ২টির প্রতিবেদনের কপি দাবী করা হইল।

অভিযোগকারী উল্লিখিত তথ্যাদি চেয়ে গত ২৫.০৮.২০১৩ তারিখে বিআইডব্লিউটিসি এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নজরুল ইসলাম মিশা এর নিকট আবেদন করলে তিনি তথ্য না পাওয়ায় বিআইডব্লিউটিসি এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল দায়ের করেও কোন তথ্য না পাওয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন যার নং ০১/২০১৪ । উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭.০১.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানীতে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নজরুল ইসলাম মিশা, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিআইডব্লিউটিসি, মতিঝিল, ঢাকা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য গোপনীয় বিধায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে জানান। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যাচিত তথ্য গোপনীয় নয় বলে তথ্য কমিশন অভিমত প্রকাশ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় পরবর্তী ০৪.০২.২০১৪ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিক তথ্য সরবরাহ না করে মিথ্যা জবাব/মতামত প্রকাশের জন্য অভিযোগকারী পুনরায় ২২/২০১৪ নং অভিযোগ দায়ের করলে ২৯.০৪.২০১৪ তারিখে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে পুনরায়

শুনানী হয়। শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন, কিন্তু অভিযোগকারী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করলে পরবর্তী ০৭.০৫.২০১৪ তারিখের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্দেশনা অনুযায়ী প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করে হয়রাণীমূলক ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করায় তার শাস্তি দাবী করে প্রার্থীত তথ্য আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অভিযোগকারী পুনরায় ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগ দায়ের করেন। তৎপর ১৫.০৭.২০১৪ তারিখে শুনানীকালে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ঠ ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন মর্মে জানান। অতপর তথ্য কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে অভিযোগকারী সুনির্দিষ্ঠভাবে (১) বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন ৪ টির কপি, (২)নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন এবং (৩)বিল থেকে ৪৫,০০০/- টাকা কর্তনের কারণ এই তিনটি তথ্য প্রাপ্তির বিষয় উপস্থাপন করলে কমিশন পর্যালোচনান্তে উক্ত ৩ টি সুনির্দিষ্ঠ তথ্য তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রদানযোগ্য বিবেচনায় পরবর্তী ২৪.০৭.২০১৪ তারিখের মধ্যে সরবরাহের নির্দেশ দিলেও সরবরাহ না করে পুনরায় জবাব দেওয়ায় অত্র ৮৭/২০১৪ নং অভিযোগ দায়ের করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক একই বক্তব্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন করেন। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ০১/২০১৪, ২২/২০১৪ ও ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগের সিদ্ধান্তের পরও বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি, ঢাকা কার্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা যাচিত তথ্য সরবরাহ না করে বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করেন। তিনি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেন যে, ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগের শুনানীঅন্তে কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ১) বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন ০৪ টির কপি, ২) নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদনের কপি এবং ৩) অভিযোগকারীর বিল থেকে ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ এই তিনটি তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দেয়া হলেও তিনি তথ্য সরবরাহ না করে পূর্বের ন্যায় জবাব পাঠিয়েছেন ও তথ্য অধিকার আইনের অবমাননা করছেন। একইসাথে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সর্বোচ্চ শাস্তি দাবী করে তার প্রার্থীত তথ্য পেতে পুনরায় তথ্য কমিশনের নিকট আবেদন জানান।

বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি, ঢাকা কার্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা এর বক্তব্য

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ০১/২০১৪ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য গোপনীয় বিধায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কোন গোপনীয় তথ্য নয় বলে কমিশন মত প্রকাশ করেন এবং তাকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি আংশিক তথ্য সরবরাহ করলেও অভিযোগকারী ২২/২০১৪ নং অভিযোগ দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগকারী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগ দাখিল করেন। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)

উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তবে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে কি তথ্য চাচ্ছেন কমিশন কর্তৃক এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন ০৪ টির কপি, নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদনের কপি ও ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ এই তিনটি তথ্য পাবার বিষয় কমিশনে উপস্থাপন করেন এবং তিনি তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

উক্ত ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ না করায় অভিযোগকারীর দাখিলকৃত ৮৭/২০১৪ অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের সমনের ভিত্তিতে অদ্য শুনানীর তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথগ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী কর্তৃক যাচিত তথ্যগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট করে বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন ০৪ টির কপি, নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদনের কপি ও ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ এই তিনটি তথ্য সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত তথ্যগুলো গোপনীয় দাবী করে তিনি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করেননি।

বিচার্য বিষয়সমূহ

১) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল কি না বা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করা হয়েছিল কিনা ?
২) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে কিনা?
৩) বিল প্রদানের বিষয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত ৪ টি বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ না জানানোর বিষয়টি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী গোপনীয় কি না? এবং
৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অমান্য করে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন কিনা?

প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা

১ নং বিচার্য বিষয়ে অভিযোগকারীর দাখিলকৃত অভিযোগ ও শুনানিকালে অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং তথ্য কমিশনের স্মারক নং- তকক/প্রশা-২৩ (অংশ-২)/২০১৩-১০১৫ তারিখ ২২/০৫/২০১৪ এর পরিপ্রেক্ষিতে দাখিলকৃত জবাব (যা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ০৯/০৭/২০১৪ তারিখে স্বাক্ষর করে তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ২২.০৭.২০১৪ তারিখে সরবরাহকৃত জবাব/তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চট্টগ্রামস্থ বেইজ স্টোর মেরামত কাজের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজকে সংশ্লিষ্ট পূর্ত কাজ সম্পাদনের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অফিস কৃর্তক প্রস্তুতকৃত বিল থেকে অভিযোগকারীর দাবী অনুযায়ী ৪৫০০০/- টাকা কর্তন করায় এই বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগকারী বিভিন্ন তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কৃর্তক বিভিন্ন তারিখে আংশিক তথ্যাদি সরবরাহ করা হলেও অভিযোগকারী তাকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার অভিযোগ করে পুনরায় অভিযোগ দাখিল করলে গত ১৫/০৭/২০১৪ইং তারিখে তথ্য কমিশনে শুনানীকালে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট নয় বা সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে জানান। এ অবস্থায় কমিশন অভিযোগকারীকে তার চাহিত তথ্যগুলো সুনির্দিষ্ট করতে বললে

তিনি এ বিষয়ে (১) বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন চারটির কপি (২) নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন ও (৩) বিল থেকে ৪৫০০০/- টাকা কর্তন এর কারণ সম্পর্কে তথ্য চান মর্মে কমিশনের নিকট উপস্থাপন করলে কমিশন উক্ত তিনটি সুনির্দিষ্ট তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী ২৪/০৭/২০১৪ইং তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনে বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হলেও উক্ত ১৫/০৭/২০১৪ইং তারিখের শুনানীতে তিনটি তথ্য সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় ।

২নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মিশা সুনির্দিষ্টকৃত তথ্য সরবরাহ না করে গত ২২-০৭-২০১৪ তারিখে স্বাক্ষর করে আরেকটি জবাব প্রেরণ করেছেন। তাতে তিনি বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন গোপনীয় নথির অংশ হিসেবে দাবী করেন এবং এ সংক্রান্ত আরো তথ্য জানার থাকলে জবাব আকারে তা দেয়া যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করেন। ৪৫,০০০/- টাকা কর্তনের প্রেক্ষিতে তিনি কিছু উল্লেখ না করে জানান যে, ৩৫,০০০/- টাকা হিসাব বিভাগ কর্তৃক কর্তন করা হলেও দ্বিতীয় বিলের মধ্যে উক্ত ৩৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। শুনানিকালে তিনি বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন গোপনীয় নথির অংশ হিসেবে দাবী করে তা সরবরাহ করা হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তথ্য কমিশন কর্তৃক গত ১৫-০৭-২০১৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী তিনি অভিযোগকারীকে উক্ত সুনির্দিষ্ট তিনটি তথ্য গোপনীয় দাবী করে সরবরাহ করেননি। উল্লেখ্য, অভিযোগকারীর প্রথম আবেদনের তারিখ ২৫.০৮.২০১৩ হওয়ায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুযায়ী যাচিত তথ্য পরবর্তী ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অর্থাৎ সর্বশেষ ২২.০৯.২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রদানযোগ্য হলেও তা প্রদান করা হয়নি।

৩ নং বিচার্য বিষয় বিল প্রদানের বিষয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত ৪ টি বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ না জানানোর বিষয়টি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী গোপনীয় কি না? এই বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় যে সকল তথ্য প্রদান করা কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক নয় তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট তিনটি তথ্য উক্ত ধারায় উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। বরং তথ্য অধিকার আইনের ২ (চ) উপধারায় তথ্যের সংজ্ঞার মধ্যে 'প্রতিবেদন ও হিসাব বিবরনী' শব্দগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। বিরোধের মূল কারণ কর্তনকৃত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি তথ্য কমিশনের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, কি কারণে বিল থেকে তা কর্তন করা হয়েছে সেইসব

তথ্য অভিযোগকারীর জানার অধিকার রয়েছে। কারণ অভিযোগকারীকে তার আর্থিক দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত আদালতে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হলে এসব তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

শুনানীকালে কোন আইন বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত উক্ত তিনটি তথ্যকে গোপনীয় তথ্য বলে উল্লেখ করেন তা কমিশন কর্তৃক জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, সরকারী গোপন আইন, ১৯২৩ (The Official Secrets Act, 1923) এর বিধান অনুযায়ী তিনি উক্ত তিনটি তথ্যকে গোপনীয় তথ্য বলে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৩ ধারায় এই আইনের প্রাধান্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'প্রচলিত অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে'। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, এক্ষেত্রে সরকারী গোপন আইন, ১৯২৩ এর উর্ধ্বে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ প্রাধান্য পাবে এবং তথ্য অধিকার আইনের ২ (চ) ধারায় তথ্যের সংজ্ঞা ও তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৭ ধারা অনুযায়ী উক্ত তিনটি তথ্য কোন গোপনীয় তথ্য নয়।

উপর্যুক্ত অবস্থায় ৪ নং বিচার্য বিষয়ে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য কমিশনের সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মিশা বিভিন্ন অজুহাতে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা থেকে বারবার বিরত থেকেছেন এবং অভিযোগকারীকে তার তথ্য প্রাপ্তির আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচিত তথ্য সরবরাহ না করে লিখিত জবাব অভিযোগকারী বরাবর প্রেরণ করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন এবং তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন যা তথ্য অধিকার আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

আদেশ

যেহেতু, অভিযোগে উল্লেখিত আবেদনকারীর যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল এবং শুনানীর মাধ্যমে আরো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয় ;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য সরবরাহে বাধা নিষেধ যাচিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট এ তথ্যগুলো কোন গোপনীয় তথ্য নয়; এবং

যেহেতু, বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে তথ্য অধিকার আইন অমান্য করে অভিযোগকারীর যাচিত ও তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত তথ্য প্রদান করেননি এবং অভিযোগকারীকে তার তথ্য প্রাপ্তির আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন;

সেহেতু,

(ক) তথ্য কমিশন কর্তৃক রায় ঘোষণার পর যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে অনধিক ২০(বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে নির্দেশিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(খ) কমিশনের সার্বিক বিবেচনায় যদিও বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা এর অপরাধ গুরুতর, তথাপি কমিশন নমনীয় হয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ২৭(১)(খ) এবং (ঙ) ধারা অনুসারে বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশাকে ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) ধারা অনুসারে জরিমানার টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি ও আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দানের প্রমাণাদি তথ্য কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হলো।

(ঘ) কমিশনের প্রদত্ত রায় যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রদানের জন্য কমিশনের বিচারিক কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বলা হলো।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর খুরশিদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মতিউর রহমান
পিতা-মোঃ নুরুল ইসলাম
গ্রাম-১ নং কলমা, রিয়া টেলিকম
পোষ্ট- ডেইরী ফার্ম, থানা-সাভার
জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শাহ্ আলম
তথ্য কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মতিউর রহমান ১৮-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **সাভার উপজেলাধীন বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ চলমান মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের অধিনে টেনিংকৃত এলাকা গুলোর নাম ও ট্রেনিং গ্রহণকারীদের বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানাসহ যোগাযোগের সহজ মাধ্যম।**
২. **বিএলআরআই এ চলমান মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পে যে সকল মালামাল ক্রয় করা হয়েছে, যেমন যানবাহন, কৃষি যন্ত্রপাতি, ল্যাব যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ডেস্কটপ, কম্পিউটার ল্যাপটপ, ফার্নিচার ও বই ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল মালামালের বর্তমান অবস্থা এবং স্বচক্ষে দেখতে চাই।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৬-০৭-২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা এর মহাপরিচালক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মতিউর রহমান ও প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা এর তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহ্ আলম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা এর তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে পূর্বে একই রকমের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু অভিযোগকারী এ বিষয়টি তার অভিযোগে উল্লেখ করেননি। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাবার পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে তথ্য সরবরাহের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

অনেক ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করায় সে সকল তথ্য প্রস্তুত করতে সময় লেগেছে এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে যথাসময়ে তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে প্রদান করা সম্ভব হয়নি। উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির পর এবং কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট থেকে সংগ্রহ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৬-১০-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা এর তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ৮৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ এলমু নাহার
পিতা- কালা মিয়া
পাহাড়তলী, বড়ুয়াপাড়া
কক্সবাজার।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম
সহঃ কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী এলমু নাহার ২৯-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সদর উপজেলা ভূমি অফিস, কক্সবাজার এর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আবু হাসান সিদ্দিক বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **কক্সবাজার জেলায় ২০১৪ সালের জানুয়ারী-ডিসেম্বর পর্যন্ত খাস জমি বরাদ্দের জন্য গঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কপি।**
- **কক্সবাজার জেলায় খাস জমি বরাদ্দ করার জন্য যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাদের নাম, ঠিকানা ও বর্তমান পেশার কপি পেতে চাই।**

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাকযোগে প্রেরিত আবেদন গ্রহণ না করায় অভিযোগকারী ২৫-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ গরহাজির থাকায় ২০-১০-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এলমু নাহার গরহাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ সদর উপজেলা ভূমি অফিস, কক্সবাজার এর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র তিনি প্রাপ্ত হননি।

০৬। শুনানীকালে তথ্য কমিশনের সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কমিশনকে অবগত করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে উল্লেখিত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা হলে মোবাইল ব্যবহারকারী বলেন তিনি তথ্য কমিশনে কোন অভিযোগ দায়ের করেননি।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযোগকারীর কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র তিনি প্রাপ্ত হননি। অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত না হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না পাওয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

যেহেতু, শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারী পরপর দুইবার গরহাজির এবং যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব বাপ্পি বড়ুয়া
পিতা- বকুল বড়ুয়া
পাহাড়তলী, বড়ুয়াপাড়া ৭ নং ওয়ার্ড
কক্সবাজার।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ ইছা
ম্যানেজার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সূর্যের হাসি ক্লিনিক, এফ.ডি.এস.আর.
রুমালিয়ার ছড়া, কক্সবাজার।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব বাপ্পি বড়ুয়া ১৭-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে অফিস প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সূর্যের হাসি ক্লিনিক, এফ.ডি.এস.আর. রুমালিয়ার ছড়া, কক্সবাজার বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **সূর্যের হাসি ক্লিনিক থেকে কি কি সেবা নাগরিকদেরকে প্রদান করা হয় এবং বিনামূল্যে কত জন রোগীকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সেবা প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা সংক্রান্ত তথ্যের কপি।**
- **কোন কোন ধরনের সেবা কার্যক্রম বিনামূল্যে/ মূল্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হয় সে সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশনার কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৬-০৩-২০১৪ তারিখে পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সূর্যের হাসি ক্লিনিক, এফ.ডি.এস.আর. রুমালিয়ার ছড়া, কক্সবাজার বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৫-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণ করেছেন। প্রেরিত পত্রে উল্লেখ রয়েছে অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার কোন অভিযোগ নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি প্রত্যাহারের আবেদন করে নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানিয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বিলম্বে তথ্য সরবরাহ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রেরিত লিখিত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

যেহেতু, অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন ২/২ আর কে মিশন রোড (গিফট্ ভেলী) ৩য় তলা, ঢাকা-১২০৩।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব পলাশ দাশ গুপ্ত** সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় সেনা কল্যাণ ভবন, ১২ তলা মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ১২-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম আনিসুজ্জামান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১। জনাব মোঃ রুহুল আলমকে (i) উপ মহা-ব্যবস্থাপক হিসাবে নিয়োগের আবেদন ও সাথে দাখিলকৃত সকল সনদপত্র ও অভিজ্ঞতা পত্রের কপিসহ সকল কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। (ii) উপ মহা-ব্যবস্থাপক, মহা-ব্যবস্থাপক ও উপ-ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসেবে নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের ফটোকপি।

২। সিএসআর খাতে বেসিক ব্যাংকের ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রদত্ত অনুদান গ্রহণকারীর নাম, ঠিকানা ও টাকার উল্লেখসহ লিখিত বিবরনী।

৩। বেসিক ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগ থেকে (১) ডিসপ্লে, (২) স্পন্সর বাবদ ২০১৩ সালে প্রদত্ত টাকার উল্লেখসহ নাম ও ঠিকানার লিখিত বিবরনী।

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই ৩১-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ (১) ও (২) এবং ১৩(১) উপধারার বিধানমতে কমিশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কোন কারণ ব্যতিরেকে গরহাজির থাকায় ২০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর জন্য পুনরায় দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কোন কারণ ব্যতিরেকে গরহাজির থাকায় ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর জন্য শেষ বারের মত দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ও প্রতিপক্ষ বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব পলাশ দাশ গুপ্ত হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করতে গেলে আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীতে তিনি আপীল আবেদন না করেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৭। বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বদলি হওয়ায় কিছুদিন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পদ শুন্য ছিল বিধায় পূর্বের শুনানীর তারিখগুলোতে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হাজির হতে পারেননি। তাকে ২২-১০-২০১৪ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন কেন গ্রহণ করেননি সে বিষয়টি তার জানা নেই। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ করার একটি শাখা রয়েছে সেখানে অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করতে পারতেন। পূর্বে অভিযোগকারীর দাখিলকৃত ৪৭/২০১৪ নং অভিযোগে যাচিত ৫ বছরের তথ্যাদির মধ্যে অভিযোগকারীকে ৬ মাসের তথ্য সরবরাহের জন্য কমিশন নির্দেশনা প্রদান করলে তাকে জানুয়ারী-জুন/২০১৪ সালের তথ্য প্রদান করা হয়। তিনি পুনরায় একই বিষয়ে ২০১৩ সালের তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। বার বার একই তথ্য চাওয়ায় এবং যাচিত তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য হওয়ায় তাকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

০৮। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী জানান পূর্বে তথ্য কমিশনে তার দাখিলকৃত ৪৭/২০১৪ নং অভিযোগে শুনানীঅন্তে কমিশন কর্তৃক যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে তাকে জানুয়ারী-জুন/২০১৪ সালের তথ্য প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান অভিযোগে ২০১৩ সালের তথ্য চাওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী কর্তৃক যাচিত উপমহা-ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগের আবেদন ও তৎসংগে দাখিলকৃত সনদপত্র এবং উপমহা-ব্যবস্থাপক, মহা-ব্যবস্থাপক ও উপব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত পর্ষদের সিদ্ধান্ত তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কোন গোপনীয় তথ্য নয়। বরং এগুলো দাপ্তরিকভাবে গৃহীত ও ঘোষিত তথ্য। অন্যদিকে সিএসআর খাতে অনুদান কাদেরকে দেয়া হয়েছে ইত্যাদি তথ্যও কোন গোপনীয় তথ্য না হওয়ায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য তথ্যের আওতাভূক্ত এবং এর সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয় জড়িত। কাজেই অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কোন আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় ব্যক্তিগত তথ্য না হওয়ায় যাচিত সকল তথ্য অভিযোগকারীকে দিতে কোন আইনগত বাধা নেই মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ
পিতা-মোঃ ইয়াদ আলী মৃধা
বাড়ী নং-১৮, রোড় নং-৩/এ
সেক্টর-৯,উত্তরা
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। জনাব মোঃ সহিদুর রহমান
মহাপরিচালক
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)
পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

২। **চীফ মনিটরিং**
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>।

<u>(তারিখ ঃ ২০-১০-২০১৪ ইং)</u>

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ তার দাখিলকৃত ৬১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে ৩১-০৮-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ সহিদুর রহমান, মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৬১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয় অদ্যাবধি কোন তথ্য সরবরাহ করেননি। তাই তার প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারী পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ হাজির, মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ সহিদুর রহমান কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গরহাজির। ২০-১০-২০১৪ তারিখে পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ হাজির, মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ সহিদুর রহমান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আইনী পরামর্শক জনাব মোঃ সাইয়েদ আলম টিপু হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৬১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয় কোন তথ্য সরবরাহ না করায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তবে অভিযোগ দায়েরের পর যে তথ্য তাকে প্রদান করা হয়েছে, তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। তাই পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য পাবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের নিকট অনুরোধ জানান।

০৫। পানি উন্নয়ন বোর্ডের আইনী পরামর্শক জনাব মোঃ সাইয়েদ আলম টিপু তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা না থাকায় ইতিপূর্বে আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ করা হয়নি, তবে তথ্য কমিশনের ৬১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০-০৯-২০১৪ তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে চীফ মনিটরিং, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ -কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি রয়েছে এবং অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করলে তবে তার পেনশন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। অভিযোগকারীকে ইতোপূর্বে অডিট আপত্তির বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি কোন জবাব প্রদান করেননি বিধায় আপত্তি নিস্পত্তি হয়নি।

০৬। বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী জানান তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কোন পত্র তিনি পাননি বিধায় যথাসময়ে জবাব প্রদান করতে পারেননি। অডিট আপত্তির সাথে সম্পৃক্ত তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয় পেনশন সুবিধা ভোগ করছেন। অডিট আপত্তির বিষয়টি Instrument এর ভাড়া আদায় সংক্রান্ত। তিনি অবসর গ্রহণের পর ইতিমধ্যে অনেক ভাড়া আদায় হয়েছে। আপত্তিটি একটি ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে এবং তার কার্যকালে ২ জন নির্বাহী প্রকৌশলী দায়িত্বে ছিলেন যারা এর মূল দায় গ্রহণের কথা। কিন্তু তৎকালীন সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে তিনি কর্মরত থাকায় এবং তিনি আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা না হওয়া সত্ত্বেও তার পেনশনের বিষয়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তি আইন সঙ্গত কিনা এ বিষয়ে তিনি তার সন্দেহ প্রকাশ করেন।

০৭। উত্থাপিত অডিট আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী পেনশন সুবিধা পাবার বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের আইনী পরামর্শক জনাব মোঃ সাইয়েদ আলম টিপু। অডিট আপত্তি সমাধানের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপর বর্তায় অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ৬১/২০১৪ ও ৮১/২০১৪ নং অভিযোগে উল্লিখিত তথ্যসমূহ প্রাপ্ত হলে অভিযোগকারী তার অডিট আপত্তি সংক্রান্ত বিষয়টি যথাযথভাবে অবগত হয়ে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, তার ফলে পেনশন সুবিধা পাবার বিষয়টি তরান্বিত হবে বলে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন। অডিট আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েও তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী পেনশন সুবিধা পাচ্ছেন কিন্তু তৎকালীন সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে অভিযোগকারীর **সংশ্লিষ্টতা** না থাকা সত্ত্বেও পেনশন সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন, কাজেই উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ইতোপূর্বে অভিযোগকারী কর্তৃক কমিশনে দাখিলকৃত ৬১/২০১৪ ও ৮১/২০১৪ নং অভিযোগে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদানের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীকে বলা হলে তিনি তথ্য প্রদানের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

<u>পর্যালোচনা।</u>

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীকে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তাতে তিন সন্তুষ্ট নন। সার্বিক বিবেচনায় একই বিষয়ে ইতোমধ্যে অভিযোগকারী কর্তৃক দায়েরকৃত ৬১/২০১৪ ও ৮১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে তথ্য কমিশনে শুনানীঅন্তে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আইনী পরামর্শক ও বিজ্ঞ আইনজীবী তথ্য প্রদানের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। ইতোমধ্যে অভিযোগকারী কর্তৃক দায়েরকৃত ৬১/২০১৪ ও ৮১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে তথ্য কমিশনে শুনানীঅন্তে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য চীফ মনিটরিং ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ -কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ করে নিয়োগের কপি তথ্য কমিশনে প্রেরণ করার জন্য মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, পাউবো,ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হক
পিতা-হাজী মোঃ আব্দুল হাকিম
হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড
কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ গোলাম জাকারিয়া
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হক ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ গোলাম জাকারিয়া, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **হিদলছরি খাল ভরাট করা প্রসংগে মোঃ মুছলেহ উদিন সহ ১৩৩ জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কটিয়াদি বরাবরে ইং ২৯-০৮-২০১২ তারিখে আবেদন করে যাহার ডাইরী নং৭৮৬ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কটিয়াদী উনি অ/কটি/৫৭৪ নং স্মারকে ইং ০৫-০৯-২০১২ তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কটিয়াদীকে আদেশ দেন। উপরোক্ত বিষয়ে মুছলেহ উদিন গং কর্তৃক দাখিলকৃত বনগ্রাম ইউনিয়নের মধ্যে হিদেলছড়ি খাল ভরাট করে পুকুর খনন করা সংক্রান্ত অভিযোগের ছয়ালিপি এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো। বিষয়টি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য। উক্ত মতামত ও প্রতিবেদনের ফটোকপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব এস এম আলম, ডেপুটি কমিশনার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), কিশোরগঞ্জ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর ০৭-০৮-২০১৪ তারিখে ০৫.৪১.৪৮০০.০১৬.০১.০০২.১৩-৫৭ নং স্মারকে অভিযোগকারীকে যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করা হয়নি মর্মে যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে পুনরায় আপীল আবেদন করার জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ সঠিক থাকায় অভিযোগকারী পুনরায় আপীল আবেদন না করে ৩১-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হক হাজির কিন্তু প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ গোলাম জাকারিয়া, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। যেহেতু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কটিয়াদি হিদেলছড়ি খাল ভরাট করে পুকুর খনন সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়টি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য সহকারী কমিশনারকে আদেশ দিয়েছেন এবং সহকারী কমিশনার তদন্তপূর্বক তার মতামত উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রদান করবেন, সেহেতু, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সঠিক হতো। কমিশনের এমন মন্তব্যে অভিযোগকারী সঠিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করবেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী সঠিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কটিয়াদি বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি। অভিযোগকারী সঠিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করবেন মর্মে অবহিত করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কটিয়াদি বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সাইজ উদ্দিন
পিতা-মোঃ চাঁন মিয়া
গ্রাম-নাগা, পোষ্ট-ইপমা
থানা-গাজীপুর সদর
জেলা-গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ বিনিতা রানী
সহঃ কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সাইজ উদ্দিন ১৬-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে গাজীপুর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **আমি এদেশের একজন নাগরিক হিসাবে তথ্য আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে বাংলা ১৪০২ সন থেকে ১৪২০ সন পর্যন্ত গাজীপুর সদর এলাকার জমির ডি সি আর খাজনা ও খারিজের মূল্য সংক্রান্ত সকল তথ্য জানতে চাই।**
২. **ঘুষ দূরনীতি ও হয়রানী ছাড়া জমিনের খারিজ কয়দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করা হয়।**
৩. **সহকারী কমিশনার (ভূমি) সদর, গাজীপুর এর কার্যালয় থেকে হারানো (২য় বারের মত) নামজারী নথি (কেস নং ২২৫১, গাজীপুর পৌর ০১-১২-২০১৩) পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি কি?**

০২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে গাজীপুর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আব্দুল ছালাম ১৫-০৪-২০১৪ তারিখে উভূঅ/গাজী/সদর/১৪-২৬২৪ (অস্পষ্ট) নং স্মারকে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগকারী খাজনা দিতে গেলে সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী খাজনা গ্রহণ না করলে বিষয়টি গাজীপুর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে লিখিতভাবে অবহিত করেন। এ বিষয়ে গাজীপুর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) কোনরূপ প্রতিকার প্রদান না করায় অভিযোগকারী জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), গাজীপুর বরাবরে বিষয়টি জানিয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩১-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ সাইজ উদ্দিন গরহাজির এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে আইনজীবী জনাব মোঃ আবুতালেব হাজির থাকায় ২০-১০-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ সাইজ উদ্দিন ও প্রতিপক্ষ গাজীপুর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বিনিতা রানী হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য পেয়েছেন। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী খাজনা প্রদান করতে পারেছেন না। তার জমির খাজনা প্রদান করতে গেলে ১৩৮৯ বাংলা সন হতে প্রায় ০১ (এক) লক্ষ টাকার বেশি খাজনা দাবী করা হয়েছে যা সঠিক নয়। তিনি ইতোপূর্বে ১৯৯৫ খ্রিঃ পর্যন্ত জমির খাজনা পরিশোধ করেছেন মর্মে জানান।

০৬। গাজীপুর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারীর জমি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে পরায় তা কৃষি জমি নয়। এজন্যে অভিযোগকারীর জমির ভূমি উন্নয়ন কর ১৩৭৯ সাল থেকে প্রায় ৯৮০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৭। সরকারী পাওনা আদায় আইন অনুযায়ী সঠিকভাবে অভিযোগকারীর জমির খাজনা নির্ধারণ এবং খাজনা প্রদানের বিষয়ে অভিযোগকারীকে সহায়তা প্রদান করতে হবে মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। অভিযোগকারীর দাবী অনুযায়ী ১৯৯৫ পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধিত থাকলে সরকারী পাওনা আদায় আইন অনুযায়ী অভিযোগকারীর দাবী সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং অভিযোগকারীর নিকট থেকে তা আদায়ের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। সরকারী পাওনা আদায় আইন অনুযায়ী অভিযোগকারীর দাবী সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং অভিযোগকারীর নিকট থেকে তা আদায়ের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাজীপুর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব সহীদুল ইসলাম সহীদ
পিতা-মরহুম শফিউদ্দিন আহাম্মদ
পঞ্চগড় প্রতিনিধি, দৈনিক প্রথম আলো
ডোকরোপাড়া, পঞ্চগড়।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আব্দুল্লাহ-আল-মাসুম
সাব রেজিষ্ট্রার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা সাব রেজিষ্ট্রি অফিস
তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব সহীদুল ইসলাম সহীদ ২৭-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাব রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা সাব রেজিষ্ট্রি অফিস, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **উপজেলা সাব রেজিষ্ট্রি অফিস, তেতুলিয়া, পঞ্চগড় কার্যালয়ে ০১ জুলাই, ২০১৩ খ্রি.তারিখ হতে ২৮ মে , ২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত রেজিষ্ট্রি/কবলাকৃত যে সকল কোম্পানী/ব্যক্তিবর্গ জমি ক্রয় করেছেন সেসব ক্রেতাগণের নাম, ঠিকানা ও জমির পরিমাণ।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৬-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ আঃ রশিদ, জেলা রেজিষ্ট্রার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পঞ্চগড় বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৩-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির থাকায় ২০-১০-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব সহীদুল ইসলাম সহীদ গরহাজির কিন্তু প্রতিপক্ষ জনাব আব্দুল্লাহ-আল-মাসুম, সাব রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা সাব রেজিষ্ট্রি অফিস, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি বিধায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা ১৯৭৩ এর ১০৮ নং বিধি অনুযায়ী অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে তিনি তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তিনি উক্ত বিধিমালায় উল্লেখিত হারে ফি প্রদান থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করেছেন।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি বিধায় তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। তাছাড়া এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩(ক) উপধারা প্রযোজ্য বিধায় রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা ১৯৭৩ এর ১০৮ নং বিধি অনুযায়ী অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও সাব-রেজিষ্ট্রার, তেঁতুলিয়, পঞ্চগড় বরাবরে রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা ১৯৭৩ এর ১০৮ বিধি অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো।
২। রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা ১৯৭৩ এর ১০৮ নং বিধি অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির পর সাব রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা সাব রেজিষ্ট্রি অফিস, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়-কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।
৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান
পিতা-সৈয়দ সৈয়দুজ্জামান
২৩৫, উত্তর শাহজাহানপুর
ঢাকা-১২১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ রওশন আরা জামান
প্রধান মনোবিজ্ঞানী ও পরিচালক (নন ক্যাডার ও অন্যান্য)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
আগারগাঁও, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান ০৯-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নিয়ামত উল্যাহ্ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) পিএসসিতে বিদ্যমান ইইডি সহকারী প্রকৌশলীদের জ্যেষ্ঠতার তালিকা চূড়ান্তকারীর স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ০১-০১-২০০৯ ইং তারিখ হতে অদ্যাবধি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে জনাব সৈয়দ সহিদুর রহমানের নাম ইইডি এর জ্যেষ্ঠতার তালিকায় অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত দিয়ে পত্র জারি করা হয়েছে তাদের এক সেট সত্যায়িত কপি (ফটোকপি)।

খ) উক্ত স্থায়ী কমিটির চাহিত তথ্যাদির উত্তরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে যে সকল পত্র এবং পত্রের সাথে সংযুক্তি দিয়ে তথ্যাদি স্থায়ী কমিটি পিএসসির কাছে প্রেরিত হয়েছে তার এক সেট সত্যায়িত কপি (ফটোকপি)।

গ) পিএসসি সদস্য-৫ এর দপ্তরে রক্ষিত ফাইল থেকে এতদ্‌সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ ও স্থায়ী কমিটির সভার কার্যবিবরনীসমূহের প্রতিটি একটি করে সেট সত্যায়িত কপি (ফটোকপি)।

০২। আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নিয়ামত উল্যাহ্ তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০৮-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব এ কে এম আমির হোসেন বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৭-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান ও প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধান মনোবিজ্ঞানী ও পরিচালক (নন ক্যাডার ও অন্যান্য) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রওশন আরা জামান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধান মনোবিজ্ঞানী ও পরিচালক (নন ক্যাডার ও অন্যান্য) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নন ক্যাডার ও অন্যান্য শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে ২৪-০৯-২০১৪ তারিখে তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্র মাত্র হাতে পেয়েছেন। একজন ব্যক্তির তথ্য পাবার জন্য অন্য ব্যক্তি আবেদন করেছেন। একজন কর্মকর্তার তথ্য অন্য একজনকে প্রদান করা সম্ভব নয়।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য প্রদানের পর অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে জনাব সৈয়দ সহিদুর রহমানের তথ্য চাওয়া হয়েছে তিনি অভিযোগকারীর ভাই এবং তিনিও শুনানীতে উপস্থিত রয়েছেন। অভিযোগকারীর ভাই উল্লেখ করেন যে, তার তথ্য অভিযোগকারীকে প্রদানের ক্ষেত্রে তার কোন আপত্তি নেই।

০৭। যে ব্যক্তির তথ্য চাওয়া হয়েছে তার অনুমোদন নিয়ে তথ্য প্রদান করা যাবে। অভিযোগকারী তার ভাইয়ের তথ্য চাচ্ছেন তিনি শুনানীতে হাজির আছেন তার অনুমোদন নিয়ে তথ্য প্রদান করা যায় মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সংশ্লিষ্ট সকল নথি ও কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে মর্মে উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, নন ক্যাডার ও অন্যান্য শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে নতুন যোগদান করায় যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৬-১০-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধান মনোবিজ্ঞানী ও পরিচালক(নন ক্যাডার ও অন্যান্য) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান
পিতা-সৈয়দ সৈয়দুজ্জামান
২৩৫, উত্তর শাহজাহানপুর
ঢাকা-১২১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব(সমন্বয় ও সংসদ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান ০৯-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) পিএসসিতে বিদ্যমান ইইডি সহকারী প্রকৌশলীদের জ্যেষ্ঠতার তালিকা চূড়ান্তকারীর স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ০১-০১-২০০৯ ইং তারিখ হতে অদ্যাবধি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে জনাব সৈয়দ সহিদুর রহমানের নাম ইইডি এর জ্যেষ্ঠতার তালিকায় অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত দিয়ে পত্র জারি করা হয়েছে তাদের এক সেট সত্যায়িত কপি (ফটোকপি)।

খ) উক্ত স্থায়ী কমিটির চাহিত তথ্যাদির উত্তরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে যে সকল পত্র এবং পত্রের সাথে সংযুক্তি দিয়ে তথ্যাদি স্থায়ী কমিটি পিএসসির কাছে প্রেরিত হয়েছে তার এক সেট সত্যায়িত কপি (ফটোকপি)।

গ) পিএসসি সদস্য-৫ এর দপ্তরে রক্ষিত ফাইল থেকে এতদ্‌সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ ও স্থায়ী কমিটির সভার কার্যবিবরনীসমূহের প্রতিটি একটি করে সেট সত্যায়িত কপি (ফটোকপি)।

০২। আবেদনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি তার শাখায় না থাকায় উক্ত তথ্য সরবরাহের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (অধিশাখা-২২)-কে ১৪-০৭-২০১৪ তারিখে পত্র প্রদান করেন। উক্ত শাখা হতে যাচিত তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ১২-০৮-২০১৪ তারিখে তাগিদ পত্র প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০৮-২০১৪ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ড. মোঃ সাদিক বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৭-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান ও প্রতিপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (অধিশাখা-২২) সায়মা ইউনুস হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি তার শাখায় না থাকায় উক্ত তথ্য সরবরাহের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (অধিশাখা-২২)-কে ১৪-০৭-২০১৪ তারিখে পত্র প্রদান করেন। উক্ত শাখা হতে যাচিত তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় তিনি ১২-০৮-২০১৪ তারিখে তাগিদ পত্র প্রদান করেন। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্য পাবার পর অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি জানান।

০৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব সায়মা ইউনুস তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রশিক্ষণে থাকার কারণে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। তার কাছে সংরক্ষিত নথি পর্যালোচনা করে তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন মর্মে উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কাছে সংরক্ষিত না থাকায় সংশ্লিষ্ট শাখায় তথ্য সরবরাহের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (অধিশাখা-২২) সায়মা ইউনুসকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৬-১০-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ তুলসী রানী মুন্ডা পিতা-ফুলচাঁদ মুন্ডা গ্রাম-ধুমঘাট, ডাকঘর-ধুমঘাট ঈশ্বরীপুর, শ্যামনগর সাতক্ষীরা।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আবুল হোসেন** সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ৮ নং ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী তুলসী রানী মুন্ডা ২৭-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব আবুল হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৮ নং ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ইউনিয়ন পরিষদ থেকে অর্থ বা ফি বিহীন যে সকল সেবা জনগণকে দেয়া হয়, সেই সেবাসমূহের নামের তালিকা।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ ছামেদ আলী, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ৮ নং ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৯-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ সাইজ উদ্দিন ও প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির থাকায় ২০-১০-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়েই গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার কোন অভিযোগ নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রেরিত লিখিত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হাফিজ
পিতা-মোহাম্মদ হাফিজ
গ্রাম-চান্দসার, ডাকঘর-জিয়াপুর
বুড়িচং, কুমিল্লা।

প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বুড়িচং, কুমিল্লা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হাফিজ ১২-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **১ লা জানুয়ারী ২০১৪ হতে ৩১ মে ২০১৪ ইং পর্যন্ত কাবিটা, কাবিখা, টিআর, জিআর ও এলজিএসপি প্রকল্পের নামে বাস্তবায়িত বুড়িচং উপজেলায় প্রতিটি প্রকল্পের নাম, প্রকল্প ওয়ারি প্রাক্কলিক মূল্যসহ কমিটির তালিকা।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৫-০৭-২০১৪ তারিখে কুমিল্লা জেলার জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৯-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হাফিজ ও প্রতিপক্ষ কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব জনাব পবিত্র চন্দ্র মন্ডল হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব পবিত্র চন্দ্র মন্ডল তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি বর্তমানে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বুড়িচং উপজেলায় দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। তথ্য প্রস্তুত করে মৌখিকভাবে টাকা জমা দেয়ার কথা বললে অভিযোগকারী তথ্য মূল্য জমা প্রদান পূর্বক তথ্য সংগ্রহ না করায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার উপজেলা বাস্তবায়ন প্রকল্প কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলে, তিনি বর্তমানে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহে সহযোগিতা করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়ায় যথাসময়ে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। যেহেতু, তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেহেতু, কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা সমীচীন হবে। প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক বর্তমানে কর্মরত কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৫-১০-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ রাসেল ঢালী
পিতা-ইউনুছ ঢালী
গ্রাম-চন্দনধূল, পোষ্ট-ইছাপুর
উপজেলা-সিরাজদিখান
জেলা-মুন্সীগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়
ঢাকা বিভাগ, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ রাসেল ঢালী ০৬-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **গত ১৫-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে যে ১৫ জন প্রার্থীকে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক পদে মুন্সীগঞ্জ জেলঅর বিভিন্ন ইউনিয়ন ভিত্তিক চূড়ান্তভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে এতিমখানার নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধি কোটায় উক্ত কোটাধারী কোন প্রর্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে কি? উক্ত কোটায় কোটাধারী কোন প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হলে তা কত জন? তাদের রোল ও প্রতিবন্ধি হলে, তা কি ধরনের?**

২. **তথ্য অধিকার আইনে তথ্য পাওয়া, স্মারক নং-জেপপ/মুন/১৪/১২০ তারিখ-২৪-০৩-২০১৪ খ্রিঃ এবং সূত্রঃ ক) পপঅ/প্রশা-১/নিয়োগ-২১১/২০১৩/৭২৫ তাং-২০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ, খ) ৮(নব নিয়োগ)-২১/২০১৩/১৮০(৫) তাং-২৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তে উল্লেখিত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীতে নিয়োগ প্রাপ্ত সর্বমোট ৩৮৭০ টি প্রদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক পদে মোট কত জন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে?**

৩. **নিয়োগ প্রাপ্ত সর্বমোট ৩৮৭০ টি পদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক পদে এতিমখানার নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধি কোটায় মোট কতজন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে?**

৪. **নিয়োগ প্রাপ্ত সর্বমোট ৩৮৭০ টি পদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক পদে পৃথকভাবে এতিমখানার নিবাসী কোটায় কতজন এবং শারীরিক প্রতিবন্ধি কোটায় কতজন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে?**

৫. **নিয়োগ প্রাপ্ত সর্বমোট ৩৮৭০ টি পদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকরী (মহিলা) ও আয়া (মহিলা) পদে মোট কতজন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এবং উক্ত ৩টি পদে এতিমখানার নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধি কোটায় কতজন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।**

৬. **জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় মুন্সীগঞ্জের পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক পদে ২৪০০০৪৭ রোল নম্বর হিসেবে ২১-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত আমার লিখিত পরীক্ষার নম্বর কত?**

৭. **জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় মন্সীগঞ্জের পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক পদে ১৫-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে যে ১৫ প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে তাদেও রোল নম্বর- ২৪০০০১৬, ২৪০০০১৭, ২৪০০০১৮, ২৪০০০৩০, ২৪০০০৩২,২৪০০০৪৫, ২৪০০০৭০, ২৪০০০৯৪, ২৪০০০৯৫, ২৪০০০৯৬, ২৪০০১১২, ২৪০০১২৪, ২৪০০১৩২, ২৪০০১৩৯, ২৪০০২১৪ অনুযায়ী তাদেও লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর কত?**

৮. **নিয়োগ প্রাপ্ত সর্বমোট ৩৮৭০ টি পদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক পদে ১০% হারে এতিমখানার নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধি কোটা পুরন করা হয়েছে কি? উক্ত কোটা পূরন করা না হলে কেন পুরন করা হয়নি, তার কারণ জানার জন্য মহোদয়ের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২০-০৮-২০১৪ তারিখে মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ রাসেল ঢালী ও প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে মুন্সিগঞ্জের উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) গাজী মোঃ মীর মোস্তফা কামাল হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। অভিযোগকারী একজন প্রতিবন্ধী তার পক্ষে বারবার কমিশনে হাজির হওয়া সম্ভব নয় বিধায় বিশেষ বিবেচনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে উপস্থিত মুন্সিগঞ্জের উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) এর শুনানী গ্রহণ করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে মুন্সিগঞ্জের উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশনায় তিনি কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়েছেন। যে নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছিল সে কমিটির তিনি সদস্য সচিব। নিয়োগ পরীক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম অধিদপ্তর করে থাকে। অধিদপ্তর পরীক্ষার প্রশ্ন প্রস্তুত করে, তারা শুধু পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করেন এবং লিখিত পরীক্ষার ফলাফল অধিদপ্তরে পাঠিয়ে দেন। অধিদপ্তরের নির্দেশক্রমে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল অধিদপ্তরে পাঠিয়ে দেন। নিয়োগপত্র বিভাগীয় কার্যালয় হতে ইস্যু করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং পরিচালক (প্রশাসন) তথ্য প্রদানে সহায়তা করতে পারবেন মর্মে তিনি জানান।

০৬। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করে পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ কর্তৃক অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এর নিকট রয়েছে এবং সে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, আজিমপুর, ঢাকা-কে সে তথ্য অভিযোগকারী বরাবর সরবরাহের নির্দেশনা প্রদান সমীচীন হবে বলে কমিশন মনে করে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন)-কে পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, আজিমপুর, ঢাকা বরাবর অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রেরণের জন্য এবং শুনানীতে উপস্থিত মুন্সিগঞ্জ জেলার উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৬-১০-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম
পিতা-মৃত ডক্টর মোঃ আমিরুল ইসলাম
বাড়ি-৬৯, তেজকুনিপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব খান মোশারফ হোসেইন
জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা
ঢাকা-১২২৯।

সিদ্ধান্তপত্র।
(তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম ০৩-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব খান মোশারফ হোসেইন, জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের চিঠি সূত্রঃ ঢাকপিআর/তথ্য-২০০৯/০৩/২০১৪/১৫১০ তারিখ ০৬ জুন ২০১৪ অনুযায়ীঃ

জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম, পি-৩১৪০০, প্রাক্তন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার

ক) অবসর গ্রহণের তারিখ ২২-০৫-২০১১ এর পূর্বের ১২ মাসে প্রাপ্ত মূল বেতনের গড় টাকা ৩,৬৬,০৮৫.০০
খ) সর্বমোট চাকুরীর মেয়াদকাল-৩১ বছর ০৬ মাস ২৩ দিন
গ) বছরে ৩ মাস হারে প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির হিসাব ৪৬,২৯৫.৫৫ x ৩২ x ০৩ = টাকা ৪৪,৪৪,৩৭২.৮০

"উল্লেখ্য, প্রশাসনিক আদেশ নম্বর ০২/২০০৯ এবং বিমান ও FENA এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী ৩১ আগষ্ট ২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আহরিত গড় মূল বেতন অনুযায়ী জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম, পি-৩১৪০০ এর মূল বেতন ৪৬,২৯৫.৫৫ টাকা নির্ধারণ করতঃ জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার এর চূড়ান্ত হিসাব নিস্পত্তি করা হয়েছে।"
আমি বিমানের একজন ভূতপূর্ব কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী উপরোক্ত চিঠির উদ্ধৃত শেষ অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গক্রমে তথ্য পেতে চাই-
প্রশাসনিক আদেশ নম্বর ০২/২০০৯ এবং বিমান ও FENA এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU এর সুনির্দিষ্টভাবে কোন অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদসমূহের সুনির্দিষ্টভাবে কোন বাক্য বা বাক্যসমূহে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে "৩১ আগষ্ট ২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আহরিত গড় মূল বেতন অনুযায়ী জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম, পি-৩১৪০০ এর মূল বেতন ৪৬,২৯৫.৫৫ টাকা নির্ধারণ করতঃ জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার এর চূড়ান্ত হিসাব নিস্পত্তি করা হয়েছে।"

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৮-২০১৪ তারিখে এ এম মোসাদ্দিক আহম্মেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম ও প্রতিপক্ষ জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আতাউর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে তার যাচিত কিছু তথ্য পেয়েছেন তবে তা সঠিক নয় মর্মে উল্লেখ করেন। তার চাকুরীকালীন সর্বশেষ বেতনের গড় বেতনের হিসেব অনুযায়ী গ্রাচুইটি হিসাব করা উচিৎ ছিল। কিন্তু ৩১ আগষ্ট, ২০০৮ সালের আহরিত গড় মূল বেতন অনুযায়ী গ্রাচুইটি হিসাব করা হয়েছে।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আতাউর রহমান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। গ্রাচুইটির টাকার পরিমাণ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর প্রশাসনিক আদেশ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক আদেশ নম্বর ০২/২০০৯ এবং বিমান ও FENA এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী ৩১ আগষ্ট, ২০০৮ খৃঃ তারিখে আহরিত গড় মূল বেতন অনুযায়ী জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম, পি-৩১৪০০ এর মূল বেতন ৪৬,২৯৫.৫৫ টাকা নির্ধারণ করতঃ জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার এর চূড়ান্ত হিসাব নিস্পত্তি করা হয়েছে। এই তথ্যই তাদের সর্বশেষ তথ্য এছাড়া তাদের কাছে প্রদানযোগ্য আর কোন তথ্য নেই।

০৬। অভিযোগকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্য তাদের সর্বশেষ তথ্য হওয়ায় এবং কোন গড় বেতনের হিসাব অনুযায়ী তাদের মোট গ্রাচুইটি নির্ধারিত হবে তা তথ্য কমিশনের আওতা বহির্ভূত হওয়ায় এ বিষয়ে তথ্য কমিশনের আর করণীয় কিছু নেই মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং সে তথ্য তাদের সর্বশেষ তথ্য, এতদব্যতীত আর কোন তথ্য নেই। অভিযোগকারীর প্রার্থীত দাবীর বিষয়ে আর্থিক ও আইনগত জটিলতা তথ্য কমিশনের আওতা বহির্ভূত হওয়ায় এবং তাদের প্রদানকৃত তথ্য সর্বশেষ তথ্য হওয়ায় এ বিষয়ে তথ্য কমিশনের করনীয় কিছু নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিতভাবে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, বাংলাদেশ বিমান অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে তথ্য দিয়েছেন তা সর্বশেষ প্রদানযোগ্য তথ্য, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব খোরশেদ আহমেদ
পিতা-মৃত ডা: ময়েজ উদ্দিন আহমেদ
বাড়ি-৬, রোড-৭
বারিধারা ডিপ্লোম্যাটিক জোন
ঢাকা-১২১২।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব খান মোশারফ হোসেইন
জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা
ঢাকা-১২২৯।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব খোরশেদ আহমেদ ০৩-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব খান মোশারফ হোসেইন, জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের চিঠি সূত্র: ঢাকপিআর/তথ্য-২০০৯/০৩/২০১৪/১৫১১ তারিখ ০৬ জুন ২০১৪ অনুযায়ী:

জনাব খোরশেদ আহমেদ, পি-৩১৪৩৫, প্রাক্তন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার

ক) অবসর গ্রহণের তারিখ ২২-০৩-২০১০ এর পূর্বের ১২ মাসে প্রাপ্ত মূল বেতনের গড়-টাকা ৩,৫৮,৮৫৫.৮৩
খ) সর্বমোট চাকুরীর মেয়াদকাল -২৯ বছর ০২ দিন
গ) বছরে ৩ মাস হারে প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির হিসাব ৪৬,২৯৪.০০ x ২৯ x ০৩ = টাকা ৪০,২৭,৫৭৮.০০

"উল্লেখ্য, প্রশাসনিক আদেশ নম্বর ০২/২০০৯ এবং বিমান ও FENA এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী ৩১ আগষ্ট ২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আহরিত গড় মূল বেতন অনুযায়ী জনাব খোরশেদ আহমেদ, পি-৩১৪৩৫ এর মূল বেতন ৪৬,২৯৪ টাকা নির্ধারণ করত: জনাব খোরশেদ আহমেদ, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার এর চূড়ান্ত হিসাব নিস্পত্তি করা হয়েছে।"
আমি বিমানের একজন ভূতপূর্ব কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী উপরোক্ত চিঠির উদ্ধৃত শেষ অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গক্রমে তথ্য পেতে চাই-

প্রশাসনিক আদেশ নম্বর ০২/২০০৯ এবং বিমান ও FENA এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU এর সুনির্দিষ্টভাবে কোন অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদসমূহের সুনির্দিষ্টভাবে কোন বাক্য বা বাক্যসমূহে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে "৩১ আগষ্ট ২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আহরিত গড় মূল বেতন অনুযায়ী জনাব খোরশেদ আহমেদ, পি-৩১৪৩৫ এর মূল বেতন ৪৬,২৯৪ টাকা নির্ধারণ করত: জনাব খোরশেদ আহমেদ, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার এর চূড়ান্ত হিসাব নিস্পত্তি করা হয়েছে।"

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৮-২০১৪ তারিখে এ এম মোসাদ্দিক আহম্মেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব খোরশেদ আহমেদ ও প্রতিপক্ষ জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আতাউর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে তার যাচিত কিছু তথ্য পেয়েছেন তবে তা সঠিক নয় মর্মে উল্লেখ করেন। তার চাকুরীকালীন সর্বশেষ বেতনের গড় বেতনের হিসেব অনুযায়ী গ্রাচুইটি হিসাব করা উচিৎ ছিল। কিন্তু ৩১ আগষ্ট, ২০০৮ সালের আহরিত গড় মূল বেতন অনুযায়ী গ্রাচুইটি হিসাব করা হয়েছে।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আতাউর রহমান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। গ্রাচুইটির টাকার পরিমাণ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর প্রশাসনিক আদেশ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক আদেশ নম্বর ০২/২০০৯ এবং বিমান ও FENA এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী ৩১ আগষ্ট, ২০০৮ খৃঃ তারিখে আহরিত গড় মূল বেতন অনুযায়ী জনাব খোরশেদ আহমেদ, পি-৩১৪৩৫ এর মূল বেতন ৪৬,২৯৪ টাকা নির্ধারণ করতঃ জনাব খোরশেদ আহমেদ, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার এর চূড়ান্ত হিসাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এই তথ্যই তাদের সর্বশেষ তথ্য এছাড়া তাদের কাছে প্রদানযোগ্য আর কোন তথ্য নেই।

০৬। অভিযোগকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্য তাদের সর্বশেষ তথ্য হওয়ায় এবং কোন গড় বেতনের হিসাব অনুযায়ী তাদের মোট গ্রাচুইটি নির্ধারিত হবে তা তথ্য কমিশনের আওতা বহির্ভূত হওয়ায় এ বিষয়ে তথ্য কমিশনের আর করণীয় কিছু নেই মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং সে তথ্য তাদের সর্বশেষ তথ্য, এতদব্যতীত আর কোন তথ্য নেই। অভিযোগকারীর প্রার্থীত দাবীর বিষয়ে আর্থিক ও আইনগত জটিলতা তথ্য কমিশনের আওতা বহির্ভূত হওয়ায় এবং তাদের প্রদানকৃত তথ্য সর্বশেষ তথ্য হওয়ায় এ বিষয়ে তথ্য কমিশনের করনীয় কিছু নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিতভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, বাংলাদেশ বিমান অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে তথ্য দিয়েছেন তা সর্বশেষ প্রদানযোগ্য তথ্য, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব খোরশেদ আহমেদ
পিতা-মৃত ডা: ময়েজ উদ্দিন আহমেদ
বাড়ি-৬, রোড-৭
বারিধারা ডিপ্লোম্যাটিক জোন
ঢাকা-১২১২।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব খান মোশারফ হোসেইন
জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা
ঢাকা-১২২৯।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব খোরশেদ আহমেদ ০৩-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব খান মোশারফ হোসেইন, জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

আমি বিমানের একজন ভূতপূর্ব কর্মকর্তা খোরশেদ আহমেদ, পি-৩১৪৩৫, প্রাক্তন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ও বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্য পেতে চাই-

ক) ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে আমার বিমানের প্রাপ্য আয় থেকে কত টাকা ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের আয়কর বাবদ বিমান কেটে রেখেছে; এবং

খ) বিমানের Administrative Order no. 07/2012 date: 22 January 2012-এর প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত "the Income Tax Policy issued by the Government" -এর প্রসঙ্গক্রমে সুনির্দিষ্ট কোন্ তারিখের কোন্ আয়কর নীতির কোন্ ধারার ক্ষমতাবলে আমার বিমানের প্রাপ্য আয় থেকে আয়কর বাবদ বিমান এই টাকা কেটে রেখেছে।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৮-২০১৪ তারিখে এ এম মোসাদ্দিক আহম্মেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব খোরশেদ আহমেদ ও প্রতিপক্ষ জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আতাউর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আতাউর রহমান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সরকারের নতুন আয়কর পলিসি এবং বিমানের ২২ জানুয়ারী, ২০১২ এর ০৭/২০১২ আদেশ অনুযায়ী আয়কর কর্তন করা হয়েছে। যাচিত তথ্যের বিষয় সংক্রান্ত ৩৮১৩/২০১৪ নং রীট পিটিশন মামলা মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন থাকায় অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান সম্ভব হয়নি।

০৬। তথ্য প্রদানের বিষয়ে মাননীয় আদালতের নিষেধাজ্ঞা না থাকায় এবং কোন আয়কর নীতির কোন ধারার বিধান অনুযায়ী কত টাকা আয়কর বাবদ কেটে রাখা হয়েছে সে তথ্য জানার অধিকার অভিযোগকারীর রয়েছে। ফলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রার্থীত তথ্য প্রদানযোগ্য মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদানে মাননীয় আদালতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে কোন বাধা নেই। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২০-১০-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম
পিতা-মৃত ডক্টর মোঃ আমিরুল ইসলাম
বাড়ি-৬৯, তেজকুনিপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব খান মোশারফ হোসেইন
জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা
ঢাকা-১২২৯।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম ০৩-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব খান মোশারফ হোসেইন, জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

আমি বিমানের একজন ভূতপূর্ব কর্মকর্তা এম. ফয়জুল ইসলাম, পি-৩১৪০০, প্রাক্তন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ও বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নিম্মলিখিত তথ্য পেতে চাই-

ক) ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে আমার বিমানের প্রাপ্য আয় থেকে কত টাকা ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের আয়কর বাবদ বিমান কেটে রেখেছে; এবং

খ) বিমানের Administrative Order no. 07/2012 date: 22 January 2012-এর প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত "the Income Tax Policy issued by the Government" -এর প্রসঙ্গক্রমে সুনির্দিষ্ট কোন্ তারিখের কোন্ আয়কর নীতির কোন্ ধারার ক্ষমতাবলে আমার বিমানের প্রাপ্য আয় থেকে আয়কর বাবদ বিমান এই টাকা কেটে রেখেছে।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৮-২০১৪ তারিখে এ এম মোসাদ্দিক আহম্মেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব খোরশেদ আহমেদ ও প্রতিপক্ষ জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আতাউর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাববরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আতাউর রহমান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সরকারের নতুন আয়কর পলিসি এবং বিমানের ২২ জানুয়ারী, ২০১২ এর ০৭/২০১২ আদেশ অনুযায়ী আয়কর কর্তন করা হয়েছে। যাচিত তথ্যের বিষয় সংক্রান্ত ৩৮১৩/২০১৪ নং রীট পিটিশন মামলা মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন থাকায় অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান সম্ভব হয়নি।

০৬। তথ্য প্রদানের বিষয়ে মাননীয় আদালতের নিষেধাজ্ঞা না থাকায় এবং কোন আয়কর নীতির কোন ধারার বিধান অনুযায়ী কত টাকা আয়কর বাবদ কেটে রাখা হয়েছে সে তথ্য জানার অধিকার অভিযোগকারীর রয়েছে। ফলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রার্থীত তথ্য প্রদানযোগ্য মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদানে মাননীয় আদালতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে কোন বাধা নেই। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২০-১০-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	(নেপাল চন্দ্র সরকার)	(মোহাম্মদ ফারুক)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ঠাকুর দাস মালো
পিতা-বৈদ্যনাথ মালো
সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
কলাবাগান থানা
ডিএমপি, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নেয়ামত উল্লাহ
পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ঠাকুর দাস মালো ০৩-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ডায়না ইসলাম সিমা, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

৩) **২৮-তম বিসিএস -এ কতটি সাধারণ ক্যাডার পদ ছিল?**
৪) **সে অনুযায়ী আদিবাসী/উপজাতি কোটায় কতটি পদ ছিল?**
৫) **কতজনকে উপজাতি এবং সাধারণ হিসাবে ক্যাডার পদে সুপারিশ করা হয়েছে?**
৬) **লিখিত ও ভাইভা পরীক্ষায় চুড়ান্তভাবে আদিবাসী /উপজাতি প্রার্থী উত্তীর্ন হয়েছে কতজন?**
৭) **উপজাতি প্রার্থী হিসাবে লিখিত ও ভাইভা ফলাফলে আমার অবস্থান কততম?**
৮) **আমার আগে কতজনকে উপজাতি, মেধা ও অন্যান্য কোটায় ক্যাডার পদে সুপারিশ করা হয়েছে?**
৯) **মুক্তিযোদ্ধা, উপজাতি, মহিলা ইত্যাদি কোটায় কতটি ক্যাডার পদ শূণ্য ছিল?**
[পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মহোদয়ের নিকট তথ্যগুলো আছে।]

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০৭-২০১৪ তারিখে সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর ০৬-০৮-২০১৪ তারিখে বাসককস/প্রশা/জনসংযোগ/তথ্য প্রেরণ-০১/২০১০ (অংশ-১)-১৪১ নং স্মারকে জনাব মোঃ নেয়ামত উল্যাহ্, পরিচালক (ক্যাডার) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্য অসম্পূর্ন ও বিভ্রান্তিকর উল্লেখ করে অভিযোগকারী ১১-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। ২৯-০৯-২০১৪ তারিখে অভিযোগকারী জনাব ঠাকুর দাস মালো সময়ের আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২০-১০-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ঠাকুর দাস মালো ও প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (ক্যাডার) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আটিআই) জনাব নেয়ামত উল্লাহ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ০৭ (সাত) টি তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে

আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর ০৬-০৮-২০১৪ তারিখে বাসককস/প্রশা/জনসংযোগ/তথ্য প্রেরণ-০১/২০১০ (অংশ-১)-১৪১ নং স্মারকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেন। প্রার্থীত ০৭ (সাত) টি তথ্যের মধ্যে সরবরাহকৃত ০৫ (পাঁচ) টি তথ্যের বিষয়ে কোন আপত্তি নেই তবে ৫ ও ৬ নং তথ্যের বিষয়ে অপ্রকাশযোগ্য তথ্য বলে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা অসম্পূর্ন ও বিভ্রান্তিকর। এ বিষয়ে তিনি প্রতিকার চেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নেয়ামত উল্যাহ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী যে দু'টি তথ্যের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন সে বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা যথাযথ বলে আমি মনে করি , কারণ অভিযোগকারী ২৮ তম বিসিএস এর BPSC FROM -1 এবং মূল আবেদনপত্রে "প্রার্থী উপজাতী কি না" এমন প্রশ্নের উত্তরে "না" উল্লেখ করেছেন। ২০-০৬-২০১০ তারিখে অভিযোগকারী নিজেকে উপজাতি দাবি করে সনদসহ একটি আবেদনপত্র কর্ম কমিশনে দাখিল করেন, কিন্তু তদ্‌পূর্বেই মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ০৩-০৬-২০১০ তারিখে ২৮ তম বিসিএস এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে ২০-০৭-২০১০ তারিখে ২৮ তম বিসিএস এ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন কিন্তু ক্যাডার পদে অসুপারিশকৃত প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে আবেদনের জন্য বলা হলে তিনি প্রার্থী হিসেবে উপজাতি সনদসহ আবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে উপজাতি কোটায় নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর পদ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হলেও তিনি যোগদান করেননি।

০৭। প্রতিপক্ষের জবাবের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী জানান যে, BPSC FROM -1 এবং মূল আবেদনপত্রে "প্রার্থী উপজাতী কি না" এমন প্রশ্নের উত্তরে "না" উল্লেখ করেছেন, কারণ তখন দাখিল করার জন্য উপজাতি হিসেবে তিনি সনদপ্রাপ্ত হননি। পরবর্তীতে মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে উপজাতি হিসেবে তিনি সনদ জমা প্রদান করেছেন। ২০-০৬-২০১০ তারিখে পুনরায় উপজাতি হিসেবে গণ্য করার জন্য আবেদন করেন, কিন্তু উপজাতি হিসেবে ক্যাডার পদে তাকে পদায়ন করা হয়নি।

০৮। "মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে উপজাতি সনদ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কার্যালয়ে দাখিল করেছেন এমন প্রমান আপনার কাছে সংরক্ষিত আছে কি?" কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী শুনানীকালে যথাযথ প্রমান দাখিলে ব্যর্থ হন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক দেখা যায় যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তার উপজাতি সনদ বিপিএসসিতে দাখিল করেছেন দাবী করলেও এ সংক্রান্ত কোন প্রমানপত্র দাখিলে ব্যর্থ হয়েছেন। ২৮ তম বিসিএস এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয় ০৩-০৬-২০১০ তারিখে, পরবর্তীতে ২০-০৬-২০১০ তারিখে তিনি বিপিএসসিতে যে উপজাতি সনদ দাখিল করেন তা নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিসিএস এর মূল আবেদন অর্থাৎ BPSC FROM-1 -এ "প্রার্থী উপজাতী কি না?" এর উত্তরে তিনি "না" লিখেছেন। যাবতীয় প্রমানপত্র দৃষ্টে বিপিএসসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্য সঠিক এবং অভিযোগটি খারিজযোগ্য মম্যে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি)
বাসা-৪/১০, হুমায়ুন রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ পরিচালক
আবাসন পরিদপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।
(তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি) ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে পরিচালক, আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করার কারণে ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি এ বিষয়ে আইনগত প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি) হাজির কিন্তু প্রতিপক্ষ পরিচালক, আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করার কারণে তথ্য প্রাপ্তিতে হয়রনির শিকার হচ্ছেন বিধায় এ অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি এ বিষয়ে আইনগত প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন।

০৪। ৬০ দিনের মধ্যে সকল ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়ার জন্য পরিচালক, আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে নির্দেশনা প্রদান করা সমীচীন হবে মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, আবাসন পরিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হয়নি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সকল ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত

কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়ার জন্য পরিচালক, আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে নির্দেশনা প্রদান করা যথাযথ হবে মর্মে কমিশন মনে করে।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে ২৬-১০-২০১৪ তারিখের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দিয়ে নিয়োগের কপি প্রদানের জন্য পরিচালক, আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব এ এস এম আলমগীর
এ কে এম শাহজাহান
পুরাতুন বাজার
উপজেলা-বিরামপুর
জেলা-দিনাজপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ ডা: সামছুর রহমান
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব এ এস এম আলমগীর ০৬-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ডা: সামছুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঘোড়াঘাট বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১। ঘোড়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের গত দুই বছরে কোন খাতে কত টাকা আয় হয়েছে এবং কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে আয় ব্যয় হিসাবের পুর্ণাঙ্গ বিবরণসহ সকল ভাউচারের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফটোকপি। আবাসিক ভবনে কোন কর্মকর্তা কর্মচারি থাকেন কিনা? থাকলে তাদের নাম ও পদবি ও মুঠো ফোন নাম্বার। তাদের কাছ থেকে কি ভিত্তিতে কত টাকা করে আদায় করা হয়।

২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ও আবাসিক ভবনের গত দুই বছরের মাস ওয়ারি বিদ্যুৎ বিলের পরিমান। পরিশোধিত বিলের ফটোকপি। ঘোড়াঘাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, চিকিৎসক ও কর্মচারিসহ কর্মরত সকলের নাম, পদবি ও মুঠোফোন নং।

৩। ঘোড়াঘাট উপজেলায় সম্প্রতি হাম-রুবেলা টিকা দান কর্মসূচীতে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কর্মসূচী, কর্মকান্ড পরিচালনার পূর্ণ বিবরণ। কোথায় কোথায় কি কি কর্মকান্ড, কর্মসূচী পালন করা হযেছে তার বিবরণ। হাম-রুবেলা টিকা দান কর্মসূচীতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিটি কর্মসূচীতে পৃথক পৃথক বরাদ্দের পরিমান, বরাদ্দ ব্যয়ের নীতিমালা এবং বরাদ্দ ব্যয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ভাউচারের সকল ফটোকপি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০৭-২০১৪ তারিখে সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সিভিল সার্জনের কার্যালয়, দিনাজপুর বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৪-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব এ এস এম আলমগীর গরহাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ ডা: সামছুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

০৫। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার কোন অভিযোগ নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি নিষ্পত্তির অনুরোধ করেছেন।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান
পিতা-মরহুম আলহাজ্ব এম এ ফাত্তাহ
এ/১, পল্টন বিলাস
৭২, পুরান পল্টন
ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ রিক্তা দত্ত
উপ-নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সমবায় অধিদপ্তর
সমবায় ভবন, এফ ১০/এ-বি, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-১১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান তার দাখিলকৃত ৪০/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রিক্তা দত্ত এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৪০/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ২৮-০৮-২০১৪ তারিখে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা অসম্পূর্ন। পুর্ণাঙ্গ তথ্য পেতে তিনি পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৪-১১-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান ও প্রতিপক্ষ সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রিক্তা দত্ত হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সর্বশেষ ৪০/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাকে তার প্রার্থীত ০৯ টি তথ্যের মধ্যে ০১ টি অডিট রির্পোট এর তথ্য সরবরাহ করেছেন। পুর্ণাঙ্গ তথ্য পেতে তিনি পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

০৫। প্রতিপক্ষ সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রিক্তা দত্ত তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সরবরাহকৃত অডিট রির্পোটে অভিযোগকারীর সকল তথ্য রয়েছে। অভিযোগকারী সরবরাহকৃত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় আজ পুনরায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত সকল তথ্য নিয়ে এসেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর সকল তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৬। শুনানীকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের জবাব কমিশনে উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে তথ্য তাকে সরবরাহের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে তাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রত্যয়ন নেই। কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪ অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রত্যয়নপূর্বক অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়টি উল্লেখ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীকে পূর্বে অডিট রির্পোট এর তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পুনরায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য নিয়ে এসেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর সকল তথ্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে যথাযথ প্রত্যয়নসহ অনতিবিলম্বে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ ফুলি মন্ডল
পিতা-অমাল মন্ডল
গ্রাম+পোঃ-ফিংড়ি
থানা+জেলা-সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সদর উপজেলা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী ফুলি মন্ডল ২৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্দকৃত ভ্যান ও শিক্ষা উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসি বাগদীদের সরকারী ভাবে স্থানীয় কোন এনজিও সদস্য হওয়ার নিয়ম আছে কিনা তার তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব নাজমুল আহসান, জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ফুলি মন্ডল গরহাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) [বর্তমানে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার] জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হন সে মোতাবেক যথাসময়ে তথ্য প্রস্তুত করা হয় কিন্তু আবেদনকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য শ্রবণান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর কোন তথ্যের প্রয়োজন নেই বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

যেহেতু, অভিযোগকারী অদ্য শুনানীতে গরহাজির এবং তার কোন তথ্যের প্রয়োজন নেই, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জয়ন্তী রানী	**প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার**
পিতা-সন্তোষ গাইন	ও
কোমরপুর, পোঃ-ভালুকা চাঁদপুর	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
থানা+জেলা-সাতক্ষীরা।	সদর উপজেলা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জয়ন্তী রানী ২৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠির শিক্ষার্থীদের পড়া লেখার জন্য সদর উপজেলার ধুলিহর ইউনিয়নে কতজন শিক্ষার্থীকে কি পরিমাণ শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, তার তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব নাজমুল আহসান, জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জয়ন্তী রানী ও প্রতিপক্ষ সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) [বর্তমানে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার] জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে তিনি বদলি হয়ে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায় দায়িত্ব পালন করছেন। তার নামে সমনজারী হওয়ায় কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়েছেন। তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হন। তদনুযায়ী যথাসময়ে তথ্য প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু আবেদনকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সমন প্রাপ্তির পর অভিযোগকারীর সাথে পুনরায় যোগাযোগ করা হলে ১৩-১০-২০১৪ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অভিযোগকারী তার কার্যালয়ে উপস্থিত হন এবং তার চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিসে যোগাযোগ করলে একটি তালিকার উপর তার কাছ থেকে স্বাক্ষর নেয়া হয়। কিন্তু তাকে কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

০৭। অভিযোগকারীর নিকট হতে স্বাক্ষর গ্রহণ করার পরও কেন তাকে তথ্য দেয়া হয়নি কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান তিনি স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক তথ্য প্রদানের জন্য তার কার্যালয়ের কর্মচারীদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

যথাযথভাবে তথ্য প্রদান করা হয়েছে মর্মে তাকে জানানো হয় এবং তথ্য প্রদানের সময় অভিযোগকারীদের ছবি উঠানো হয়। এরপরও তারা তথ্য পায়নি মর্মে কমিশনকে অবহিত করার বিষয়টি তার বোধগম্য নয়।

০৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী জানান যে, শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বিয়ারার চেকে দেয়া হয়। এ টাকা উঠানোর জন্য চেক জনৈক মোখলেছ ও মদন মন্ডল -কে দেয়া হয়। কিন্তু তারা টাকা উত্তোলন করে তা পরিশোধ করেননি। তাকে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ না করে উক্ত তালিকার উপর স্বাক্ষর নেয়া হয়। উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের জন্য একটি চক্র কাজ করে।

০৯। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলসহ তথ্য সরবরাহের বিষয়টি কমিশন উল্লেখ করলে উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হননি। বরং ১২ জনের নাম সম্বলিত একটি তালিকায় তার স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪ অনুযায়ী তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রত্যয়নপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সীল দিয়ে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি এটি দাখিলকৃত কাগজপত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয়েছে। উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় কর্মরত বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীকে প্রার্থীত সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। অন্যদিকে তথ্য কমিশন শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সঠিকভাবে বিতরণ না হওয়া সম্বলিত অভিযোগ তদন্ত করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে এবং বিষয়টি বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে তদন্ত করানোর নির্দেশনা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অত্র আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য যথাযথ প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলমোহরসহ সরবরাহ করার জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সঠিকভাবে বিতরণ না হওয়া সম্বলিত অভিযোগ-অনুচ্ছেদ নং ৮ এর বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন কমিশন বরাবর প্রেরণের জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশ দেয়া হলো ।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ভোলা মন্ডল পিতা-নিতাই মন্ডল কোমরপুর, পোঃ-ভালুকা চাঁদপুর থানা+জেলা-সাতক্ষীরা।	**প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার** ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সদর উপজেলা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ভোলা মন্ডল ২৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য সদর উপজেলার ধুলিহর ইউনিয়নে কতটি পায়ে চালিত ভ্যান কাদের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে তার নামের তালিকা এবং ভ্যান বিতরনের নীতিমালার কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব নাজমুল আহসান, জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ভোলা মন্ডল ও প্রতিপক্ষ সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) [বর্তমানে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার] জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে তিনি বদলি হয়ে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায় দায়িত্ব পালন করছেন। তার নামে সমনজারী হওয়ায় কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়েছেন। তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হন, সে মোতাবেক যথাসময়ে তথ্য প্রস্তুত করা হয় কিন্তু আবেদনকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সমন প্রাপ্তির পর অভিযোগকারীর সাথে পুনরায় যোগাযোগ করা হলে ১৩-১০-২০১৪ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অভিযোগকারী তার কার্যালয়ে উপস্থিত হোন এবং তার চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিসে যোগাযোগ করলে তার কাছ থেকে ১ টি তালিকার উপর স্বাক্ষর নেয়া হয়। কিন্তু তাকে কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

০৭। অভিযোগকারীর নিকট হতে স্বাক্ষর গ্রহণ করার পরও কেন তাকে তথ্য দেয়া হয়নি কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান তিনি স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক তথ্য প্রদানের জন্য তার কার্যালয়ের কর্মচারীদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যথাযথভাবে তথ্য প্রদান করা হয়েছে মর্মে তাকে জানানো হয় এবং তথ্য প্রদানের সময় অভিযোগকারীদের ছবি উঠানো হয় এরপরও তারা তথ্য পায়নি মর্মে কমিশনকে অবহিত করার বিষয়টি তার বোধগম্য নয়।

০৮। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য মূল্য গ্রহণপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলসহ তথ্য সরবরাহের বিষয়টি কমিশন উল্লেখ করলে উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হননি। ভ্যান সরবরাহ বিষয়ক তালিকার উপর তার স্বাক্ষর নেয়া হলেও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪ অনুযায়ী প্রতি পৃষ্ঠায় প্রত্যয়নপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে কোন তথ্য দেয়া হয়নি। উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বর্তমানে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় কর্মরত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে তার প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলসহ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ নমিতা রানী মন্ডল	**প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার**
পিতা-বিন্দা মন্ডল	ও
কোমরপুর, পোঃ-ভালুকা চাঁদপুর	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
থানা+জেলা-সাতক্ষীরা।	সদর উপজেলা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী নমিতা রানী মন্ডল ২৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে ২০১৩-১৪ সালে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য সদর উপজেলার ধুলিহর ইউনিয়নে কতটি পায়ে চালিত ভ্যান কাদের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে তার তালিকা এবং নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব নাজমুল আহসান, জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী নমিতা রানী মন্ডল ও প্রতিপক্ষ সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) [বর্তমানে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার] জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে তিনি বদলি হয়ে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায় দায়িত্ব পালন করছেন। তার নামে সমনজারী হওয়ায় কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়েছেন। তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হন, সে মোতাবেক যথাসময়ে তথ্য প্রস্তুত করা হয় কিন্তু আবেদনকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সমন প্রাপ্তির পর অভিযোগকারীর সাথে পুনরায় যোগাযোগ করা হলে ১৩-১০-২০১৪ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অভিযোগকারী তার কার্যালয়ে উপস্থিত হোন এবং তার চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিসে যোগাযোগ করলে তার কাছ থেকে ১ টি তালিকার উপর স্বাক্ষর নেয়া হয়। কিন্তু তাকে কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

০৭। অভিযোগকারীর নিকট হতে স্বাক্ষর গ্রহণ করার পরও কেন তাকে তথ্য দেয়া হয়নি কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান তিনি স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক তথ্য প্রদানের জন্য তার কার্যালয়ের কর্মচারীদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যথাযথভাবে তথ্য প্রদান করা হয়েছে মর্মে তাকে জানানো হয় এবং তথ্য প্রদানের সময় অভিযোগকারীদের ছবি উঠানো হয় এরপরও তারা তথ্য পায়নি মর্মে কমিশনকে অবহিত করার বিষয়টি তার বোধগম্য নয়।

০৮। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য মূল্য গ্রহণপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলসহ তথ্য সরবরাহের বিষয়টি কমিশন উল্লেখ করলে উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হননি। ভ্যান সরবরাহ বিষয়ক তালিকার উপর তার স্বাক্ষর নেয়া হলেও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪ অনুযায়ী প্রতি পৃষ্ঠায় প্রত্যয়নপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে কোন তথ্য দেয়া হয়নি। উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বর্তমানে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় কর্মরত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে তার প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলসহ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ অনজনা রানী মন্ডল
পিতা-কানাই মন্ডল
গ্রাম+পোঃ-ফিংড়ি
থানা+জেলা-সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সদর উপজেলা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী অনজনা রানী মন্ডল ২৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠির শিক্ষার্থীদের পড়া লেখার জন্য সদর উপজেলার ফিংড়ি ইউনিয়নে কতজন শিক্ষার্থীকে কি পরিমান শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, তার তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব নাজমুল আহসান, জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী অনজনা রানী মন্ডল গরহাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) [বর্তমানে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার] জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হন। তদনুযায়ী সে মোতাবেক যথাসময়ে তথ্য প্রস্তুত করা হয় কিন্তু আবেদনকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। কমিশনের সমন প্রাপ্তির পর যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়ে অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ করা হলে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি কোন তথ্য চেয়ে আবেদন করেননি এবং তার তথ্যের প্রয়োজন নেই মর্মে অঙ্গীকার নামা প্রদান করেন।

০৫। অভিযোগকারীর দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামায় দেখা যায় যে, তিনি ফিংড়ি ইউনিয়নের কতজন ব্যক্তিকে ভ্যান সরবরাহ করা হয়েছে এতদসংক্রান্ত তথ্য চেয়ে অন্য কেউ তার নাম ব্যবহার করে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন। তিনি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি। তার কোন তথ্যের প্রয়োজন নেই।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী ভ্যান সরবরাহ বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি, অন্য কেউ তার নাম ব্যবহার করে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন। কিন্তু বর্তমান অভিযোগটি শিক্ষা বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত। তথাপি অভিযোগকারী অদ্য অনুপস্থিত থাকায় অভিযোগটি খারিজযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী অদ্য শুনানীর তারিখে হাজির হননি, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ শিখা রানী মন্ডল
পিতা-কিশোরী মন্ডল
গ্রাম-কোমরপুর, পোঃ-ভালুকা চাঁদপুর
থানা+জেলা-সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সদর উপজেলা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী শিখা রানী মন্ডল ২৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য সদর উপজেলার ধুলিহর ইউনিয়নে কতটি পায়ে চালিত ভ্যান কাদের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে তার তালিকা এবং নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব নাজমুল আহসান, জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী শিখা রানী মন্ডল ও প্রতিপক্ষ সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) [বর্তমানে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার] জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে তিনি বদলি হয়ে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায় দায়িত্ব পালন করছেন। তার নামে সমনজারী হওয়ায় কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়েছেন। তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হন, সে মোতাবেক যথাসময়ে তথ্য প্রস্তুত করা হয় কিন্তু আবেদনকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সমন প্রাপ্তির পর অভিযোগকারীর সাথে পুনরায় যোগাযোগ করা হলে ১৩-১০-২০১৪ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অভিযোগকারী তার কার্যালয়ে উপস্থিত হোন এবং তার চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিসে যোগাযোগ করলে তার কাছ থেকে ১ টি তালিকার উপর স্বাক্ষর নেয়া হয়। কিন্তু তাকে কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

০৭। অভিযোগকারীর নিকট হতে স্বাক্ষর গ্রহণ করার পরও কেন তাকে তথ্য দেয়া হয়নি কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান তিনি স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক তথ্য প্রদানের জন্য তার কার্যালয়ের কর্মচারীদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যথাযথভাবে তথ্য প্রদান করা হয়েছে মর্মে তাকে জানানো হয় এবং তথ্য প্রদানের সময় অভিযোগকারীদের ছবি উঠানো হয় এরপরও তারা তথ্য পায়নি মর্মে কমিশনকে অবহিত করার বিষয়টি তার বোধগম্য নয়।

০৮। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য মূল্য গ্রহণপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলসহ তথ্য সরবরাহের বিষয়টি কমিশন উল্লেখ করলে উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হননি। ভ্যান সরবরাহ বিষয়ক তালিকার উপর তার স্বাক্ষর নেয়া হলেও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪ অনুযায়ী প্রতি পৃষ্ঠায় প্রত্যয়নপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে কোন তথ্য দেয়া হয়নি। উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বর্তমানে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় কর্মরত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে তার প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলসহ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ অঞ্জলী মন্ডল
পিতা-রিদয় মন্ডল
কোমরপুর, পোঃ-ভালুকা চাঁদপুর
থানা+জেলা-সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সদর উপজেলা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী অঞ্জলী মন্ডল ২৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্দকৃত পায়ে চালিত ভ্যান ও শিক্ষা উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসি বাগদীদের (পাড়ই) সরকারী ভাবে স্থানীয় কোন এন জি ও সমিতির সদস্য হওয়ার নিয়ম আছে কিনা তার তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব নাজমুল আহসান, জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী অঞ্জলী মন্ডল ও প্রতিপক্ষ সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) [বর্তমানে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার] জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে তিনি বদলি হয়ে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায় দায়িত্ব পালন করছেন। তার নামে সমনজারী হওয়ায় কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়েছেন। তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হন। তদনুযায়ী যথাসময়ে তথ্য প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু আবেদনকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সমন প্রাপ্তির পর অভিযোগকারীর সাথে পুনরায় যোগাযোগ করা হলে ১৩-১০-২০১৪ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অভিযোগকারী তার কার্যালয়ে উপস্থিত হন এবং তার চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিসে যোগাযোগ করলে একটি তালিকার উপর তার কাছ থেকে স্বাক্ষর নেয়া হয়। কিন্তু তাকে কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

০৭। অভিযোগকারীর নিকট হতে স্বাক্ষর গ্রহণ করার পরও কেন তাকে তথ্য দেয়া হয়নি কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান তিনি স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক তথ্য প্রদানের জন্য তার কার্যালয়ের কর্মচারীদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

যথাযথভাবে তথ্য প্রদান করা হয়েছে মর্মে তাকে জানানো হয় এবং তথ্য প্রদানের সময় অভিযোগকারীদের ছবি উঠানো হয়। এরপরও তারা তথ্য পায়নি মর্মে কমিশনকে অবহিত করার বিষয়টি তার বোধগম্য নয়।

০৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী জানান যে, শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বিয়ারার চেকে দেয়া হয়। এ টাকা উঠানোর জন্য চেক জনৈক মোখলেছ ও মদন মন্ডল -কে দেয়া হয়। কিন্তু তারা টাকা উত্তোলন করে তা পরিশোধ করেননি। তাকে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ না করে উক্ত তালিকার উপর স্বাক্ষর নেয়া হয়। উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের জন্য একটি চক্র কাজ করে।

০৯। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলসহ তথ্য সরবরাহের বিষয়টি কমিশন উল্লেখ করলে উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হননি। বরং ১২ জনের নাম সম্বলিত একটি তালিকায় তার স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪ অনুযায়ী তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রত্যয়নপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সীল দিয়ে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি এটি দাখিলকৃত কাগজপত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয়েছে। উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় কর্মরত বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীকে প্রার্থীত সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। অন্যদিকে তথ্য কমিশন শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সঠিকভাবে বিতরণ না হওয়া সম্বলিত অভিযোগ তদন্ত করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে এবং বিষয়টি বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে তদন্ত করানোর নির্দেশনা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অত্র আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য যথাযথ প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলমোহরসহ সরবরাহ করার জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সঠিকভাবে বিতরণ না হওয়া সম্বলিত অভিযোগ-অনুচ্ছেদ নং ৮ এর বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন কমিশন বরাবর প্রেরণের জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশ দেয়া হলো ।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ অম্বিকা গোলদার
জং-শংকর গোলদার
কোমরপুর, পোঃ-ভালুকা চাঁদপুর
থানা+জেলা-সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সদর উপজেলা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী অম্বিকা গোলদার ২৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠির শিক্ষার্থীদের লেখা পড়ার জন্য সদর উপজেলার ধুলিহর ইউনিয়নে কতজন শিক্ষার্থীকে কি পরিমান শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব নাজমুল আহসান, জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী অম্বিকা গোলদার অসুস্থ্য থাকায় তার পক্ষে তার স্বামী শংকর গোলদার ও প্রতিপক্ষ সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) [বর্তমানে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার] জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে তিনি বদলি হয়ে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায় দায়িত্ব পালন করছেন। তার নামে সমনজারী হওয়ায় কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়েছেন। তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হন। তদনুযায়ী যথাসময়ে তথ্য প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু আবেদনকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সমন প্রাপ্তির পর অভিযোগকারীর সাথে পুনরায় যোগাযোগ করা হলে ১৩-১০-২০১৪ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অভিযোগকারী তার কার্যালয়ে উপস্থিত হন এবং তার চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিসে যোগাযোগ করলে একটি তালিকার উপর তার কাছ থেকে স্বাক্ষর নেয়া হয়। কিন্তু তাকে কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

০৭। অভিযোগকারীর নিকট হতে স্বাক্ষর গ্রহণ করার পরও কেন তাকে তথ্য দেয়া হয়নি কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান তিনি স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক তথ্য প্রদানের জন্য তার কার্যালয়ের কর্মচারীদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

যথাযথভাবে তথ্য প্রদান করা হয়েছে মর্মে তাকে জানানো হয় এবং তথ্য প্রদানের সময় অভিযোগকারীদের ছবি উঠানো হয়। এরপরও তারা তথ্য পায়নি মর্মে কমিশনকে অবহিত করার বিষয়টি তার বোধগম্য নয়।

০৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী জানান যে, শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বিয়ারার চেকে দেয়া হয়। এ টাকা উঠানোর জন্য চেক জনৈক মোখলেছ ও মদন মন্ডল-কে দেয়া হয়। কিন্তু তারা টাকা উত্তোলন করে তা পরিশোধ করেননি। তাকে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ না করে উক্ত তালিকার উপর স্বাক্ষর নেয়া হয়। উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের জন্য একটি চক্র কাজ করে।

০৯। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলসহ তথ্য সরবরাহের বিষয়টি কমিশন উল্লেখ করলে উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হননি। বরং ১২ জনের নাম সম্বলিত একটি তালিকায় তার স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪ অনুযায়ী তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রত্যয়নপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সীল দিয়ে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি এটি দাখিলকৃত কাগজপত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয়েছে। উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় কর্মরত বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীকে প্রার্থীত সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। অন্যদিকে তথ্য কমিশন শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সঠিকভাবে বিতরণ না হওয়া সম্বলিত অভিযোগ তদন্ত করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে এবং বিষয়টি বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে তদন্ত করানোর নির্দেশনা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অত্র আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য যথাযথ প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলমোহরসহ সরবরাহ করার জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সঠিকভাবে বিতরণ না হওয়া সম্বলিত অভিযোগ-অনুচ্ছেদ নং ৮ এর বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন কমিশন বরাবর প্রেরণের জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশ দেয়া হলো ।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ শান্তনা গোলদার জং-দুলাল গোলদার কোমরপুর, পোঃ-ভালুকা চাঁদপুর থানা+জেলা-সাতক্ষীরা।	**প্রতিপক্ষ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার** ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সদর উপজেলা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী শান্তনা গোলদার ২৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য সদর উপজেলার ধুলিহর ইউনিয়নে কতটি পায়ে চালিত ভ্যান কাদের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে তার তালিকা এবং ভ্যান বিতরণের নীতিমালার কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব নাজমুল আহসান, জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী শান্তনা গোলদার গরহাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) [বর্তমানে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার] জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান হাজির। সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে তিনি বদলি হয়ে বর্তমানে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায় দায়িত্ব পালন করছেন। তার নামে সমনজারী হওয়ায় কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়েছেন। তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হন সে মোতাবেক যথাসময়ে তথ্য প্রস্তুত করা হয় কিন্তু আবেদনকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সমন প্রাপ্তির পর অভিযোগকারীর সাথে পুনরায় যোগাযোগ করা হলে ১৩-১০-২০১৪ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অভিযোগকারী তার কার্যালয়ে উপস্থিত হোন এবং তার চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়।

০৫। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য মূল্য গ্রহণপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলসহ তথ্য সরবরাহের বিষয়টি কমিশন উল্লেখ করলে উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বর্তমানে কর্মরত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হননি। ভ্যান সরবরাহ বিষয়ক তালিকার উপর তার স্বাক্ষর নেয়া হলেও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪ অনুযায়ী প্রতি পৃষ্ঠায় প্রত্যয়নপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে কোন তথ্য দেয়া হয়নি। উপস্থিত সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বর্তমানে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় কর্মরত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে তার প্রত্যয়ন, স্বাক্ষর ও সীলসহ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব অসীম কুমার দাস
পিতা-কদম লাল দাস
গ্রাম-আটারই, ডাক-জোয়ালা
থানা-তালা
জেলা-সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব খন্দকার কামরুল আলম
সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সেটেলমেন্ট অফিস, তালা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব অসীম কুমার দাস ০৫-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব খন্দকার কামরুল আলম, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সেটেলমেন্ট অফিস, তালা, সাতক্ষীরা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **চলমান ৩০ ধারায় একটি অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে সরকারীভাবে টাকা ফি নির্ধারণ করা আছে তার তথ্য।**
- **চলমান ৩০ ধারায় একটি অভিযোগ নিস্পত্তি করতে আইনগতভাবে কত কর্ম দিবস নির্ধারণ করা আছে তার তথ্য।**
- **যে সকল ডকুমেন্টেশনের ওপর ভিত্তি করে ৩০ ধারায় অভিযোগকারী একজন জমির মালিককে রেকর্ড পুনর্বহাল করা হচ্ছে তার তথ্য।**
- **চলমান ৩০ ধারা নিস্পত্তি করার ক্ষেত্রে তালা উপজেলার সদর ইউপিতে কতজন উপসহকারী সেঃ অফিসার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে জনাব মনিরুজ্জামান, জোনাল মেটেলমেন্ট অফিসার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), খুলনা জোন, বয়রা, খুলনা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব এ এস এম আলমগীর তথ্য কমিশনে পত্র প্রেরণপূর্বক গরহাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ জনাব খন্দকার কামরুল আলম, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সেটেলমেন্ট অফিস, তালা, সাতক্ষীরা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সামছুর রহমান হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

০৫। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার কোন অভিযোগ নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি নিস্পত্তির অনুরোধ করেছেন।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন, এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির অনুরোধ জানিয়েছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ (ফয়সাল)
পিতা-মৃত আব্দুস সোবহান
৩৯৩, জল্লারপাড় (প্রধান সড়ক)
পোষ্ট ও থানা-সদর সিলেট
জেলা-সিলেট।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ নুরুল আলম
সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ওয়াক্ফ ভবন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ (ফয়সাল) তার দাখিলকৃত অভিযোগে জানান, ৫৬/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক তথ্য প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয়া হলেও বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নুরুল আলম তথ্য প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং তিনি সুবিচার প্রার্থনা করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ (ফয়সাল) হাজির। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নুরুল আলম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৫৬/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান ই,সি নং ১৫৫০৯ এর ১ম খণ্ড তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। ই,সি নং ১৫৫০৯ (হাজী আব্দুর রহমান ওয়াক্ফ এস্টেইট) এর ১ম খণ্ড দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই সেই বিষয়টি এবং কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য প্রদানের জন্য এবং সংরক্ষিত না থাকলে তা জানিয়ে দেয়ার কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান, ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধানে ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভূক্তি সংক্রান্ত আবেদন ও তৎপ্রসঙ্গীয় আদেশ ই,সি ১৫৫০৯ নং নথিতে সংরক্ষিত না থাকায় উহা সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছেনা।

০৪। বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য হাজী আঃ ছালাম কর্তৃক দাখিলীয় বিগত ০৮-১১-১৯৭৫ ইং তারিখযুক্ত ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধানে ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভূক্তি সংক্রান্ত আবেদন ও তৎপ্রসঙ্গীয় আদেশ ই,সি ১৫৫০৯ নং নথিতে সংরক্ষিত না থাকায় উহা সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছেনা মর্মে ১২-০৮-২০১৪ তারিখের ৩৬৯ নং স্মারকে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়। প্রসঙ্গত: শুনানীকালে তিনি উল্লেখ করেন যে, ই,সি ১৫৫০৯ নং এর ১ম খণ্ডও তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন কিন্তু অভিযোগকারী তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যের বিপরীতে ই,সি ১৫৫০৯ নং নথিতে সংরক্ষিত নেই মর্মে জানিয়েছেন। কিন্তু অভিযোগকারী ই,সি ১৫৫০৯ নং এর ১ম খণ্ড দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে কি নেই সে সম্পর্কে স্পষ্ট হতে চান। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ই,সি নং ১৫৫০৯ এর ১ম খণ্ড তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই, সে তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে শুনানীর তারিখ হতে পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে ই,সি নং ১৫৫০৯ এর ১ম খণ্ড দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই মর্মে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ (ফয়সাল)
পিতা-মৃত আব্দুস সোবহান
৩৯৩, জল্লারপাড় (প্রধান সড়ক)
পোষ্ট ও থানা-সদর সিলেট
জেলা-সিলেট।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ নুরুল আলম
সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ওয়াক্ফ ভবন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ (ফয়সাল) ১৯-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নুরুল আলম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসক, ঢাকা অফিসে রক্ষিত ই, সি নং ১৫৫০৯ (হাজী আব্দুর রহমান ওয়াক্ফ এষ্টেইট) সিলেট এর ই, সি নথি (৭ম খন্ড) হতে আদেশ নামার ১১০ নং পৃষ্টার ৩৪১ নং অনুচ্ছেদ তাং-২০১১ ইং সনের জানুয়ারী হতে ০৮-০৫-২০১৩ ইং তারিখের ৪২৯ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত (রক্ষিত) ৮৮ টি অনুচ্ছেদের লিখিত সকল তথ্য বিবরণের ছাপানো (লিখিত) ও ফটোষ্টেট কপি উভয় পদ্ধতিতে উহার অনুলিপি আবশ্যক।**

০২। আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান ২৫-০৯-২০১৩ তারিখের ও:প্র:/সিঃসুঃ/ই,সি নং ১৫৫০৯ (৮খন্ড)/১৬৯ নং স্মারকে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারী ২০-১১-২০১৩ তারিখে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব কাজী হাবিবুল আউয়াল বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) আপীল শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন। পরবর্তীতে তিনি ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ (ফয়সাল) হাজির। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নুরুল আলম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রেকর্ড ম্যানুয়াল ১৯৪৩ এর বিধি ৩৩২ মোতাবেক চাহিত সংশ্লিষ্ট নথির নোটানুচ্ছেদের অনুলিপি সরবরাহ করার বিধান না থাকায় তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) শুনানী ব্যাতিরেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সিদ্ধান্ত বহাল রেখে আপীল আবেদনটি খারিজ করে দেন। পরবর্তীতে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ওয়াক্ফ প্রশাসক দেওয়ানী আদালত হিসেবে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে থাকে। দেওয়ানী আদালতের নোটসীটই অর্ডারসীট হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিধায় সেটি প্রদানযোগ্য তথ্য এবং সেই তথ্য তিনি পেতে পারেন।

০৫। বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নোটসীট তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য না হওয়ায় অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

০৬। কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নোটসীট এবং অর্ডারসীট এক নয়। ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী দেওয়ানী আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করেন বিধায় অভিযোগকারীকে সিভিল রুলস এন্ড অর্ডারস বা রেকর্ড ম্যানুয়াল যাই প্রযোজ্য হোক না কেন তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আদেশনামার কপি সরবরাহের বিধান রয়েছে। উক্ত আদেশের সার্টিফাইড কপির জন্য আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করতে পারেন। সিভিল রুলস এন্ড অর্ডারস অনুযায়ী আদেশের সার্টিফাইড কপির জন্য ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে আবেদন করলে অভিযোগকারীকে সে তথ্য সরবরাহ করার বিষয়টি কমিশন উল্লেখ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য নোটসীট বিবেচনায় সে তথ্য প্রদান করেননি। তবে নোটসীট ও অর্ডারসীট এক নয়। যেহেতু, ওয়াক্‌ফ এস্টেটের কার্যক্রম ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয়, সেহেতু, অভিযোগকারী সিভিল রুলস এন্ড অর্ডারস বা রেকর্ড ম্যানুয়াল যাই প্রযোজ্য হোক না কেন তদনুযায়ী আদেশের সার্টিফাইড কপির জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করতে পারবেন। সিভিল রুলস এন্ড অর্ডারস অনুযায়ী আদেশের সার্টিফাইড কপির জন্য আবেদন করলে অভিযোগকারীকে সে তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ ৩(ক) উপধারা অনুযায়ী প্রচলিত অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুন্ন হবে না মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, প্রচলিত অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুন্ন হবে না। যেহেতু, ওয়াক্‌ফ এস্টেটের কার্যক্রম ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয়, সুতরাং সিভিল রুলস এন্ড অর্ডারস অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অর্ডারসীটের সার্টিফাইড কপি বা অনুলিপি প্রদানযোগ্য। সুতরাং অভিযোগকারীকে আদেশনামার সার্টিফাইড কপি সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা দিয়ে এত্র অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হলো।

২। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ
পিতা-ক্বারী হাসমত আলী
গ্রাম+পোষ্ট-মেছেরা
পোষ্ট কোড নং-২৩০০
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব গোলাম মাহবুব
সাব-রেজিষ্ট্রার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা-নান্দাইল
জেলা-ময়মনসিংহ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-১১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ তার দাখিলকৃত ৮২/২০১৩, ১৩/২০১৪ ও ৫৪/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব গোলাম মাহবুব এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে ১৬-০৯-২০১৪ তারিখে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৮২/২০১৩, ১৩/২০১৪ ও ৫৪/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য নয়। প্রার্থীত তথ্য পেতে তিনি পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীতে উভয়পক্ষ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তদন্ত প্রতিবেদন চেয়েছেন। তাকে তদন্ত প্রতিবেদন না দিয়ে স্মারক পত্র দিয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, গত ১৬-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য দিতে চেয়েছেন অভিযোগকারী তা গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে ডাকযোগে পাঠিয়েছেন। আজকেও ৪২ পৃষ্ঠা তথ্য নিয়ে এসেছেন, এছাড়া এ সম্পর্কিত তার কার্যালয়ে আর কোন তথ্য নেই। অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, কাজী শামছুদ্দিন নিকাহ রেজিষ্টার নান্দাইল, ভূয়া সার্টিফিকেট জমা দিয়ে কাজী হয়েছেন। এজন্য জেলা প্রশাসক বরাবর তার লাইসেন্স বাতিলের আবেদন করেন। জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে তদন্তের আদেশ প্রদান করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তদন্তের রির্পোট প্রদান করলে অভিযোগকারী তাতে নারাজি দেন। জেলা প্রশাসক, জেলা রেজিষ্ট্রারকে তদন্ত করতে দেন। জেলা রেজিষ্ট্রার উপজেলা সাব-রেজিষ্ট্রার, নান্দাইলকে তদন্ত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। অভিযোগকারী সেই তদন্তের রির্পোট চাচ্ছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন, ৪২ পৃষ্ঠা ছাড়া তাদের আর কোন তথ্য নেই এবং এরকম কোন তদন্ত রির্পোট ও নেই। তদন্ত হয়েছে কিনা এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য কমিশন ২০১০ ও ২০১১ সালের পত্র গ্রহণ/প্রেরণ রেজিষ্টার প্রয়োজন বলে মনে করে। সেই প্রেক্ষিতে অধিকতর শুনানীর জন্য ২৪-১১-২০১৪ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করে উভয়পক্ষকে সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ হাজির। প্রতিপক্ষ ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব গোলাম মাহবুব এবং তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আনিসুর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সর্বশেষ ৫৪/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা তার প্রার্থীত তথ্য নয়। প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি পুনরায় কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ০৮ মাস পূর্বে তিনি এ কার্যালয়ে যোগদান করেছেন। অভিযোগকারী কি তথ্য চান তা লিখিত দেয়ার জন্য বলেছেন কিন্তু দেননি। ৫৪/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতবেক অভিযোগকারীকে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ৪২ পৃষ্ঠা তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আনিসুর রহমান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কমিশনের ৩০-১০-২০১৪ তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী ২০১০ ও ২০১১ সালের ০৪ টি রেজিষ্টার অদ্য ট্রাইব্যুনালে নিয়ে এসেছেন। আইন মন্ত্রণালয়ের কোন চিঠি তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই।

০৬। কমিশন কর্তৃক রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৩৮ নং ক্রমিকে ১৩-১০-২০১০ তারিখের ২৭১১ নং স্মারকে জেলা রেজিষ্ট্রার অফিস থেকে ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সাব-রেজিষ্ট্রার, নান্দাইল কে পত্র প্রদান করা হয়েছে ও ১৪২ ক্রমিকে ০১-১১-২০১০ তারিখে মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছকে তদন্তের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয় '৩ নং নান্দাইল ইউনিয়নের নিকাহ রেজিষ্টার এর নিয়োগ বাতিলের জন্য তদন্ত প্রসঙ্গে'। কিন্তু পরবর্তীতে তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে কিনা এ সংক্রান্ত কোন বিষয় উক্ত রেজিষ্টার দৃষ্ঠে প্রতীয়মান হয়নি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য সরবরাহ করেছেন। এছাড়া তার কার্যালয়ে এ সম্পর্কিত আর কোন তথ্য নেই। রেজিষ্টার পর্যালোচনায় তদন্তের জন্য নোটিশ দেয়া হলেও তদন্ত সমাপ্ত হয়েছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাজেই অভিযোগকারীকে তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অভিযোগকারীকে তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য নির্দেশনাসহ অভিযোগটি খারিজ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ পিতা-ক্বারী হাসমত আলী গ্রাম+পোষ্ট-মেছেরা পোষ্ট কোড নং-২৩০০ হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আঃ ওয়াদুদ** উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ইসলামিক ফাউন্ডেশন কিশোরগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ তার দাখিলকৃত ৯৪/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক তথ্য প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয়া হলেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কিশোরগঞ্জের উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আঃ ওয়াদুদ তথ্য প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে ১৬-০৯-২০১৪ তারিখে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ হাজির। প্রতিপক্ষ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কিশোরগঞ্জের উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আঃ ওয়াদুদ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৯৪/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক তথ্য প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয়া হলেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কিশোরগঞ্জের উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আঃ ওয়াদুদ তথ্য প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন তিনি মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক থাকাকালীন কোন কারণ ব্যতিরেকে তার নিয়োগ বাতিল করা হয়। কি কারণে তার নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে সে তথ্য তাকে প্রদান করা হয়নি।

০৪। প্রতিপক্ষ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কিশোরগঞ্জের উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে যখন তার শিক্ষক পদ থেকে বাদ দেয়া হয় সে সময় তিনি কিশোরগঞ্জে কর্মরত ছিলেন না। অভিযোগকারী তার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র ও যোগদানপত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে সরবরাহ করলে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হবে মর্মে কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। কিন্তু অভিযোগকারী তার নিয়োগ ও যোগদানপত্র সরবরাহ না করায় তার যাচিত তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নিয়োগ বাতিলের আদেশের কপি তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। নো ওয়ার্ক নো পে এই নিয়ম মেনে মৌখিক আদেশের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কোন যোগদানপত্র নেই। তবে অভিযোগকারী শিক্ষক থাকাকালীন শিক্ষকদের সম্মানীর তালিকায় নাম থাকায় তিনি নিয়মিত বেতন পেয়েছেন। বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে শুনানীর সুযোগ প্রদান করা হয়। অভিযোগকারীকে এ ধরনের কোন নোটিশ দেয়া হয়েছিল কিনা সে সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র নথিতে সংরক্ষিত নেই।

০৫। শিক্ষকদের সম্মানীর তালিকায় অভিযোগকারীর নাম রয়েছে। কাজেই তিনি শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে অভিযোগকারীকে সঠিক তথ্য দিতে হবে, তথ্য না থাকলে তা লিখিতভাবে জানাতে হবে মর্মে কমিশন উল্লেখ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র ও যোগদানপত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরবরাহ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করতে পারেননি। শিক্ষকদের সম্মানীর তালিকায় অভিযোগকারীর নাম থাকায় তিনি শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে অভিযোগকারীকে সঠিক তথ্য প্রদান ও তথ্য না থাকলে তা লিখিতভাবে জানানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অভিযোগকারী কোন প্রজেক্টের আওতায় চাকুরীরত ছিলেন কিনা, পরবর্তীতে পুন: নিয়োগ পেয়েছেন কিনা, চাকুরীচ্যুত হয়েছেন কিনা তা রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাপূর্বক আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করতে হবে। তথ্য না থাকলে তা লিখিতভাবে জানিয়ে দেয়ার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কিশোরগঞ্জ এর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম আজহার
সম্পাদক ও প্রকাশক
সাপ্তাহিক বাংলাভূমি
রাজবাড়ি রোড, জয়দেবপুর
গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,
জয়দেবপুর, গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-১১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম আজহার ২৩-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করার কারণে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) না থাকায় অন্য কর্মকর্তাদের নিকট তথ্য চেয়ে আবেদন করে কোন তথ্য প্রাপ্ত হননি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তিনি কমিশনের নিকট আবেদন করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৪-১১-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম আজহার ও প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) না থাকায় অন্য কর্মকর্তাদের নিকট তথ্য চেয়ে আবেদন করে কোন তথ্য প্রাপ্ত হননি বিধায় তিনি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ২০-০২-২০১৪ তারিখে তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের ওয়েব সাইটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নাম পদবী উল্লেখ রয়েছে। আজকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগের চিঠি সাথে নিয়ে এসেছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিতভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম আজহার
সম্পাদক ও প্রকাশন
সাপ্তাহিক বাংলাভূমি
রাজবাড়ি রোড
জয়দেবপুর, গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর
পরিচালক (প্র:)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম আজহার ১৭-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রধান কার্যালয়, গাজীপুর এর 'ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ' এর তৃতীয় তলার কক্ষ থেকে ৫ মার্চ, ২০১৪ রাতে তামার তার চুরির বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ফটোকপি অথবা কম্পিউটার কম্পোজ।**

০২। আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর ০৭-০৭-২০১৪ তারিখের এম-১(৩)/২৬৮২ নং স্মারকে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৫-০৮-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৩-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম আজহার হাজির। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর পরিচালক (প্র:) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করলে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর পরিচালক(প্র:) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী একটি চুরির ঘটনার বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন চেয়েছিলেন। যখন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন তখন সেটি প্রাথমিক তদন্তাধীন ছিল, বর্তমানে চুরির ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত শেষ হয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।

অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের বিষয়টি তদন্ত প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এর উপধারা (ঠ) এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

০৬। প্রাথমিক তদন্ত শেষে তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করায় এবং তা গৃহীত হওয়ায় ধারা ৭ (ঠ) এর বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত তদন্ত প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করার আর কোন সুযোগ না থাকায় প্রার্থীত তথ্য সরবরাহযোগ্য বলে কমিশন অভিমত প্রদান করেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীকে এ তথ্য সরবরাহ করার কথা কমিশন উল্লেখ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য ধারা ৭ (ঠ) অনুযায়ী তদান্তাধীন তথ্য বিবেচনাপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করেননি। কিন্তু প্রাথমিক তদন্ত শেষে তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করায় এবং তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় উক্ত তদন্ত প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কোন সুযোগ না থাকায় প্রার্থীত তথ্য সরবরাহযোগ্য। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে শুনানীর তারিখ হতে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর পরিচালক (প্র:) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম আজহার
সম্পাদক ও প্রকাশক
সাপ্তাহিক বাংলাভূমি
রাজবাড়ি রোড, জয়দেবপুর
গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,
জয়দেবপুর, গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-১১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী ১৭-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর যুগ্ম-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জয়দেবপুর, গাজীপুর গত ১লা জানুয়ারী, ২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩০ জুন, ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রশাসনের নির্বাহী আদেশে প্রধান কার্যালয়সহ সকল জেলা পর্যায়ের সাব-স্টেশন গুলোতে কতজন শ্রমিক পরবর্তী নির্দেশে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিস্তারিত তথ্য। নির্বাহী আদেশে শ্রমিক নিয়োগে বৈধতা কতটুকু?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৯-০৮-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ড. রফিকুল ইসলাম মন্ডল বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৩-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪।দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৪-১১-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম আজহার ও প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার বরাবর কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নাম ও পদবী ভুল থাকায় ২৫-০৮-২০১৪ তারিখে যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নাম পদবী উল্লেখপূর্বক আইন অনুযায়ী তথ্য জানার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু অভিযোগকারী এ বিষয়ে তার সাথে কোনরূপ যোগাযোগ করেননি। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে বিষয়টি অবগত হয়ে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে এসেছেন এবং তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নাম ও পদবী ভুল থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে বিষয়টি অবগত হয়ে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে এসেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ নওশের আলী
গ্রাম-উত্তর হরিরাম পুর
পোষ্ট-বেলাইচন্ডী
থানা-পার্বতীপুর
জেলা- দিনাজপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ অধিনায়ক
১৬ পদাতিক ব্রিগেড.
বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস
খোলাহাটি, পার্বতীপুর
দিনাজপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ নওশের আলী তার দাখিলকৃত ৩৬/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখে অধিনায়ক, ১৬ পদাতিক ব্রিগেড. বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস, খোলাহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর-এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৩৬/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬ পদাতিক ব্রিগেড. বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস, খোলাহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর-এ অদ্যাবধি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ করা হয়নি। বিধি মোতাবেক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ নওশের আলী হাজির। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক, ১৬ পদাতিক ব্রিগেড. বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস, খোলাহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি ১৭ বছর চাকুরী করেন। তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কি কারণে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং তার দরখাস্তের ভিত্তিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে পারছেন না। এ সকল তথ্য জানার জন্য ১৬ পদাতিক ব্রিগেড. বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস, খোলাহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না করায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

০৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ প্রদানের জন্য জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, রংপুর সেনানিবাস, রংপুর ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রদানের জন্য কমিশন মতামত প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বা সেনা বাহিনী কর্তৃক কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হয়নি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা অনুযায়ী আইনটি প্রচলনের ৬০ (ষাট) দিনের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ করার বিধান রয়েছে।

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ করা হয়নি, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে এবং পত্রের অনুলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রদান করে নিয়োগ কার্যক্রম নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ প্রদানের জন্য জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, রংপুর সেনানিবাস, রংপুর ও সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। উল্লেখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ
পিতা-মোঃ ইয়াদ আলী মৃধা
বাড়ী নং-১৮, রোড় নং-৩/এ
সেক্টর-৯,উত্তরা
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মাসুদ আহমদ
চীফ মনিটরিং
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত ৬১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ মাসুদ আহমদ, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৬১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডের চীফ মনিটরিং এর দপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম কর্তৃক ১০-০৯-২০১৪ তারিখে চীফ মনি/ আই-১৫/৭২৬ নং স্মারকে সরবরাহকৃত তথ্য অস্বচ্ছ, ভুল। প্রদত্ত তথ্যে প্রার্থীত তথ্যের প্রশ্নের পরিপুরক উত্তর না হওয়ায় তার প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারী পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ ও প্রতিপক্ষ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চীফ মনিটরিং ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ মাসুদ আহম্মদ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সর্বশেষ ৯২/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চীফ মনিটরিং যথাযথ তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি পুনরায় কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চীফ মনিটরিং ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ মাসুদ আহম্মদ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৯২/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০ কার্যদিবস এখনও শেষ হয়নি বিধায় ৯২/২০১৪ নং অভিযোগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ৯২/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ কার্যদিবস এখনও শেষ হয়নি বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ৯২/২০১৪ নং অভিযোগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের চীফ মনিটরিং ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ না হওয়ায় উক্ত আদেশ বহাল রেখে অত্র অভিযোগটি খারিজ করা হলো।

২। ৯২/২০১৪ নং অভিযোগে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হক
পিতা-হাজী মোঃ আব্দুল হাকিম
হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড
কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব খন্দকার কামরুল আলম
সাব রেজিষ্টার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা-কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১০-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হক ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার সাব রেজিষ্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **কটিয়াদী সাব রেজিষ্টার অফিসের বিগত ইং ২৭-০৬-২০০৪ তারিখ ৪৩৬৪ নং দলিল এর ইং ১৭-০৭-২০০৩ তারিখের ৫০৭০ নং দলিল এর ৩০-০৮-২০০১ তারিখের ৫৯৮০ নং দলিল রেজিষ্ট্রি হওয়ার পর উক্ত রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলসমূহের এল টি নোটিশ সমূহ কত নং স্মারকে সহকারী কমিশনার (ভূমি), কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ বরাবরে প্রেরণ করিয়াছে, তার তারিখ কত, কত এবং এই স্মারকসমূহের ফটোকপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ৩১-০৭-২০১৪ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার জেলা রেজিষ্ট্রার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) শেখ মোঃ আনোয়ারুল হক বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০২-১০-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হক গরহাজির। প্রতিপক্ষ কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার সাব রেজিষ্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য কমিশনে তথ্য সরবরাহের পত্র প্রেরণপূর্বক গরহাজির।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষ এর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন পিতা-মরহুম মৌ: সফিউদ্দিন ই-৩৪, র‍্যাব-২ এর পশ্চিম পার্শে আগারগাঁও ঢাকা-১০২৭।	**প্রতিপক্ষ ঃ উপ-পরিচালক** ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সেকশন-২ মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ১৮-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব হোসাইন মোহাম্মদ এমরান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **গত ১৩-০৩-২০১৩ তারিখে পেশকৃত ৯ম সংসদের সাবেক মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী ২৭৬ লক্ষীপুর-৩ এর ডিও পত্রের (কপি সংযুক্ত) আলোকে বর্ণিত ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু মিনি পার্কের জন্য একটি দোলনা, একটি ব্যালেন্স ও একটি স্লিপারী স্থাপন সংক্রান্ত তথ্যাদি।**

২. **প্রাইমারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০৪-২০১৫ পর্যন্ত) এর মাধ্যমে যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দোলনা, ব্যালান্স, স্লিপারী ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে তার তালিকাসহ তথ্যাদি।**

৩. **গত ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রাইমারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরনী।**

৪. **এ প্রজেক্টে বরাদ্দকৃত মোট টাকার পরিমান ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ব্যয়কৃত অর্থের পরিমান সংক্রান্ত তথ্যাদি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৮-২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩০-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ও প্রতিপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা অফিসার জনাব হোসাইন মোহাম্মদ এমরান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ৪টি তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা অফিসার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নন এবং তিনি কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। অভিযোগকারী আপীল করার পর বিষয়টি জানতে পারেন। পূর্বেও একই বিষয়ে তথ্য চেয়ে ১৪/২০১৪ নং অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

বর্তমান অভিযোগকারী পূর্বের অভিযোগকারীর ঠিকানা একই এবং পরস্পর আত্মীয়। এজন্য অভিযোগকারীকে এ বিষয়ে তথ্য সরবহরাহ করেননি। এছাড়া তাদের কার্যালয়ে তথ্য না থাকায় এবং বিষয়টি ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় অভিযোগকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

০৬। প্রাইমারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের কার্যক্রম পরিচালন কোন দপ্তর কর্তৃক করা হয় কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উল্লেখ করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পরিচালনা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক উল্লিখিত প্রকল্পগুলো পরিচালিত হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকার কথা। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহের বিষয়টি কমিশন শুনানীকালে উল্লেখ করলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর শিক্ষা অফিসার এর দপ্তরে তথ্য সংরক্ষিত থাকলে সে সকল তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে সরবরাহের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রাইমারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালনা করা হয় বিধায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকার কথা। প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২১-১২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকলে তা সরবরাহের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩।নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ মোছাঃ দুলালী বেগম
পিতা-মৃত বছির উদ্দীন মাষ্টার
গ্রাম- চর কৃষ্ণপুর, ওয়ার্ড নং-০৮,
ডাকঘর-মোগলবাসা
থানা ও জেলা-কুড়িগ্রাম।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ কাওছার আলী
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-সদর, জেলা-কুড়িগ্রাম।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী মোছাঃ দুলালী বেগম তার দাখিলকৃত ৫১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রার্থীত সকল তথ্য প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয়া হলেও কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ কাওছার আলী বিলম্ব করে প্রার্থীত তথ্য প্রদান করেন। এছাড়াও অতিরিক্ত ভূয়া তথ্য সীল স্বাক্ষর বিহীনভাবে প্রদান করে আর্থিকভাবে তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ কাওছার আলী এর বিরুদ্ধে ০২-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং সুবিচার প্রার্থনা করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মোছাঃ দুলালী বেগম এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব জিয়াউল কবীর খোকন হাজির। প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ কাওছার আলী হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার দাখিলকৃত ৫১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রার্থীত সকল তথ্য প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয়া হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বিলম্বে তথ্য সরবরাহ করেছেন। যাচিত তথ্যের মধ্যে ১,২,৪ ক্রমিকের সম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। ৩ নং ক্রমিকের আংশিক তথ্য প্রদান করেছে, ৫নং ক্রমিকের যাচিত বিল ভাউচার প্রদান করেননি, ৬ নং ক্রমিকে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেছেন, ৭নং ক্রমিকের ক্ষেত্রে মাত্র দুটি রেজুলেশনের কপি দেয়া হয়েছে।

০৪। প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত ১৪৫৬ পৃষ্ঠা তথ্য প্রস্তুত করে অভিযোগকারীকে চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে চালানের কপি দিতে বলেন। অভিযোগকারী চালানের কপি জমা প্রদান করলে ঈদের ছুটির কারণে কিছুটা বিলম্বে সকল তথ্য সরবরাহ করা হয়। তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্যাদি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। একই তথ্য বিভিন্ন ফাইলে থাকার কারণে একই তথ্যের কপি প্রদান করা হয়ে থাকতে পারে। ৫নং ক্রমিকের টিআর, কাবিখা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা। বিল ভাউচার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থাকায় তা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ইউনিয়ন পরিষদে আগষ্ট/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত মোট ২৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১১ সালের ৩টি সভা, ২০১২ সালের ১২টি, ২০১৩ সালে ১২টি সভার কার্যবিবরণী অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সকল তথ্য প্রদান করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত সকল তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত ভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত সকল তথ্য সরবরাহ করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
(এ্যডভোকেট)
পিতা- মোঃ আবদুল খালেক
সাং-ইসলামপুর
১৬৩, জজ কোর্ট, কুমিল্লা।

প্রতিপক্ষ ঃ সাব রেজিস্টার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সদর, কুমিল্লা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব (এ্যডভোকেট) ১৩-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মীর শরিফ উদ্দীন, সাব রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সদর, কুমিল্লা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **লাকসাম থানার ১৯২৭ ইং সনের ১ নং সূচী রেজিস্টারের বহির ৫৩ নং ভলিউমভূক্ত (১০১-১০৩) পৃষ্ঠার ৫৪৬৫ নং দলিল যাহার দাতা গোলভানু। অত্র দলিলের সহিমোহর নকল এর কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৮-০৯--২০১৪ তারিখে জনাব জসিম উদ্দিন ভূঞা, জেলা রেজিস্টার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), কুমিল্লা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১২-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব (এ্যডভোকেট) ও প্রতিপক্ষ জনাব মীর শরিফ উদ্দীন, সাব রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ সাব রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নন। সাব রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সদর, কুমিল্লা ছুটিতে থাকায় তিনি ঐ দিন অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। সেদিনের পর হতে আজ পর্যন্ত তিনি আর কোন অতিরিক্ত দায়িত্বপালনের জন্য সে কার্যালয়ে যাননি। সদরের সাব রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সাথে কথা বলে তিনি জানতে পারেন অভিযোগকারী দলিল নকলের কপির জন্য টাকা জমা দিয়েছেন এবং ২/১ দিনের মধ্যে সহিমোহর নকল অভিযোগকারী পেয়ে যাবেন। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সদরের সাব রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৬। যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩ (ক) উপধারা অনুযায়ী প্রচলিত অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুন্ন হবে না, সেহেতু, অভিযোগকারী জমির দলিল নকলের কপির জন্য প্রচলিত রেজিষ্ট্রেশন আইন তদধীন বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, সাব রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সদর, কুমিল্লা ছুটিতে থাকায় ঐ দিন সাব রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। অভিযোগকারী নকলের টাকা দেয়ায় ২/১ দিনের মধ্যে সহিমোহর নকল অভিযোগকারী পেয়ে যাবেন মর্মে প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেন। যেহেতু, জমির দলিল নকলের কপি প্রচলিত রেজিষ্ট্রেশন আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়, সেহেতু, অভিযোগকারী প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী জমির দলিল নকলের কপির জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে আবেদন করতে পারবেন। প্রচলিত আইন অনুযায়ী জমির দলিল নকলের কপির জন্য আবেদন করলে অভিযোগকারীকে সে তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাব রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা সাব রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সদর, কুমিল্লা এর মাধ্যমে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ ৩(ক) উপধারা অনুযায়ী প্রচলিত অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না বিধায় অভিযোগকারীর বর্তমান অভিযোগটি খারিজযোগ্য।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, প্রচলিত অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না। যেহেতু, জমির দলিল নকলের কপি সরবরাহের বিষয়টি প্রচলিত রেজিষ্ট্রেশন আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়, সেহেতু, জমির দলিলের নকলের কপি বা অনুলিপি প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী প্রদানযোগ্য। সুতরাং অভিযোগকারীকে জমির দলিলের নকলের কপি বা অনুলিপি সংগ্রহের জন্য উক্তরূপ নির্দেশনা দিয়ে অত্র অভিযোগ খারিজ করা হলো।

২। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
পিতা-উৎপল রায়
প্রথম আলো সাভার কার্যালয়
৫১/এ সাভার বাজার রোড
উপজেলা-সাভার
জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শাহ আলম
তথ্য কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট
(বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৫-০১-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় ০৬-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) আঞ্চলিক কেন্দ্র জোরদার করণ প্রকল্পের অধীনে কত টাকার ল্যাব, যন্ত্র ক্রয় করা হয়? কি কি যন্ত্র কেনার জন্য কত সাল ও তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়? যন্ত্রগুলো কোন দেশের তৈরী? কেন্দ্র ভিত্তিক ক্রয় করা যন্ত্রের নাম। বর্তমানে যন্ত্রগুলো কোথায় কি অবস্থায় আছে তা জানতে চাই এবং সরেজমিনে দেখতে চাই। ঠিকাদার ও প্রতিষ্ঠানের নাম।

খ) আঞ্চলিক কেন্দ্র জোরদারকরণ প্রকল্পের অধীনে ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কয়টি ফ্রিজ কেনা হয়েছে? প্রতিটি ফ্রিজের মূল্য কত টাকা? ফ্রিজগুলো কোন দেশের তৈরী এবং ধারন ক্ষমতা কত? কোন কোন কেন্দ্রের জন্য কয়টি ফ্রিজ কেনা হয়েছে? ফ্রিজগুলো কোথায় কি অবস্থায় আছে? এসব যন্ত্র কোনর জন্য কত সালে ও তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়? কোন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়? পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির কপি। কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়? দরপত্র প্রক্রিয়ার কাগজপত্রসহ ফ্রিজগুলো সরেজমিনে দেখতে চাই।

গ) গবেষণার জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৭৫ লাখ এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৩৯ লাখ ৯৩ হাজার টাকা কি কি গবেষণার জন্য খরচ করা হয়েছে? প্রতিটি গবেষণা বা প্রকল্পের নাম ও খাত ওয়ারী খরচের বিবরন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত গবেষকদের নাম। গবেষণার ফলাফল জানতে চাই।

ঘ) ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও প্রাপ্তির পরিমান এবং টাকা পাওয়ার তারিখ। খাতওয়ারী খরচের বিবরণ। প্রাপ্ত টাকা খরচের জন্য কোন দরপত্র আহ্বান করা হয়ে থাকলে দরপত্রের তারিখ ও পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ফটোকপি। ঠিকাদার ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম।

ঙ) মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন কত টাকা করে সম্মানী ভাতা দেওয়া হয়েছে? ভাতা ছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের আর কোন সামগ্রী দেওয়া হয়েছে কিনা? দেওয়া হয়ে থাকলে সেসব সামগ্রীর নাম। কতজন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন? প্রশিক্ষকরা প্রতিদিন কত টাকা করে সম্মানী ভাতা পেয়েছেন? প্রশিক্ষকদের নাম পদবি ও পরিচয়সহ কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা। সাপোর্ট সার্ভিসে কর্মরতরা প্রতিদিন কত টাকা করে ভাতা পেয়েছেন? তাঁদের নাম ও পদবিসহ প্রতিষ্ঠানের পরিচয় ও ঠিকানা। প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও অন্যান্য বাবদ ব্যয় হওয়া ১৯ লাখ ৪১ হাজার টাকার কী কী সামগ্রী কেনা হয়েছে? সেইসব সামগ্রীর নামসহ খাতওয়ারী খরচের হিসাব।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা এর মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ড. মোঃ নজরুল ইসলাম বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৩-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ৩০-১২-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৫-০১-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় হাজির। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা এর তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহ আলম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আংশিক তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৭। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা এর তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। আপীল আবেদন করার পর আংশিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ত) ও (ণ) ধারা মতে প্রদানযোগ্য না হওয়ায় সে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

০৮। কোন্ তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কোন্ তথ্য প্রাপ্ত হননি কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী জানান যে, ক ক্রমিকের সম্পূর্ণ তথ্য পেয়েছেন। গ নং ক্রমিকের তথ্য পাননি এবং খ, ঘ ও ঙ নং ক্রমিকের আংশিক তথ্য পেয়েছেন।

০৯। অভিযোগকারীর সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ না করার কারণ কমিশন কর্তৃক জানতে চাওয়া হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান প্রকল্প পরিচালকের অধীনে প্রকল্প কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন গবেষক তাদের গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক এবং গবেষকের নিকট অভিযোগকারীর তথ্য তার নিকট সরবরাহের জন্য বলা হলে তারা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ত) ও (ণ) ধারা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা যাবেনা মর্মে জানিয়েছেন। ফলে তিনি অভিযোগকারীকে তার যাচিত সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি।

১০। প্রকল্প শেষ হওয়ায় খাতওয়ারী হিসাব বিবরণী প্রস্তুত থাকার কথা, সেক্ষেত্রে খাতওয়ারী হিসাব বিবরণী প্রদান করতে হবে। ধারা ৭ এর উপধারা (ণ) শুধুমাত্র গবেষণালব্ধ ফলাফলের সাথে সম্পৃক্ত এবং সকল ক্রয় কার্যক্রম উপধারা (ত) এর সাথে সম্পৃক্ত। যেহেতু সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, সেহেতু সকল ক্রয় কার্যক্রমও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং হিসাব বিবরণী প্রস্তুত হয়েছে। কাজেই এসকল ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে আর কোন বাধা নেই, বরং এগুলো নাগরিকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রদান করা বাধ্যতামূলক। গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যতীত খ, গ, ঘ ও ঙ নং ক্রমিকের অবশিষ্ট তথ্য প্রদানযোগ্য মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তা সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে অবহিত করেন। তবে তিনি প্রকল্প পরিচালকগণের অনুমতির বিষয়ে উল্লেখ করলে কমিশন তাদের নাম ও পদবীসহ তালিকা দাখিল করতে বললে তিনি ৯ (নয়) জনের তালিকা দাখিল করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। তবে তার নিকট অবশিষ্ট তথ্য না থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাকে তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করতে পারেননি। তথাপি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত অবশিষ্ট সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১০-০২-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত অবশিষ্ট সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের নিকট হতে সংগ্রহপূর্বক, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা এর তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। কোন সহায়ক কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তথ্য সরবরাহ থেকে বিরত থাকলে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১০ (৫) ও (৬) অনুযায়ী পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব অমিয় দাস রায়
পিতা- মৃত জিতেন্দ্র রায়
গ্রাম-কিসমত ফুলতলা
ডাকঘর-বটিয়াঘাটা
উপজেলা-বটিয়াঘাটা
জেলা-খুলনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জসীমউদ্দিন
সোসিও ইকোনোমিষ্ট
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী
বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড
শেখ পাড়া, খুলনা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব অমিয় দাস রায় ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব জসীমউদ্দিন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **ব্লু-গোল্ড কর্মসূচীর নীতিমালা।**
২. **৩০ নং পোল্ডারে সমিতির সংখ্যা, সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা।**

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনটি গ্রহণ না করায় তিনি ১৩-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অমিয় দাস রায় ও প্রতিপক্ষ জনাব জসীমউদ্দিন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনটি গ্রহণ না করায় তিনি তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী একটি সরকারী প্রজেক্ট। পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য এটি কাজ করে। অভিযোগকারী এ কার্যক্রমের একজন সদস্য। ২০১৩ সালে নীতিমালা চূড়ান্ত হয়। অভিযোগকারী যখন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন তখন তার কার্যালয়ে নীতিমালার কপি না থাকায় অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য দিতে পারেননি। এয়াড়া অভিযোগকারী এ প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী হওয়ায় তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তাকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সঠিক ধারনা ছিলনা। বর্তমানে তার দপ্তওে নীতিমালার কপি রয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে এসেছেন এবং তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট তথ্য না থাকায় তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৭-১২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম ফকীর
পিতা- মৃত হাফেজ ফকীর
গ্রাম-নোয়াকাটি
ডাকঘর-সাহস
উপজেলা-ডুমুরিয়া
জেলা-খুলনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জসীমউদ্দিন
সোসিও ইকোনোমিষ্ট
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী
বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড
শেখ পাড়া, খুলনা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম ফকীর ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব জসীমউদ্দিন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ব্লু-গোল্ড কর্মসূচীর অধীনে যে ৫টি Component এ কাজ তার প্রত্যেকটির নীতিমালা পেতে চাই।**

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনটি গ্রহণ না করায় তিনি ১৩-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম ফকীর ও প্রতিপক্ষ জনাব জসীমউদ্দিন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনটি গ্রহণ না করায় তিনি তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী একটি সরকারী প্রজেক্ট। পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য এটি কাজ করে। অভিযোগকারী এ কার্যক্রমের একজন সদস্য। ২০১৩ সালে নীতিমালা চূড়ান্ত হয়। অভিযোগকারী যখন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন তখন তার কার্যালয়ে নীতিমালার কপি না থাকায় অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য দিতে পারেননি। এছাড়া অভিযোগকারী এ প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী হওয়ায় তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তাকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সঠিক ধারনা ছিলনা। বর্তমানে তার দপ্তরে নীতিমালার কপি রয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে এসেছেন এবং তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট তথ্য না থাকায় তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৭-১২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
পিতা-উৎপল রায়
প্রথম আলো সাভার কার্যালয়
৫১/এ সাভার বাজার রোড
উপজেলা-সাভার
জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব ফারুক আহাম্মেদ
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ঢাকা জেলা পরিষদ কার্যালয়
আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৫-০১-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় ০৮-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা জেলা পরিষদ কার্যালয়, আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে ঢাকা জেলা পরিষদের অধীনে যেসব উন্নয়ণমূলক কাজ হয়েছে বছর ভিত্তিক সেসব প্রকল্পের নাম, বরাদ্দের পরিমান ও কাজের সর্বশেষ অবস্থাসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপকদের নাম।

২. ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে যেসব প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে বছর ভিত্তিক সেসব প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাসহ বরাদ্দের পরিমান এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপকদের নাম।

৩. ঢাকা জেলা পরিষদের মালিকানাধীন মোট জমির পরিমান কত? থানা ও মৌজাভিত্তিক জমির পরিমানসহ জমিগুলো কি অবস্থায় আছে তা জানতে চাই।

৪. জেলা পরিষদের মালিকানাধীন কোনো জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়ে থাকলে কোন মৌজায় কতটুকু জমি কার নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে?

৫. কোনো জমি বেদখল হয়ে থাকলে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য ও জমির পরিমান।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে হাসিনা দৌলা, প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ঢাকা জেলা পরিষদ, উত্তরা, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ৩০-১২-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় হাজির। প্রতিপক্ষ ঢাকা জেলা পরিষদ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব নুর এ আলম উজ্জল হাজির। শুনানীকালে বিজ্ঞ আইনজীবী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৫-০১-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় হাজির। প্রতিপক্ষ ঢাকা জেলা পরিষদ কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব ফারুক আহাম্মেদ এবং তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব নুর এ আলম উজ্জল হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৭। প্রতিপক্ষ প্রতিপক্ষ ঢাকা জেলা পরিষদ কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি নতুন যোগদান করেছেন এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারনা কম থাকায় পূর্বের ধার্য তারিখে তিনি উপস্থিত না হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবীকে শুনানীতে প্রেরণ করেছিলেন। বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত কিছু তথ্য প্রস্তুত রয়েছে। অবশিষ্ট তথ্য প্রস্তুত করার জন্য সময়ের প্রয়োজন। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় এবং তথ্য প্রস্তুত না থাকায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২২-০২-২০১৫ তারিখ বা পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য ঢাকা জেলা পরিষদ কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩।নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ
পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন
৩৯/১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ
৪ র্থ তলা, রুম নং-২০৬
ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাপেক্স
৪ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ১৩-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাপেক্স, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **বর্তমান এমডি জনাব আব্দুল বাকী সাহেব দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অদ্য পর্যন্ত কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে (১) ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন (২) স্পন্সর (৩) অনুদান বাবদ কতটাকা প্রদান করা হয়েছে সে বিষয়ের বিবরনী।**
২. **বর্তমান এমডি জনাব আব্দুল বাকী ২৫-০৪-২০১৩ তারিখ থেকে অদ্য পর্যন্ত (১) বেতন-ভাতা (২) মোবাইল ফোন-ফ্যাক্স বিল (৩) গাড়ি কতটি+জ্বালানী বাবদ টাকা (৪) ভ্রমণ-আপ্যায়ন (৫) বিদেশ ভ্রমণ ও বিবিধ খাতে মোট কত টাকা খরচ করেছেন উহার লিখিত বিবরণী।**
৩. **বর্তমান এমডি সাহেব বিগত ২৫-০৪-২০১৩ ইং তারিখ থেকে অদ্য পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যাক্তির সাথে আর্থিক ব্যয় সংক্রান্ত কতটি চুক্তি সম্পাদন করেছেন উহার প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বিবরনী।**
৪. **২৫-০৪-২০১৩ ইং তারিখ থেকে অদ্য পর্যন্ত বাপেক্সের মোট কতটি টেন্ডার, আন্তর্জাতিক টেন্ডার ও কোটেশন আহ্বান করা হয়েছে উহার কাজের নাম ও টাকার পরিমান উল্লেখসহ লিখিত বিবরনী।**
৫. **২৫-০৪-২০১৩ ইং তারিখ থেকে অদ্য পর্যন্ত বাপেক্সের মোট কতটি খনন ও কতটি জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে উহার ব্যয় উল্লেখসহ লিখিত বিবরনী।**
৬. **২৫-০৪-২০১৩ ইং তারিখ থেকে অদ্য পর্যন্ত বাপেক্সের মোট কতজন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে উহার পদবী ও সংখ্যা উল্লেখসহ লিখিত বিবরনী।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০৯-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ মাহাবুব ছারোয়ার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাপেক্স, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২০-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ও প্রতিপক্ষ জনাব মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাপেক্স, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাপেক্স, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অফিস সহকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি তিনি প্রাপ্ত হননি। অভিযোগকারী আপীল আবেদন করার পর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে জানতে পারেন। অভিযোগকারীর যাচিত ব্যক্তিগত তথ্য দেয়া যাবে কিনা এ বিষয়ে দ্বিধা থাকায় এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় এ বিষয়ে আইনগত মতামত চেয়ে লিগ্যাল এডভাইজার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যেই অভিযোগকারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। লিগ্যাল এডভাইজার তথ্য সরবরাহের বিষয়ে মত প্রদান করেন। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য ৬ টি বিভাগ হতে সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন রয়েছে।

০৬। ৬টি ডিভিশন হতে ১০ দিনের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করে ২০ দিনের মধ্যে অভিযোগকারীকে প্রদানের বিষয়ে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সংগ্রহপূর্বক তথ্য প্রদানের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য বিবেচনায় এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি । দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০১-২০১৫ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাপেক্স, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতা-মরহুম মৌঃ সফিউদ্দিন
ই-৩৪, র‌্যাব-২এর পাশে
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ উপ পরিচালক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন (২য় তলা), ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ১৭-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব বিজয় কুমার ঘোষ, উপ পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন (২য় তলা), ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের পত্র নং ৩৭.০৭.০০০০.০০৮.১৪.৩৬৫.০৯.৩০১১ তারিখ ২২-১২-২০১৩ খ্রিঃ এর আলোকে ঢাকা শেরে বাংলা নগর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের গার্ডিয়ানশেড ও টয়লেট ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে নির্মাণ না করার কারণ ও তথ্যাদি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১১-০৯-২০১৪ তারিখে ড. মোহাম্মদ সাদিক, সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৬-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ও প্রতিপক্ষ জনাব বিজয় কুমার ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা, এ্যাডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা [প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন (২য় তলা), ঢাকা] হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন তিনি পদোন্নতি পেয়ে বর্তমানে পাবনা এ্যাডওয়ার্ড কলেজে কর্মরত আছেন। ১৩-১১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে প্রেষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে শেরে বাংলা নগর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের গার্ডিয়ানশেড ও টয়লেট নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প নির্বাচনের বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সভা অনুষ্ঠিত হবার পর এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অভিযোগকারীকে জানানো সম্ভব হবে।

০৬। প্রকল্প নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি অভিযোগকারীকে অবগত করার বিষয়ে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করলে জনাব বিজয় কুমার ঘোষ বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে সে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, গার্ডিয়ানশেড ও টয়লেট নির্মানের জন্য দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। উপস্থিত জনাব বিজয় কুমার ঘোষ, প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীকে প্রকল্প নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অভিযোগকারীকে প্রকল্প নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি অবগত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার
গ্রাম+পোষ্ট-বিপুলাসার
মনোহরগঞ্জ
কুমিল্লা-৩৫৭২।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নেয়ামত উল্লাহ
পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার তার দাখিলকৃত ৮৮/২০১৩ ও ৩০/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক তথ্য প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয়া হলেও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নেয়ামত উল্লাহ তথ্য প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে ২৬-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার হাজির। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নেয়ামত উল্লাহ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে দাখিলকৃত রীট পিটিশনের কপিসহ পত্র প্রেরণ করে গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৮৮/২০১৩ ও ৩০/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক তথ্য প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয়া হলেও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নেয়ামত উল্লাহ তথ্য প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

০৪। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রেরিত পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে ৮৮/২০১৩ ও ৩০/২০১৪ নং অভিযোগে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে এবং সকল কার্যক্রমের বিষয়ে মহামান্য আদালত কর্তৃক ৬ মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, বিষয়টি সাবজুডিস হওয়ায় এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন হবে না মর্মে কমিশন মনে করে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর বক্তব্য শ্রবণান্তে ও প্রতিপক্ষ এর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। মহামান্য আদালত এ বিষয়ে ৬ মাসের নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। মহামান্য আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা থাকায় এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>**সিদ্ধান্ত।**</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত ভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন হবে না মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলো না। অভিযোগটি নথিজাত করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব হরিচাঁদ রায়
পিতা- মৃত বনমালী রায়
গ্রাম-দারুন মল্লিক
ডাকঘর-দারুন মল্লিক
উপজেলা-পাইকগাছা
জেলা-খুলনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জসীমউদ্দিন
সোসিও ইকোনোমিষ্ট
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী
বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড
শেখ পাড়া, খুলনা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৯-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব হরিচাঁদ রায় ০১-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব জসীমউদ্দিন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের অধীনে ২২ নং পোল্ডারে কতটি সমিতি আছে এবং কোন কোন গ্রামে এই প্রোগ্রামের আওতায় কি কি কৃষি উপকরণ বিতরন করা হয়েছে?**
২. **পানি ব্যবস্থাপনার সমিতির পরিচালনায় নীতিমালা এবং প্রদত্ত কৃষি উপকরণ ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা/নীতিমালা সম্পর্কে তথ্য পেতে চাই।**
৩. **২২ নং পোল্ডারের নোয়াই, দারুন মল্লিক, হরিন খোলা, সৈয়দখালী, তেলিখালী, গোপী পাগলা, ফুলবাড়ী, বিগরদানা, সেনের বেড়, কালিনগর, হাটকটি, দুর্গাপুর গ্রামের পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা এবং কি কি কৃষি সহায়তা ও কৃষি উপকরণ পেয়েছে তার পরিমান ও নামসহ তালিকা।**

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনটি গ্রহণ না করায় তিনি ২৬-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব হরিচাঁদ রায় ও প্রতিপক্ষ জনাব জসীমউদ্দিন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনটি গ্রহণ না করায় তিনি তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী একটি সরকারী প্রজেক্ট। পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য এটি কাজ করে। অভিযোগকারী এ কার্যক্রমের একজন সদস্য। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যথাযথ ধারনা না থাকায় এবং অভিযোগকারী এ কর্মসূচীর একজন সুবিধাভোগী হওয়ায় ভুল বুঝাবুঝির কারণে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারী কর্তৃক যাচিত ১ নং ক্রমিকের তথ্যের মধ্যে কমিটির সংখ্যার তথ্য প্রদান করা যাবে কিন্তু কৃষি উপকরণ এ

দপ্তর থেকে বিতরণ করা হয় না বিধায় এ তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয়। ২ নং ক্রমিকের যাচিত নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে। ৩ নং ক্রমিকের তথ্য তাদের দপ্তরে নেই। কোন দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে সে তথ্য অভিযোগকারীকে প্রদান করা যাবে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট অভিযোগকারীর যাচিত সম্পূর্ণ তথ্য না থাকায় তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৭-১২-২০১৪ তারিখ বা তদ্পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোসিও ইকোনোমিষ্ট, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচী, বাড়ী নং-৩৬২, শের ই বাংলা রোড, শেখ পাড়া, খুলনা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আবু তাহের
পিতা-নুর আহাম্মদ
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
মাষ্টার পাড়া, এনায়েত হাজী বাড়ী
ফেনী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব ইফতেখার আহ্মেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পরিবার পরিকল্পনা
ফেনী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবু তাহের ২৮-১০-২০১৪ তারিখে উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ফেনী এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি "বিধি মোতাবেক তথ্য পাওয়ার আবেদন" উল্লেখ করলেও কোন বিবরনী দেননি, এমনকি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনেও "বিধি মোতাবেক তথ্য পাওয়ার আবেদন" উল্লেখ করেছেন কিন্তু কি ধরনের তথ্য তা উল্লেখ করেননি।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবু তাহের ও প্রতিপক্ষ জনাব ইফতেখার আহ্মেদ চৌধুরী, উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ফেনী হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। প্রতিপক্ষ উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পরিবার পরিকল্পনা, ফেনী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে অসুস্থতার জন্য ০৮-০৪-১৯৯৭ হতে ১৮-০৬-১৯৯৭ তারিখ পর্যন্ত ৬২ দিন ছুটি মঞ্জুর করা হয়। ছুটি ভোগের পর তিনি চাকুরীতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি ছুটি না নিয়ে পুনরায় অফিসে অনুপস্থিত থাকেন। ০৩-০৯-১৯৯৮ তারিখে অভিযোগকারী অর্জিত ছুটি মঞ্জুরীর আবেদন উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ফেনী ফেরৎ প্রদান করেন। কারণ উক্ত আবেদনের সাথে ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্রের মূল কপি, অর্জিত ছুটির নির্ধারিত ফরম, ছুটিকালীণ সময়ে কে উক্ত পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করবে তার নাম ও পদবী ও তার চাকুরী নামা বইসহ না থাকায় সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র অভিযোগকারীকে উক্ত কার্যালয়ে দাখিলের জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি সে সকল কাগজপত্র দাখিল করেননি। এর প্রেক্ষিতে ০৮-১০-১৯৯৮ তারিখে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়। অভিযোগকারীর চাকুরী পুনর্বহাল সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলার আনীত অভিযোগ তদন্ত করা হয়। উক্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার সময় অভিযোগকারী উপস্থিত ছিলেন। তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ এরফান আলী, উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, নারায়ণগঞ্জ তার দাখিলকৃত ০২-১২-১৯৯৯ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন আবু তাহের কর্তব্যে অবহেলা ও অসদাচারণের দায়ে দোষী। পরবর্তীতে তাকে অনুপস্থিতি ও অসদাচারণের কারণে চাকুরীচ্যুত করা হয়।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি ছুটি ভোগ শেষে অফিসে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে অফিস হতে ফেরার পথে বাস দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং তার পা ভেঙ্গে যায়। হাসপাতালে থাকায় যথাসময়ে ছুটির দরখাস্ত প্রদান করতে পারেননি। তিনি ০৩ মাস হাসপাতালে ছিলেন। তার মেডিক্যাল সার্টিফিকেট রয়েছে। যোগদান করার পূর্বেই অন্যায়ভাবে তাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে। তাকে চাকুরীচ্যুত করার পর তদন্ত করা হয়েছে। কোন কারণ দর্শানোর নোটিশ বা কোন পত্র তিনি পাননি। তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঠিকানা উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে। তাকে কোন তথ্যের ভিত্তিতে অন্য জেলার বলা হচ্ছে তার সার্টিফিকেট প্রয়োজন।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আরো জানান যে, অভিযোগকারী বাস দুর্ঘনায় পতিত হওয়া, ছুটির আবেদন সত্বে ও অনুপস্থিত দেখিয়ে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা, তার সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ না করা ইত্যাদি বক্তব্যের কোন সত্যতা নেই। তার অসত্য ঠিকানা ব্যবহার করে চাকুরী নেয়া, পরবর্তী সময়ের নানা অনিয়ম, অসদাচারণ এবং অননুমোদিত অনুপস্থিতি ইত্যাদি সঙ্গত কারণে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ফেনী তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তার বরখাস্তাদেশের বিরুদ্ধে মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন এবং সামগ্রিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় আপীল আবেদন বিবেচনা করার অবকাশ নেই মর্মে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জানিয়ে দেয়। তিনি সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, ফেনীতে তার বরখাস্তাদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, ফেনী মামলায় সরকারের পক্ষে রায় প্রদানপূর্বক মামলাটি ডিসমিস করেন। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত, ফেনীতে দেওয়ানী আপীল মামলা দায়ের করেন এবং বিজ্ঞ আদালত নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রী বলবৎ রাখেন। তিনি পুনরায় বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল, চট্টগ্রাম এ এ,টি মামলা দায়ের করেন এবং উক্ত মামলার রায়েও তার আবেদন না মঞ্জুরপূর্বক খারিজ করেন। অভিযোগকারী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে দাখিলকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অনুযায়ী তথ্য প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে "বিধি মোতাবেক তথ্য পাওয়ার আবেদন" উল্লেখ করলেও তিনি কি তথ্য চান তা উল্লেখ না করায় তা প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

০৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় তদন্তপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অভিযোগকারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং তদন্ত প্রতিবেদনের কপি অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয়েছে। প্রশাসনিক এবং আইনগত সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ও অভিযোগকারী চাকুরী ফিরে পেতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্রমাগত বিভিন্ন পর্যায়ে আবেদন করে সরকারী কার্যক্রম বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন। অভিযোগটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে পুনরায় তদন্ত প্রতিবেদনের কপি অভিযোগকারীকে সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

<u>পর্যালোচনা।</u>

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে এবং তাকে সে প্রেক্ষিতে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান সত্ত্বেও অভিযোগকারী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন। বর্তমান তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও অভিযোগে "বিধি মোতাবেক তথ্য পাওয়ার আবেদন" উল্লেখ করলেও তিনি কি তথ্য চান তা উল্লেখ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। আবেদন অস্পষ্ট হওয়ায় অভিযোগটি সরাসরি খারিজযোগ্য। তথাপি শুনানীকালে অভিযোগকারীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তদন্ত প্রতিবেদনের কপি পুনরায় সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, চাকরী সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিষয়ে তথ্য কমিশনের কিছু করণীয় নেই।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তদন্ত প্রতিবেদনের কপি পুনরায় সরবরাহের জন্য উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পরিবার পরিকল্পনা, ফেনী-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ সায়েমা আফরোজ
পিতা-সাঈদ বিন ইসকান্দার
বাড়ি-১৫/এ, রোড-৩
ধানমন্ডি, আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৫।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শাহ আলম চৌধুরী
পরিচালক (জোন-৫)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী সায়েমা আফরোজ ১৩-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সদস্য (পরিকল্পনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব শেখ আব্দুল মান্নান বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের বড়কাউ ও পাড়াবর্থা মৌজার ৫ টি গ্রামে "পূর্বাচল নতুন শহর" প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য-

- **রাজউক কর্তৃক এল এ কেস নং-৩/২০০০-২০০১ এর অধীনে অধিগ্রহণকৃত এ দুটি মৌজায় কি কি প্রজাতির কি পরিমান গাছ ছিল তার বিবরণ।**
- **এল এ কেস নং-২/২০০০-২০০১ এবং ৭/২০০১-২০০২ এর অধীনে অধিগ্রহণকৃত এ দুটি মৌজায় কি কি প্রজাতির কি পরিমান গাছ ছিল/ আছে তার বিবরণ ও এর মূল্য বাবদ কত টাকা ধার্য্য হয়েছে এবং কত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৯-০৯-২০১৪ তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জি.এম. জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ৩০-১২-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী সায়েমা আফরোজ গরহাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর পরিচালক (জোন-৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহ আলম চৌধুরী হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে ১৭৫২ পৃষ্ঠা তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এজন্য ১৭,৫২০/- টাকা তথ্য মূল্য গ্রহণ করা হয়েছে যা রাজউকের চেয়ারম্যানের একাউন্টে জমা হয়েছে।

০৬। রাজউকের নিজস্ব কোন আইনে তথ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা? কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান রাজউকের তথ্য মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে আলাদা কোন বিধান নেই তবে যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা লিগ্যাল সাইজের কাগজে প্রদান করা হয়েছে এবং কিছু ম্যাপও প্রদান করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকায় নির্ধারিত কোডে তথ্য মূল্য জমা প্রদান করা হয়নি। নির্ধারিত কোডে তথ্য মূল্য জমা প্রদানের বিষয়ে কমিশন নির্দেশনা প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছেন, কিন্তু তথ্য মূল্য যথাযথ কোডে জমা প্রদান করেননি। যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য মূল্য নির্ধারিত কোডে জমা দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর পরিচালক (জোন-৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম
পিতা-মৃত হোসেন মিয়া
গ্রাম- ফতের কান্দি
পোঃ-দুলালপুর বাজার
উপজেলা-হোমনা
জেলা-কুমিল্লা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
প্রধান শিক্ষক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ফতের কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
হোমনা, কুমিল্লা।
২। জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম
সভাপতি
বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং
বাছাই ও নিয়োগ কমিটি
ফতের কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
হোমনা, কুমিল্লা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ১৬-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া, সভাপতি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাছাই ও নিয়োগ কমিটি, ফতের কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা এবং প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ফতের কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ফতের কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরী কাম নৈশ প্রহরী পদে মোঃ বিন রাসেলকে প্রদত্ত নিয়োগ পত্রের ১ (এক) টি সত্যায়িত ফটোকপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০২-০৯-২০১৪ তারিখে কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহকারী কমিশনার জনাব তুষার আহমেদ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর ২৩-০৯-২০১৪ তারিখে ৩৪৩ নং স্মারকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক প্রেরিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্যে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট হতে না পারায় প্রদত্ত তথ্য পরিকল্পিত ও হয়রানীমূলক উল্লেখ করে ৩০-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগকারী তার অভিযোগে আরো উল্লেখ করেন যে, ১০-০৮-২০১৪ তারিখে একই তথ্য চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন, কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন কপি/প্রমাণ অত্র অভিযোগের সাথে সংযুক্ত করে দেননি।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ গোলাম ফারুক ভূইয়া হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, সভাপতি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাছাই ও নিয়োগ কমিটি, ফতের কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা এবং জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ফতের কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা এবং তাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে,

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নীতিমালা অনুযায়ী নৈশ প্রহরী পদের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের/ওয়ার্ডের প্রার্থী হতে হয়। কিন্তু নিয়োগ দেয়া হয়েছে অন্য ইউনিয়নের প্রার্থীকে।

০৫। প্রতিপক্ষ প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নীতিমালা অনুযায়ী নৈশ প্রহরী পদের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের/ওয়ার্ডের এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার প্রার্থী হতে হয়। সরকারী বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার প্রার্থী এবং যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী হওয়ায় এবং জনাব মোঃ বিন রাসেল এর যাবতীয় শিক্ষা সনদ, জাতীয় পরিচয় পত্র, জন্ম নিবন্ধন ইত্যাদি বিবেচনা করে বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম নৈশ প্রহরী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত নিয়োগ পত্রের কপি সাথে নিয়ে এসেছেন এবং কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তা অদ্যই সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, নীতিমালা অনুযায়ী দপ্তরী কাম নৈশ প্রহরী পদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অদ্যই অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ফতের কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ
পিতা-ক্বারী হাসমত আলী
গ্রাম+পোষ্ট-মেছেরা
পোষ্ট কোড নং-২৩০০
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
২ নং সিদলা ইউনিয়ন পরিষদ
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ ০৩-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ ফজলু মিঞা, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ২ নং সিদলা ইউনিয়ন পরিষদ, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **স্মারক নং ০৫/১২/৪৮০০.০১৬-০৪-০০১-২০১১-১৯ জেলা প্রশাসক হইতে গ্রাম আদালতের আশ্রয় নেওয়ার গ্রাম আদালতের সভাপতি বরাবরে যে পত্র আসিয়াছে সেই পত্রের তদন্তের প্রতিবেদন চাই।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০১-১০-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ কামরুজ্জামান কাঞ্চন, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ২ নং সিদলা ইউনিয়ন পরিষদ, হেসেনপুর, কিশোরগঞ্জ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ ও প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ২ নং সিদলা ইউনিয়ন পরিষদ, হেসেনপুর, কিশোরগঞ্জ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ২ নং সিদলা ইউনিয়ন পরিষদ, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্তির পর ১৬-০৯-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ জুয়েল মিয়া গ্রাম আদালত সহকারী, ২ নং সিদলা ইউনিয়ন পরিষদ, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ বরাবর অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের বিষয়ে জরুরীভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রের প্রেক্ষিতে গ্রাম আদালত সহকারী ২৩-০৯-২০১৪ তারিখে জানান ০৩-১১-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারী কর্তৃক প্রেরিত পত্র ইউপি চেয়ারম্যান বরাবর উপস্থাপন করা হলে ইউপি চেয়ারম্যান নথিতে উক্ত আবেদনের বিষয়ে মতামত লিপিবদ্ধ করেন। এই মতামত ছাড়া তার কাছে আর কোন তথ্য নেই মর্মে জানান। ০১-১২-২০১৩ তারিখের আদেশের ফটোকপি অভিযোগকারী অফিসে না আসায় ০১-১০-২০১৪ তারিখে অভিযোগকারী বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হয়।

আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) কর্তৃক ১৬-১০-২০১৪ তারিখে অভিযোগকারীকে ০১-১০-২০১৪ তারিখে রেজিস্ট্রি পত্রমূলে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) আরো জানান অভিযোগকারী বগাআরা খাল বন্ধ প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ বরাবরে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক এর পক্ষে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট ০৫-০৪-২০১২ তারিখে অভিযোগকারীকে গ্রাম আদালতে আশ্রয় নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করে চিঠি প্রেরণ করেন। কিন্তু অভিযোগকারী গ্রাম আদালতের শরণাপন্ন হননি। পরবর্তীতে অভিযোগকারী ২৭-১০-২০১৩ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে তার পত্রটি ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করেন। অভিযোগকারী গ্রাম আদালত উপস্থিত হননি এমনকি কোন আবেদন না করায় তার মামলাটি গ্রাম আদালতে নথিভুক্ত করা হয়। ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত এ আদেশ অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক এর পক্ষে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট এর আদেশ অনুযায়ী গ্রাম আদালতে আশ্রয় গ্রহণ না করায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত প্রতিকারের বিষয়ে কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি ফলে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তবে এ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত মতামত অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগকারী সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট এর আদেশ অনুযায়ী গ্রাম আদালতের শরণাপন্ন না হওয়ায় এবং এ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক লিখিত মতামত প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, অভিযোগকারী সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট এর আদেশ অনুযায়ী গ্রাম আদালতের শরণাপন্ন হননি এবং ইউপি চেয়ারম্যানের মতামত অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয়েছে, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ রাসেল ঢালী
পিতা-ইউনুছ ঢালী
গ্রাম-চন্দনধূল, পোষ্ট-ইছাপুর
উপজেলা-সিরাজদিখান
জেলা-মুন্সীগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন
পরিচালক
বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়
ঢাকা বিভাগ, আজিমপুর
ঢাকা-১২০৫।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ রাসেল ঢালী তার দাখিলকৃত ১০০/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে ০২-১১-২০১৪ তারিখে পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১০০/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬-১০-২০১৪ তারিখের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশনা থাকলেও কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ রাসেল ঢালী হাজির। প্রতিপক্ষ পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, আজিমপুর-১২০৫ গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির থাকায় ৩০-১২-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ রাসেল ঢালী ও প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পরিচালক, বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ১০০/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য না পাওয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তার প্রার্থীত ৮ টি তথ্যের মধ্যে ১ ও ২ নং ক্রমিকের ২ টি তথ্য সঠিক পেয়েছেন কিন্তু অবশিষ্ট ৬ টি তথ্য সঠিক নয়।

০৫। পরিচালক, বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে ১০০/২০১৪ নং অভিযোগের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া অভিযোগকারী মহামান্য হাইকোর্টে চাহিত তথ্যাদির বিষয়ে ৫০৬০/২০১৪ নং রীট পিটিশন দায়ের করেছেন।

০৬। অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়েরের বিষয়ে সত্যতা স্বীকার করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী জনাব মোঃ রাসেল ঢালী কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। মহামান্য আদালতে বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় কমিশন কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিতভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন হবে না মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলো না। অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান
পিতা-মরহুম পয়গাম আলী
গনেশতলা পৌর মার্কেট (২য় তলা)
দিনাজপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ ডপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
রুপালী ব্যাংক লিমিটেড
জোনাল অফিস, দিনাজপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান ১২-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রুপালী ব্যাংক লিমিটেড, জোনাল অফিস, দিনাজপুর বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **দিনাজপুর জেরায় রুপালী ব্যাংকের মোট কয়টি শাখা? তন্মধ্যে দিনাজপুর সদরে কতগুলো এবং অন্যান্য উপজেলায় কয়টি?**
- **দিনাজপুর জেলার আওতায় গত ২০১৩ সালে মোট কয়টি সার্টিফিকেট মামলা হয়েছে? শাখাওয়ারী প্রদান করার জন্য।**
- **দিনাজপুর জেলার আওতায় গত ২০১৩ সালে মোট কয়টি অর্থঋণ আদালতে মামলা হয়েছে? শাখাওয়ারী প্রদান করার জন্য।**
- **ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহককে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে এবং সার্টিফিকেট মামলা ও অর্থঋণ আদালতে মামলা করতে গেলে কোন ধরনের স্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয়? এই স্ট্যাম্পগুলি ক্রয় করা হয় কোথা থেকে? শাখাওয়ারী, কিনে থাকলে কোথা থেকে ক্রয় করে তার বর্ণনা। ভেন্ডারদের কাছে ক্রয় করে থাকলে নামসহ)**
- **দিনাজপুর রুপালী ব্যাংক জোনের অধীনে প্রতিটি শাখায় কর্পেরেট সহ গত সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্প, ডাকটিকিট, রেভিনিউ স্ট্যাম্প, স্মারক ডাকটিকিট এবং নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প কত টাকার ক্রয় করেছেন?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০৯-২০১৪ তারিখে জেনারেল ম্যানেজার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), রুপালী ব্যাংক লিমিটেড, জোনাল অফিস, দিনাজপুর বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০২-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান তথ্য প্রাপ্ত হয়ে তথ্য কমিশনে তার অভিযোগ নিষ্পত্তির আবেদন করে গরহাজির। প্রতিপক্ষ ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রুপালী ব্যাংক লিমিটেড, জোনাল অফিস, দিনাজপুর গরহাজির।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। অভিযোগকারী অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান
পিতা-সৈয়দ সৈয়দুজ্জামান
২৩৫, উত্তর শাহজাহানপুর
ঢাকা-১২১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাবা রওশন আরা জামিল
প্রধান মনোবিজ্ঞানী ও
পরিচালক (নন ক্যাডার ও অন্যান্য)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
আগারগাঁও, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান তার দাখিলকৃত ৯৬/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে ০২-১১-২০১৪ তারিখে রওশন আরা জামিল, প্রধান মনোবিজ্ঞানী ও পরিচালক (নন ক্যাডার ও অন্যান্য) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৯৬/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় এবং পিএসসি ফাইল থেকে নথি গায়েব সহ সংযুক্ত ছকে বর্ণিত আলামত পাওয়ার প্রেক্ষাপটে পিএসসি ফাইল তলবকরণ এবং নির্দেশনা ভঙ্গকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আরটিআই আইনে ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রার্থীত তথ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান ও প্রতিপক্ষ রওশন আরা জামিল, প্রধান মনোবিজ্ঞানী ও পরিচালক (নন ক্যাডার ও অন্যান্য) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৯৬/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় এবং নির্দেশনা ভঙ্গকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রার্থীত তথ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

০৪। প্রতিপক্ষ রওশন আরা জামিল, প্রধান মনোবিজ্ঞানী ও পরিচালক (নন ক্যাডার ও অন্যান্য) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৯৬/২০১৪ নং অভিযোগে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ২৬-১০-২০১৪ তারিখের মধ্যে তথ্য প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এবং তার কাছে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য না থাকায় তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে নথি উপস্থাপন করেন। তার নিকট তথ্য না থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সভায় উপস্থাপন পূর্বক ৯৬/২০১৪ নং অভিযোগে উল্লিখিত তথ্যাদি প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে ২৬-১০-২০১৪ তারিখে ২৯৭ নং স্মারকপত্রের মাধ্যমে তথ্য কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারী কাজে দেশের বাহিরে থাকায় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। দেশে ফেরার পর অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট না থাকায় কমিশন সভায় উপস্থাপনপূর্বক বিবেচ্য তথ্যাদি প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি কমিশন সভায় উপস্থাপনের পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারী কাজে দেশের বাহিরে থাকায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি বিধায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে পারেননি। পূর্বের ধার্য তারিখে তথ্য সরবরাহ করতে না পারায় পুনরায় ৩০-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশনা প্রদান করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

পর্যালোচনান্তে ৯৬/২০১৪ নং অভিযোগে প্রদত্ত আদেশ বহাল রেখে আগামী ৩০-১২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য প্রধান মনোবিজ্ঞানী ও পরিচালক (নন ক্যাডার ও অন্যান্য) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আঃ আউয়াল
পিতা-মৃত আব্দুস সোবহান
গ্রাম-টেক কাথোরা
ডাকঘর-সালনা বাজার
গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ বিনিতা রানী
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
গাজীপুর সদর
গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আঃ আউয়াল ০৯-১১-২০১৪ তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গাজীপুর সদর এবং জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), গাজীপুর এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, "প্রধান তথ্য কমিশনারের নির্দেশ মোতাবেক গাজীপুর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও তথ্য কর্মকর্তা জনাব শাহীনুর ইসলাম বিগত ২১-০৮-২০১৩ তারিখে যে তথ্য প্রদান করেছেন সে তথ্যের চেয়ে বেশী খাজনা আদায় হয় কেন?" তথ্য চেয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার ১দিন পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যে তথ্য সরবরাহ করে তা সঠিক নয়। আপীল কর্তৃপক্ষ শুনানীঅন্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যথাযথ তথ্য প্রদান করায় আপীল আবেদনটি খারিজ করে দিলে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আঃ আউয়াল ও প্রতিপক্ষ গাজীপুর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বিনিতা রানী হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক গাজীপুর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব শাহীনুর ইসলাম বিগত ২১-০৮-২০১৩ তারিখে যে তথ্য প্রদান করেছেন সে তথ্যের চেয়ে বেশী খাজনা আদায় হয় কেন? এ তথ্য চেয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবরে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ শুনানীঅন্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যথাযথ তথ্য প্রদান করায় আপীল আবেদনটি খারিজ করে দিলে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ সহকারী কমিশনার (ভূমি) গাজীপুর সদর, গাজীপুর তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তথ্য কমিশনের পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২১-০৮-২০১৩ তারিখে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে অভিযোগকারীকে সে অনুযায়ী খাজনা প্রদানের জন্য বলা হলে পুনরায় ১৬-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পুনরায় তাকে সে তথ্য ১৬-০৪-২০১৪ তারিখে সরবরাহ করেছেন। আজকেও অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে এসেছেন এবং তা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৬। অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়ে সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য কমিশন অভিযোগকারীকে তার অভিযোগের বিষয়ে ২ দিনের মধ্যে আবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক অভিযোগকারী আবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে, একই জমির বারবার খাজনা নেয়া হচ্ছে, কৃষি জমির খাজনা ২২ টাকা হারে আদায়, জমি নেই তবুও অবৈধ খারিজ হচ্ছে এবং অফিস থেকে খারিজের নথি হারানো এই সকল বিষয় সুব্যবস্থা গ্রহণ এবং সালনা ভূমি অফিসে নামজারি ও খাজনার তথ্য বোর্ডে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে পূর্বে তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহের জন্য সাথে নিয়ে এসেছেন। অভিযোগকারী অভিযোগের বিষয়টি স্পষ্ট কওে এবং তিনি কি প্রতিকার চাচ্ছেন সে বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ এবং অভিযোগকারীকে আইন অনুযায়ী যাচিত প্রতিকার প্রদানের নির্দেশনা প্রদান যথাযথ হবে মর্মে কমিশন মনে করে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত একই জমির বারবার খাজনা নেয়ার কারণ, কৃষি জমির খাজনা ২২ টাকা হারে আদায়ের কারণ, জমি নেই তবুও অবৈধ খারিজ করে দেয়ার কারণ এবং অফিস থেকে খারিজের নথি হারানোর কারণ সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য এবং অভিযোগকারীর অভিযোগগুলোর বিষয়ে লিখিত জবাব ১৫.০১.২০১৫ তারিখের মধ্যে তথ্য কমিশনে প্রেরণের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) গাজীপুর সদর, গাজীপুর-কে নির্দেশনা দেয়া হলো (অভিযোগের ফটোকপি সংযুক্ত পাতা)।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব জাহিদ হাসান
পিতা-মৃত মহব্বত আলী মুন্সি
মহল্লা-নাগড়
ডাকঘর-নেত্রকোনা
নেত্রকোনা সদর
নেত্রকোনা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
ও
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
নেত্রকোণা।
২। জনাব সাদিউর রহমান
সহকারী কমিশনার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
নেত্রকোণা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব জাহিদ হাসান ১৭-১১-২০১৩ ও ১১-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-
১৭-১১-২০১৩ তারিখে প্রার্থীত তথ্য-

- **নেত্রকোনা জেলায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের টি. আর. কাবিখা, সাধারণ ও বিশেষ কর্মসূচীর তালিকা।**

১১-০৫-২০১৪ তারিখে প্রার্থীত তথ্য-

- **নেত্রকোনা জেলায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২য় পর্যায়ে কাবিটা বিশেষ ও সাধারন কর্মসূচীর তালিকা তথ্য আইনের ভিত্তিতে পাওয়া প্রসঙ্গে। এসব তালিকা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার অফিসে সংরক্ষিত আছে।**

০২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, নেত্রকোনাকে এবং তদ্‌পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সকল ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদেরকে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীকে যে তথ্য সরবরাহ করা হয় তা আংশিক উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারী ১৫-০৭-২০১৪ তারিখে ড. খন্দকার শওকত হোসেন, বিভাগীয় কমিশনার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) আপীল শুনানী গ্রহণপূর্বক জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা-কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেন। উক্ত নির্দেশনার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-১১-২০১৪ তারিখে ড. আবুল কালাম আজাদ, জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা ও জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব জাহিদ হাসান হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব সাদিউর রহমান, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা এবং জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ত্রাণ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা বরাবরে ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। জেলা প্রশাসক নেত্রকোণা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সকল ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদেরকে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করেন।

এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীকে ০৪ টি উপজেলার আংশিক তথ্য সরবরাহ করা হয়, কিন্তু অবশিষ্ট ০৭ টি উপজেলার কোন তথ্য সরবরাহ না করায় অভিযোগকারী আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) আপীল শুনানী গ্রহণপূর্বক জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা-কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তবে অভিযোগকারী সুনির্দিষ্টভাবে কি তথ্য প্রাপ্ত হননি তা অবগত করলে প্রার্থীত সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

০৬। প্রতিপক্ষ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি সেপ্টেম্বর মাসে হতে হজ্বব্রত পালনের জন্য দেশের বাহিরে থাকায় অভিযোগকারীর সাথে এ বিষয়ে কোনরূপ যোগাযোগ করতে পারেননি। অভিযোগকারী সুনির্দিষ্টভাবে কি তথ্য প্রাপ্ত হননি তা অবগত করলে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

০৭। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট মর্মে কমিশন উল্লেখ করে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা প্রদান করলে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট হওয়ায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রদানযোগ্য। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৮-১২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, নেত্রকোণা এবং নেত্রকোণা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদ আলী খান
পিতা-মৃত হাসেম আলী খান
সেকশন-১৩, ব্লক-সি
লেন-০৮, বাসা-৪৯, কাফরুল
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আজহারুল হক
সদস্য (ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদ আলী খান ১৮-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ আজহারুল হক (যুগ্ম সচিব), সদস্য (ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সাহায্যপুষ্ট ঢাকার মিরপুরস্থ, ঢাকা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটির অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং প্রত্যাশিত সংস্থা (ডুইপ প্রকল্পের) মধ্যে যে চুক্তিপত্র (Agreement) হয়েছে সেই চুক্তিপত্র সরবরাহের অনুরোধ করা হল।**
- **ডুইপ প্রকল্পের প্লট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি কপি সরবরাহের অনুরোধ করা হল।**
- **ডুইপ প্রকল্পের প্লট বরাদ্দের প্রসপেক্টাস / বিবরনী পত্র সরবরাহের অনুরোধ করা হল।**
- **বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম উক্ত প্রকল্পের অনুমোদিত নক্শায় যাহা প্রসপেক্টাস অনুযায়ী সেকশন নম্বর ১, ২, ৬, ১১ এবং ১২ সন্নিবেশিত আছে, ইহার বাহিরে অন্য কোন সেকশনে প্লট সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা তাহার নক্শা সরবরাহের অনুরোধ করা হল।**
- **উক্ত ডুইপ প্রকল্পে সেকশন নং ১৩ তে প্রকল্পের কোন নক্শা অনুমোদিত হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে উক্ত অনুমোদিত নক্শা কপি সরবরাহ করা এবং উক্ত সেকশনে কোন ডুইপ প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে কতগুলো প্লট বরাদ্দ হয়েছে তাহার প্লট নম্বর, লেন নম্বর, রোড নম্বর, ব্লক নম্বরসহ হালনাগাদ তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হল।**
- **মিরপুরস্থ সেকশন-১৩, ব্লক-সি, লেন-৭ ও ৮ নম্বর এ কোন ডুইপ প্লট সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে প্লট নম্বরসহ নক্শা সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হল।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২১-০৯-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ সানোয়ার আলী, চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), চেয়ারম্যান এর কার্যালয়, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৯-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-১১-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদ আলী খান তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়ে অভিযোগ প্রত্যাহারপূর্বক নিষ্পত্তির জন্য তথ্য কমিশনে আবেদন করে গরহাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ আজহারুল হক (যুগ্ম সচিব), সদস্য (ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা গরহাজির।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগটি প্রত্যাহারপূর্বক নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী অভিযোগটি প্রত্যাহারপূর্বক নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব নূর মোহাম্মদ
পিতা-মৃত আসাদ উল্লাহ
৯৭/১, শংকর
চেয়ারম্যান গলি, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শাহ আলম চৌধুরী
পরিচালক (জোন-০৫)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব নূর মোহাম্মদ ১৪-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর পরিচালক (জোন-০৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহ আলম চৌধুরী বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

৫. **সরকারী নিয়মনীতি বর্হিভুত রাজউক হইতে নক্সা অনুমোদন ছাড়াই ১ নং হেয়ার স্ট্রিট, মৌজা শহর ঢাকা, থানা-সুত্রাপুর (সাবেক) বর্তমানে ওয়ারী অধিনে গত ৩১-০৫-০৬ ইং তারিখে রাজউকের স্মারক নং- রাজউক/নঅ-১/২সি-৮৫/০৫/৫১, তারিখ-৩১/০৫/২০০৬ ইং অবৈধ ১০ তলা বাড়ী ভাঙ্গা ও অপসারণ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের আবেদন।**

৬. **বিদ্যমান ভবনটি ভাঙ্গার জন্য যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাহার কপি।**

৭. **বিদ্যমান ভবনটি সাবেক ২৭/০২/০৭ ইং তারিখের সিদ্ধান্তের পর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তাহার বিস্তারিত বিবরনের কপি।**

৮. **অননুমোদিতভাবে তৈরী ভবনটি কবে, কার দ্বারা অপসারণ করা হবে তাহার বিবরন।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২০-১০-২০১৪ তারিে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১০-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব নূর মোহাম্মদ ও প্রতিপক্ষ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর পরিচালক (জোন-০৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহ আলম চৌধুরী হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর পরিচালক (জোন-০৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী বাড়ি নির্মাণের যে প্ল্যান পাশ করিয়েছেন তা সময় মত দেখাতে পারেননি এবং ৫ তলা অনুমোদন নিয়ে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করেছেন। এছাড়াও এ বিষয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মহামান্য হাইকোর্টে ৩৫১২/১১ নং রীট পিটিশন দায়ের করেছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। মহামান্য আদালতে বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় কমিশন কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত ভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন হবে না মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলো না। অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
পিতা-উৎপল রায়
প্রথম আলো সাভার কার্যালয়
৫১/এ সাভার বাজার রোড
উপজেলা-সাভার
জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ রাজুল করিম
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সাটুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় ১০-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাটুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার সাটুরিয়া ইউনিয়ান পরিষদের অনুকুলে প্রাপ্ত এলজিএসপির টাকার পরিমান। উল্লিখিত অর্থ বছর সমূহে প্রাপ্ত টাকায় যেসব উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে বছর ভিত্তিক সেসব প্রকল্পের নাম, প্রতিটি প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দের পরিমান, প্রকল্পগুলোর সর্বশেষ অবস্থাসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপক বা ঠিকাদার ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০৯-২০১৪ তারিখে মোঃ আবুল বাশার সরকার, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সাটুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ রাজুল করিম, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাটুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে তাকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু কাকে কাকে টিউবওয়েল প্রদান করা হয়েছে তার নাম ও তালিকা প্রাপ্ত হননি।

০৫। প্রতিপক্ষ সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাটুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, চাহিত তথ্য প্রেরণের জন্য অভিযোগকারীর সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করলে তিনি স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে তথ্য নিতে সম্মত হন। পরবর্তীতে তিনি স্বশরীরে উপস্থিত না হওয়ায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। আপীল আবেদন করার পর অভিযোগকারীকে ডাকযোগে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। বুঝতে ভুল হওয়ায় অভিযোগকারীর যাচিত সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত অবশিষ্ট তথ্যের মধ্যে টিউবওয়েল প্রাপ্তদের নাম ও তালিকা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী টিউবওয়েল প্রাপ্তদের নাম ও তালিকা ব্যাতিরেকে অবশিষ্ট তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথা টিউবওয়েলে প্রাপ্তদের নাম, ঠিকানাসহ তালিকা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১১-০১-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথা টিউবওয়েলে প্রাপ্তদের নাম, ঠিকানাসহ তালিকা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী স্বাক্ষর, সীল ও প্রত্যয়নসহ সরবরাহের জন্য সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাটুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
পিতা-মৃত জালাল উদ্দীন সরকার
দরগা রোড (আবুল মেডিকেল হল)
পোঃ+থানা+জেলা-সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আতিকুল ইসলাম
সহকারী জজ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা জজ কোর্ট, সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৩-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা) ২৫-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ আব্দুস সালেক, জেলা ও দায়রা জজ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জজ কোর্ট সিরাজগঞ্জ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **আমি একজন অসহায়, ভূমিহীন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফরহাদ হোসেন আমার মেয়ে মোছাঃ সুরভী সরকার (স্বর্না) যাহার রোল নং-২৭১২, জারীকারক পদে পরীক্ষায় উত্তীর্ন হইয়াছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ন হওয়ায় প্রবেশ পত্রে মাননীয় সংসদ সদস্য, সিরাজগঞ্জ ও মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়ের জোর সুপারিশ আছে। মাননীয় সংসদ সদস্য আইন সচিব মহোদয়কে বর্নিত প্রবেশ পত্রে নিয়োগ দেওয়ার জন্য জানিয়েছিলেন এবং আমি আমার অসহায়তা কথা বর্নিত প্রবেশ পত্রের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়কে চাকুরীটি পাওয়ার আশায় একাধিকবার করুণ কণ্ঠে জানিয়েছিলাম। পরীক্ষার নির্বাচন কমিটিকেও মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নপর্বে অসহায়তার কথা আমার মেয়ে জানিয়েছিল। ইহা সত্ত্বেও আমার মেয়ের মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকুরী হয় নাই। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কতজন যাদের চাকুরী হইয়াছে আমি তাদের নাম ঠিকানা বিস্তারিত জানতে চাই। অদ্যাবধি কাজে যোগদানপত্র প্রকাশ করা হয় নাই। অসহায় পরিবারকে বাঁচানোর লক্ষ্যে ও বর্নিত অসহায়জনিত কারণে মাননীয় জেলা জজ মহোদয় সমীপে আমার মেয়ের চাকুরী চাইয়া বিনীত প্রার্থনা করিতেছি।**

০২। উল্লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে মোঃ আব্দুস সালেক, জেলা ও দায়রা জজ, সিরাজগঞ্জ ১৬-০৯-২০১৪ তারিখে জেজ/সিরাজ/২০৮/১৪ নং স্মারকে জানান যে মহামান্য আদালতের স্থিতাবস্থা আদেশের কারণে জারিকারক পদের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হওয়ায় এতদ্‌বিষয়ে চাহিত তথ্য জানানো সম্ভব হচ্ছে না। এর পরও ১৮-০৯-২০১৪ ও ২৮-০৯-২০১৪ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জজ কোর্ট সিরাজগঞ্জ বরাবরে দুটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যথাক্রমে ২৪-০৯-২০১৪ তারিখে জেজ/সিরাজ/২১৫/১৪ নং ও ০৯-১০-২০১৪ তারিখে জেজ/সিরাজ/২৩৫ (২)/১৪ নং স্মারকে তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেন।
প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই ১৬-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে সাবেক জেলা জজের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ০২-১০-২০১৪ তারিখে নতুন ০৮ (আট) জন প্রার্থীকে জারীকারক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, অথচ তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৫-০১-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। প্রতিপক্ষ গরহাজির থাকায় ১৭-০২-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। প্রতিপক্ষ গরহাজির থাকায় ১৮-০৩-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। ইতোমধ্যে শেখ মোঃ নাসিরুর হক, জেলা জজ(ভারপ্রাপ্ত), সিরাজগঞ্জ ২৫-০১-২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত পত্রে জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, সহকারী জজ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় মর্মে কমিশন অবহিত করেন এবং পত্রটি কমিশন কর্তৃক ০৩-০২-২০১৫ তারিখে গৃহীত হয়। এপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৭। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা) হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব আতিকুল ইসলাম, সহকারী জজ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা জজ কোর্ট, সিরাজগঞ্জ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জেলা ও দায়রা জজ এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তিনি জানান যে, মহামান্য আদালতের স্থিতাবস্থা আদেশের কারণে জারিকারক পদের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হওয়ায় এতদ্‌বিষয়ে চাহিত তথ্য জানানো সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু জারিকারক পদে কয়েকজনকে নিয়োগ দেয়া হয় এবং নিয়োগের ফলাফল নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছিল।

০৮। প্রতিপক্ষ সহকারী জজ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা জজ কোর্ট, সিরাজগঞ্জ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর আবেদন না করে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ বরাবর আবেদন করেছেন এবং আপীল আবেদন না করেই কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। সার্ভিস রুল অনুযায়ী ৫০% কোটায় পিয়ন হতে জারীকারক পদে পদন্নোতির জন্য বিদ্যমান কর্মচারীগণ মহামান্য আদালতে রিট মামলা দায়ের করেছেন। অবশিষ্ট ৫০% এর মধ্য হতে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দিতে পারবেন মর্মে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ রয়েছে বিধায় ১৭ জনের মধ্যে ০৮ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কোন নিয়োগ দেয়া হয়নি। আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেননি।

০৯। জেলা জজের কার্যালয়ে পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না দেয়ায় জেলা জজ বরাবর অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সঠিক ছিল এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা না হলে সরাসরি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার বিধান রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আইন জারীর ৬০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান না করা আইনের লংঘন। অভিযোগকারী নিয়োগপ্রাপ্ত যে ০৮ জনের তথ্য চাচ্ছেন তা নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়ায় তা প্রকাশযোগ্য তথ্য এবং এবিষয়ে আদালতে কোন মামলা নেই। কাজেই তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহে কোন বাধা নেই মর্মে কমিশন উল্লেখ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেননি। অভিযোগকারী নিয়োগপ্রাপ্ত ০৮ জনের তথ্য চাচ্ছেন তা নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়ায় তা প্রকাশযোগ্য তথ্য এবং এ বিষয়ে আদালতে মামলা নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৯-০৩-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য সহকারী জজ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা জজ কোর্ট, সিরাজগঞ্জ-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
পিতা-উৎপল রায়
প্রথম আলো সাভার কার্যালয়
৫১/এ সাভার বাজার রোড
উপজেলা-সাভার
জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মীর মোশাররফ হোসেন
পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রসেসিং সেকশন
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় ২০-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মহাপরিচালকের কার্যালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ছোট বলিমেহের মৌজার ১৭০ নম্বর জেএল এবং তিন নম্বর খতিয়ানের ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫ ও ১৮৬ নম্বর দাগে তৎকালীন জল ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বর্তমানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নামে কোন জমি আছে কিনা?**
২. **জমি থাকলে তা কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নামে ইজারা দেওয়া হয়েছে কিনা? ইজারা দেওয়া হয়ে থাকলে সেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নামসহ ইজারার শর্ত।**
৩. **হুকুম দখল হয়ে থাকলে হুকুম দখল কেস নম্বর এবং হুকুম দখলের তারিখসহ যে প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে হুকুম দখল করা হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম।**
৪. **হুকুম দখল বা ইজারা প্রদান করা হয়ে না থাকলে জমির সর্বশেষ বাস্তব অবস্থা কী তার বিস্তারিত সরেজমিন প্রতিবেদন।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-১০-২০১৪ তারিখে সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৩-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মীর মোশাররফ হোসেন, পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রসেসিং সেকশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা এবং তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ সৈয়দ আলম (টিপু) হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না

পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তথ্য কমিশনের সমন জারীর পর গতকাল ডাকযোগে প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ১, ২ ও ৩ নং ক্রমিকের তথ্য পেয়েছেন কিন্তু ৪ নং ক্রমিকের তথ্য প্রাপ্ত হননি।

০৫। প্রতিপক্ষ পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। অভিযোগকারী আপীল আবেদন করার পর তার যাচিত তথ্যের বিষয়টি জানতে পেরে অভিযোগকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ভূমি রাজস্ব পরিদপ্তরকে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ভূমি রাজস্ব পরিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পাউবোর প্রায় ২০ বিঘা সম্পত্তি রয়েছে। এল এ কেস ৪১/৫৬-৫৭ অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়। সেই অনুযায়ী জমির মালিকানা পাউবোর। ভূমি হুকুমদখলকৃত কিছু সম্পত্তি অব্যবহৃত থাকলে তা বেদখল হওয়ার সম্ভবনা থাকে। সরকারী জমিতে অবৈধ দখলদার রয়েছে বলা আইনসম্মত নয়। যার ফলে এ বিষয়ে লিখিত দেয়া সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারী যদি অবৈধ দখলকারীদের নামের তালিকা সরবরাহ করেন তবে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হত। অবৈধ দলখদার থাকলে তাদের তালিকা তৈরী করার দায়িত্ব অভিযোগকারীর নয়, বরং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেই তালিকা তৈরী করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) একমত পোষণ করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী ৪ নং ক্রমিকের তথ্য ব্যাতিরেকে অবশিষ্ট তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পাউবোর ২০ বিঘা জমির অবৈধ দখলকারীদের নামের তালিকা সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উচ্ছেদ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। ২১-০১-২০১৫ তারিখের মধ্যে অবৈধ দখলদারদের নামের তালিকা সংগ্রহ করে উচ্ছেদ আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক যাচিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রসেসিং সেকশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মতিউর রহমান
পিতা-মোঃ নুরুল ইসলাম
গ্রাম-১ নং কলমা
পোষ্ট-ডেইরী ফার্ম, থানা-সাভার
জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ডাঃ এ,এম শাহ্‌রিয়ার তৌফিক
ডেইরী ইকনোমিস্ট
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার
সাভার, ঢাকা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>।

<u>(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১৪ ইং)</u>

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মতিউর রহমান ২১-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) (ক) সাভার কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামারের অধীনে সর্বমোট কত একর জমি আছে? তার মধ্যে কৃষি খাতের জন্য কত একর জমি আবাদ করা হয়?
(খ) ২০১৩-২০১৪ সনে কৃষি খাতের উপর কত টাকা বরাদ্দ ছিল। এ সকল টাকা ব্যয় করণের খাতওয়ারী হিসাব বা বর্ননা।
(গ) কৃষিখাতের জন্য যেসকল মালামাল ক্রয় করা হয়েছে তাহার পৃথক পৃথক বর্ননা ও মালামালের বর্তমান অবস্থা। ক্রয়কৃত মালামালের বিলের অবিকল ফটোকপি।
(ঘ) মজুরি ক্রিত শ্রমিকদের প্রতিদিনের মজুরি কত? প্রত্যেক শ্রমিকদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানাসহ যোগাযোগের সহজ মাধ্যম।
(ঙ) বর্তমানে অবশিষ্ট টাকার পরিমান কত?

২) (ক) কি কি ধরনের সুবিধা দেখিয়ে গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট প্রজেক্ট পাশ করানো হয়। ঐ চিঠির অবিকল ফটোকপি। গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ প্লান্ট তৈরী করণের সর্বমোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে? এসকল টাকার খাতওয়ারী হিসাব ও ক্রয়কৃত মালামালের বিলের অবিকল ফটোকপি।
(খ) ঐ প্লান্ট থেকে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে? এই বিদ্যুৎ কোন কোন খাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে?
(গ) গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ প্লান্টের বর্তমান অবস্থা, লিখিত চাই।

৩) গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামারের ১ এপ্রিল ২০১৪ মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের অবিকল ফটোকপি।

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ডাঃ এ. এম. শাহ্‌রিয়ার তৌফিক, তথ্য কর্মকর্তা ২০-১০-২০১৪ তারিখে ১৩৬৪ নং স্মারকে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্য বিভ্রান্তিকর বলে অভিযোগকারী ২৮-১০-২০১৪ তারিখে মহা-পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৩-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ মতিউর রহমান হাজির। প্রতিপক্ষ ডাঃ এ,এম শাহ্‌রিয়ার তৌফিক, ডেইরী ইকনোমিস্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কিছু বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সরবরাহ করেন। পরবর্তীতে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ ডেইরী ইকনোমিস্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ১(গ) এ উল্লেখিত বিল ভাউচার কোন তথ্য না হওয়ায় তা প্রদান করা হয়নি। ১(ঘ) ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন হওয়ায় নিয়োগকৃত শ্রমিকের নাম ও তালিকা দেয়া সম্ভব হয়নি। ২(ক) ক্রমিকের তথ্য তার নিকট না থাকায় সরবরাহ করতে পারেননি। বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট প্রজেক্ট তৎকালীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োজিত একজন কর্মসূচী সমন্বয়কারী পরিচালকের অধীনে বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বাস্তবায়ন করে। উল্লেখ্য কর্মসূচী সমন্বয়কারী বর্তমানে উপপরিচালক হিসেবে বরিশাল বিভাগে কর্মরত আছেন।

০৬। ১(ঘ) নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে কোন সালের তথ্য চাচ্ছেন? কমিশন কর্তৃক এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী জানান ২০১৩-২০১৪ সালের তথ্য চাচ্ছেন। এর প্রেক্ষিতে ১(ঘ) নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা অভিযোগকারীকে দিতে হবে যেন তিনি সেখান হতে তার প্রার্থীত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এবং ২(ক) নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে অফিসিয়াল রেকর্ড পর্যালোচনাপূর্বক তথ্য সংরক্ষিত থাকলে সে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। সংরক্ষিত না থাকলে যার কাছে তথ্য রয়েছে তার বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে জানিয়ে দিবেন। এতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী ১(ঘ) ও ২(ক) এর তথ্য ব্যাতিরেকে অবশিষ্ট তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত ১(ঘ) ও ২(ক) ক্রমিকের তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৭-০১-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ১(ঘ) ও ২(ক) ক্রমিকের তথ্য ৬ নং ক্রমিকের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের জন্য ডেইরী ইকনোমিস্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতা-মরহুম মৌঃ সফিউদ্দিন
ই-৩৪, র‌্যাব-২এর পাশে
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার
সহকারী পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ০৮-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার, সহকারী পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **মানিকগঞ্জ জেলাধীন ঘিওর উপজেলার ফুলহারা আঞ্চলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা বরাবরে জনাব মোঃ নবুয়াত আলীর দাখিলকৃত আবেদনের (কপি সংযুক্ত) প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের তথ্যাদি।**
২. **উক্ত আবেদনে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এ.এম.নাঈমুর রহমান, মানিকগঞ্জ ১ এর সুপারিশ থাকার পরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্বের কারণ সংক্রান্ত তথ্যাদি।**
৩. **বর্ণিত আবেদনে বর্ণিত অভিযুক্তদের শিক্ষাগত যোগ্যতার জাল সনদ, নিবন্ধন সনদ জাল এবং অবৈধ নিয়োগ প্রমাণিত হওয়ার পরও কেন তাদের এমপিওভূক্তি বাতিল করা হয়নি, এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্যাদি। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি।**
৪. **কবির খান নিয়োগ কমিটির ভূয়া সভাপতি সেজে প্রধান শিক্ষকসহ একই সময়ে ০৮ জন শিক্ষক, ০১ জন এমএলএসএস, ০১ জন লাইব্রেরিয়ানকে অবৈধভাবে নিয়োগ প্রদান করার পাশাপাশি অবৈধভাবে এমপিও ভূক্ত করার বিষয়টি প্রমাণ হওয়ার পরও তাদের অবৈধ এমপিওভূক্তি বাতিল না করার কারণ সংক্রান্ত তথ্যাদি।**
৫. **কবির খান ও জাবের খান মাদক পাচার, মজুদ ও সেবনকারী হিসেবে সাজা প্রাপ্ত হওয়ার পরও (কপি সংযুক্ত) কিভাবে অভিভাবক কমিটির সভাপতি ও সদস্য পদে বহাল থাকে সে সকল তথ্যাদি। তার নির্বাচন প্রক্রিয়াটি বিধি সম্মত ছিল না মর্মে বিদ্যালয় পরিদর্শক জানান (কপি সংযুক্ত)।**
৬. **বর্ণিত বিতর্কিত নিয়োগ কমিটির বৈধ কাগজপত্র ও তথ্যাদি।**
৭. **উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শিল্পী আক্তার এর ১২ বছরের অভিজ্ঞতার সনদপত্র, নিয়োগপত্র ও কাজে যোগদান পত্রের সত্যায়িত কপি।**
৮. **গত ০৩ অর্থবছরের উক্ত বিদ্যালয় মনিটরিং রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি।**
৯. **উক্ত বিদ্যালয়ের সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-১১-২০১৪ তারিখে সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৬-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন হাজির। জনাব এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার, সহকারী পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ সহকারী পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সমন পাবার পর অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে জানতে পেরে তার যাচিত তথ্য প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে এসেছেন। ১ নং ক্রমিকের তথ্যের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে মামলা রয়েছে বিধায় সে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। ১ নং ক্রমিকের তথ্য ব্যতিত অবশিষ্ট ৮ টি ক্রমিকের ১২০ পৃষ্ঠা তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি বিধায় যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। ১ নং ক্রমিকের তথ্যের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে মামলা থাকায় তা সরবরাহ করা সম্ভব নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত অবশিষ্ট ৮ টি ক্রমিকের ১২০ পৃষ্ঠা তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-০১-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত (২-৮) নং ক্রমিকের তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য সহকারী পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব এ এস এম আলমগীর
পিতা-একেএম শাহজাহান
পুরাতুন বাজার, উপজেলা-বিরামপুর
জেলা-দিনাজপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৫-০১-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব এ এস এম আলমগীর ০৮-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **নবাবগঞ্জ উপজেলায় কয়টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে? কয়টিতে দপ্তরী কাম প্রহরী নিয়োগ হয়েছে? কোন তারিখে কোথায় কোন বিদ্যালয়ের নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছে? নিয়োগকালীন সময়ে উপজেলা শিক্ষা কমিটি ও বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনা কমিটির মেয়াদ ও বৈধতা ছিলো কিনা? নবাবগঞ্জ শিক্ষা কার্যালয়সূত্রে দেওয়া মৌখিক তথ্য অনুযায়ী উপজেলা শিক্ষা কমিটির মূল রেজুলেশন খাতা বাদ দিয়ে অন্য যে রেজুলেশন খাতা তৈরী করা হয়েছিলো সেই রেজুলেশন খাতায় এবং মূল রেজুলেশন খাতায় গত বছর ২৩ তারিখের রেজুলেশনের ফটোকপি। মূল রেজুলেশন খাতার সর্বশেষ রেজুলেশনের ফটোকপি। নিয়োগ পরিক্ষায় উত্তীর্নদের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিতের জন্য স্থানীয় সাংসদ যে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ফটোকপি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্নদের নিয়োগ অনুমোদন দিয়েছেন কিনা? ইউএনও এর নিয়োগ অনুমোদন ছাড়া বিদ্যালয়গুলো দপ্তরী কাম প্রহরী নিয়োগ দিয়েছে কিনা? এ বিষয়ে নিয়োগ দেওয়া বিদ্যালয়গুলোর প্রধানের কাছ থেকে আপনি লিখিত কোন জবাব চেয়েছেন কিনা? জবাব দিয়ে থাকলে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দেওয়া জবাবের ফটোকপি। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব পালনে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাকে তৎকালীন শিক্ষা কর্মকর্তা হিটলারুজ্জামানের লিখিত কোন নির্দেশনা ছিলো কিনা? সে সময়ে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা সে ছিলেন?**
- **পূর্বের শিক্ষা কর্মকর্তা হিটলারুজ্জামান কত সালে নবাবগঞ্জে যোগদান করেন? কোন সালের কোন তারিখ পর্যন্ত নবাবগঞ্জে দায়িত্ব পালরন করেন? ওই সময়ে SLIP প্রোগ্রমের অধীনে কোন বিদ্যালয়ে কত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিলো? শিক্ষা উপকরণ বাবদ কোন বিদ্যালয়ে কত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিলো? টুকিটাকি মেরামতের জন্য কোন বিদ্যালয়ে কত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিলো? SLIP শিক্ষ উপকরণ ক্রয় ও টুকিটাকি কাজের বিপরীতে বিদ্যালয়ের প্রধানদের দেওয়া ভাউচারের ফটোকপি। ওই সময় বিদ্যালয়গুলোতে নেওয়া সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফিকত ছিলো? প্রতিটি প্রশ্ন পত্রের মূল্য কত ধরা হয়েছিলো? ওই সময়ে কয়জন শিক্ষক কোন বিদ্যালয় থেকে কোন বিধি অনুযায়ী কোন বিদ্যালয়ে বদলী হয়েছেন? তাদেও নাম ঠিকানা ও মুঠোফোন নম্বর।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-১০-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ একরামুল হক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), দিনাজপুর বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৫-০১-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য তথ্য কমিশনে আবেদন প্রেরণ করে গরহাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর অভিযোগ নিষ্পত্তির আবেদন প্রেরণপূর্বক গরহাজির।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী অভিযোগটি নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ১৫৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব খালিদ হোসেন
পিতা- মোঃ সিরাজ
নাগরিক উদ্যোগ
৮/১৪, ব্লক-বি
লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন
যুগ্মসচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৫-০১-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব খালিদ হোসেন ১১-০৮-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

৪. **বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকার ক্যাম্পে বসবাসকারী উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বিষয়ক কপি।**

৫. **বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকার ক্যাম্পে বসবাসকারী উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার কপি।**

৬. **সম্প্রতি ময়মনসিংহ, খুলনা এবং সৈয়দপুর ক্যাম্পে বসবাসকারী উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। যে আদেশ মোতাবেক তাদেও পাসপোর্ট প্রদান করা হয়েছে সে আদেশের কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-১০-২০১৪ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০১-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৫-০১-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব খালিদ হোসেন হাজির। প্রতিপক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অনুবিভাগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগকারী আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি ২২-০১-২০১৫ তার যাচিত তথ্য পেয়েছেন এবং প্রাপ্ত তথ্যে তিনি সন্তুষ্ট।

০৬। প্রতিপক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অনুবিভাগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন। অভিযোগকারী তার যাচিত তথ্য পেয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিতভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, অভিযোগকারী তার যাচিত তথ্য পেয়েছেন এবং প্রাপ্ত তথ্যে তিনি সন্তুষ্ট, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ১৫৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম লিংকন
পিতা-মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া
৬২/৩/বি, দক্ষিন মুগদাপাড়া
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নজরুল ইসলাম মিশা
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৫-০১-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম লিংকন ০১-১২-২০১৪ তার দাখিলকৃত ৮৭/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৮৭/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে গুরুতর অপরাধী বিবেচনায় অর্থ দন্ডে দন্ডিত করার পাশাপাশি তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দিলেও সকল তথ্য সরবরাহ না করে পুনারায় তথ্য কমিশনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাকে হয়রানী ও ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন। সরবরাহকৃত তথ্যের বিভিন্ন অসংগতি উল্লেখপূর্বক পরিপূর্ণ তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৫-০১-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম লিংকন তার বিল ও প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়ে অভিযোগ প্রত্যাহারপূর্বক নিষ্পত্তির জন্য তথ্য কমিশনে আবেদন প্রেরণ করে গরহাজির। প্রতিপক্ষ বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা গরহাজির।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী অভিযোগটি প্রত্যাহারপূর্বক নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন বিধায় অভিযোগকারীর অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

যেহেতু, বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগটি প্রত্যাহারপূর্বক নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতা-মরহুম মৌঃ সফিউদ্দিন
ই-৩৪, র‍্যাব-২এর পাশে
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার
নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ১২-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব আব্দুস সালাম, নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রজেক্ট মনিটরিং এ্যান্ড রেগুলেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **জনাব এ.কে.এম. শাজাহান কমাল, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৭৬, লক্ষীপুর-৩ এর গত ০৩-১৬-২০১৪ তারিখের লিখিত ডি.ও. পত্রের আলোকে তাঁর নির্বাচনী এলাকার উল্লেখিত সড়কটি ডিপিপিভূক্ত করে কার্পেটিং করার বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-১১-২০১৪ তারিখে সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৩-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব জনাব আব্দুস সাত্তার, নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাননি। অভিযোগকারীর পূর্বে দাখিলকৃত ২০-০২-২০১৪ তারিখের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অনুযায়ী ২৫-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সমনের সাথে প্রদত্ত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন আর পূর্বে অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন একই হওয়ায় অভিযোগকারীকে আর কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সমনের সাথে প্রাপ্ত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তিনি তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী জানান পূর্বের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও বর্তমান তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এক নয়। বর্তমান সংসদ সদস্যের সুপারিশের ভিত্তিতে সড়কের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য জানতে চাচ্ছেন।

০৭। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়ে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ৭ দিনের মধ্যে যাচিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। কমিশনের সমন পাবার পর আবেদন সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-০১-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।
২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।
৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ
পিতা-মৃত দ্বারাজ উদ্দিন
গ্রাম-ইটাখোলা স্কুল পাড়া
পোষ্ট-কানিয়াল খাতা
উপজেলা ও জেলা- নীলফামারী।

প্রতিপক্ষ ঃ ব্যবস্থাপক
সোনালী ব্যাংক লিঃ
নীলফামারী শাখা
নীলফামারী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ ০৪-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগকারী নীলফামারী সোনালী ব্যাংক শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না করায় তার প্রার্থীত তথ্য পাচ্ছেন না মর্মে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়ে অভিযোগ প্রত্যাহারপূর্বক নিষ্পত্তির জন্য তথ্য কমিশনে আবেদন প্রেরণ করে গরহাজির। প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ,নীলফামারী শাখা, নীলফামারী নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর নাম, পদবী ও ঠিকানা প্রেরণপূর্বক গরহাজির।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, নীলফামারী শাখা, নীলফামারী অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগটি প্রত্যাহারপূর্বক নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন বিধায় অভিযোগকারী অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, নীলফামারী শাখা, নীলফামারী অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগটি প্রত্যাহারপূর্বক নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬১/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ মিসেস নাজমা খাতুন পুস্পিতা
পিতা-মোঃ রহম আলী
স্টাফ রিপোর্টার,
দৈনিক সরেজমিন বার্তা
৭৫ সিদ্ধেস্বরী সার্কুলার রোড
মালিবাগ, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। জনাব মোঃ গোলাম রহমান
পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
ঢাকা।
২। জনাব মোঃ আবদুস সালাম
পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ)
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী মিসেস নাজমা খাতুন পুস্পিতা ১০-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মেজর মোহাম্মদ জিহাদুল ইসলাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **Attested copies of Freedom Fighter Sanad and all Documents Submitted by Mr. M. Abdus Salam (Director, Administration and Finance), Fire Service and Civil Defence HeadQuarter, Dhaka in Support of his being Freedom Fighter.**

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ০৩-০৭-২০১৪ তারিখে মপদ/এফএসসিডি/তথ্য/৮০১৭/১(৪) নং স্মারকের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে না পারায় অভিযোগকারী ১৩-০৭-২০১৪ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৭-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মিসেস নাজমা খাতুন পুস্পিতা হাজির। প্রতিপক্ষ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ গোলাম রহমান এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ) জনাব মোঃ আবদুস সালাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি গতকাল যোগদান করেছেন। তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রেরণ করেছেন। মন্ত্রণালয় থেকে অভিযোগকারীকে কি তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা তিনি জানেন না।

০৬। পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হলে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার চ ও জ বিধিমতে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক না হওয়ায় তা প্রদান করা হয়নি। পত্রিকায় তার বিষয়ে ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রিপোর্ট করা হয়। এটির বিষয়ে প্রতিবাদ প্রেরণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ হতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ গেজেটে (১৪১ নং ক্রমিকে) এবং মুক্তিবার্তায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার নাম রয়েছে। সর্বশেষ এন এস আই তদন্ত করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট দিয়েছে, এখন চূড়ান্ত ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। তার কাছে সংরক্ষিত পূর্বের সকল সার্টিফিকেট ও কাগজপত্র সাথে নিয়ে এসেছেন এবং তিনি তা প্রদান করতে পারবেন। এ তথ্য প্রদানে তার কোন আপত্তি নেই।

০৭। বর্তমানে যে সকল সার্টিফিকেট ও কাগজপত্র সংরক্ষিত রয়েছে তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহ করার কথা কমিশন উল্লেখ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ) এর কাছে সংরক্ষিত তার সকল সার্টিফিকেট ও কাগজপত্র প্রদানে আপত্তি না থাকায় এবং কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-০১-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবু রায়হান
পিতা-মোঃ ইদ্রিস আলী
প্রযত্নে-মোঃ মামুন
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব দিলীপ কুমার ভদ্র
পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-১২-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আবু রায়হান ১৯-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মহাপরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পরিসংখ্যান ভবন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

জনবল নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১২/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৫২.০১.০০০০.১০৪.১১.২০৬.১২-৫১৬১ স্মারক পত্রের আলোকে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ পেতে চাই-

১। পরিসংখ্যান সহকারী (এসএ) পদে মোট কতজন প্রার্থী চাকরির জন্য আবেদন করে ?
২। পরিসংখ্যান সহকারী (এসএ) পদে নিয়োগের জন্য ১৪/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় মোট কতজন প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।
৩। পরিসংখ্যান সহকারী (এসএ) পদে নিয়োগের জন্য ১৪/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় মোট কতজন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।
৪। পরিসংখ্যান সহকারী (এসএ) পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে হতে সর্বোনিম্ন নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর কত ?
৫। পরিসংখ্যান সহকারী (এসএ) পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে হতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর কত ?
৬। যে প্রশ্নপত্র দিয়ে পরিসংখ্যান সহকারী (এসএ) পদের নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া হয় তার প্রত্যেকটি সেট এবং উক্ত প্রশ্নপত্র মূল্যায়ণের উত্তরপত্রের প্রত্যেকটির সেট এক কপি পেতে চাই।
৭। ১৪/০২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিসংখ্যান সহকারী (এসএ) পদে অংশগ্রহণকারী ৭১৯৮৫ রোল নম্বরের পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৯-১১-২০১৪ তারিখে জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ভবন, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৮-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আবু রায়হান হাজির। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব দিলীপ কুমার ভদ্র হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি তবে অভিযোগকারী আপীল আবেদন করার পর এ বিষয়ে জানতে পেরেছেন। আইবিএ এর নিকট পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য থাকায় এবং আবেদনকালীন সময়ে ভাইভা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ক্রমিক নং ১, ২, ৩ এর তথ্য প্রদান করা যেত কিন্তু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আংশিক তথ্য প্রদান করা যায় এটা জানা ছিল না।

০৬। ক্রমিক নং ১, ২, ৩ এর তথ্য প্রদান করতে হবে এবং চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে হবে মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, আবেদনকালীন সময়ে ভাইভা পরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য আইবিএ এর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া আংশিক তথ্য প্রদানের বিষয়ে ধারনা না থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সে তথ্য প্রদান করেননি। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত ক্রমিক নং ১, ২, ৩ এর তথ্য ১২-০১-২০১৫ তারিখের মধ্যে এবং চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-০১-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত ক্রমিক নং ১, ২, ৩ এর তথ্য সরবরাহ করার জন্য এবং চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট তথ্য সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬৩/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান
পিতা-মোঃ আফজাল হোসেন
গ্রাম-চরিয়া শিকার
পোষ্ট-হাটিকুমরুল
উপজেলা-উল্লাপাড়া
জেলা-সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোহাম্মদ শামীম আলম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-০২-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ২৪-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/অফিস প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **(ক) উল্লাপাড়া উপজেলার ইউনিয়ন ভিত্তিক জুলাই/১১ হইতে জুন/১৪ পর্যন্ত উপজেলা কার্যালয় হইতে ১% এর কত টাকা বারদ্দ হয়েছে। (প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য আলাদা আলাদাভাবে), (খ) বরাদ্দকৃত টাকা কি কি উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হয়েছে। তার মাস্টার রোল/ভাউচারের কপিসহ। (গ) ১% এর টাকা উন্নয়ন কাজে ব্যয় করার নীতিমালা/পরিপত্র। (ঘ) ১% এর টাকা ব্যয়ের ইউনিয়ন ভিত্তিক রেজুলেশন এর কপি। (ঙ) জুলাই/১১ হইতে জুন/১৩ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত ১% এর প্রাপ্ত টাকা ব্যয়ের অডিটের কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৫-১১-২০১৪ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধান ও আপীল কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৯-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ৩১-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৫-০১-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৭-০২-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য তথ্য কমিশনে আবেদন প্রেরণ করে গরহাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোহাম্মদ শামীম আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করে তার কপি প্রেরণপূর্বক গরহাজির।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, জনাব মোহাম্মদ শামীম আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী অভিযোগটি প্রত্যাহার করে নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শামীম আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগটি প্রত্যাহার করে নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো এবং সরবরাহকৃত তথ্যের ফটোকপি পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে প্রেরণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬৪/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব আহমেদ সাঈদ বুলবুল
পিতা-ফারাজী শাহাদাৎ হোসেন
৬১, লোন অফিস পাড়া
যশোর।

প্রতিপক্ষ ঃ সিভিল সার্জন
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সিভিল সার্জনের কার্যালয়
যশোর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০১-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আহমেদ সাঈদ বুলবুল ০৭-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ডা. আতিকুর রহমান খান, সিভিল সার্জন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সিভিল সার্জনের কার্যালয়, যশোর বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **(ক) ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সিএজি অফিস, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় ও ডিপার্টমেন্টাল অডিট রিপোর্টসমূহ এবং তার আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-১১-২০১৪ তারিখে ডা. মামুন পারভেজ, পরিচালক (স্বাস্থ্য) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়, খুলনা বিভাগ, খুলনা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ৩১-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০১-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আহমেদ সাঈদ বুলবুল সময়ের আবেদন প্রেরণ করে গরহাজির। প্রতিপক্ষ ডা. আতিকুর রহমান খান, সিভিল সার্জন (প্রাক্তন), সিভিল সার্জনের কার্যালয়, যশোর হাজির। সিভিল সার্জন (প্রাক্তন) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি বর্তমানে (পিআরএল) এ রয়েছেন। তার নামে সমন জারি হওয়ায় শুনানীতে হাজির হয়েছেন। তিনি দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এবং অডিটের তথ্য প্রদান করা হলে পরবর্তীতে সমস্যা হতে পারে বিবেচনায় তথ্য প্রদান করা হয়নি।

০৫। অডিট অবজারভেশনসহ জবাব প্রদান করা হয়েছে কিনা কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রতিপক্ষ জানান অবজারভেশনসহ জবাব প্রদান করা হয়েছে। অডিট অবজারভেশনসহ জবাবের তথ্য অভিযোগকারীকে প্রদানের জন্য কমিশন উল্লেখ করলে প্রতিপক্ষ তাতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এবং অডিটের তথ্য প্রদান করা হলে পরবর্তীতে সমস্যা হতে পারে বিবেচনায় তথ্য প্রদান করা হয়নি। অবজারভেশনসহ জবাব প্রদানের বিষয়ে প্রাক্তন সিভিল সার্জন অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমান সিভিল সার্জন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৪-০২-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য সিভিল সার্জন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সিভিল সার্জনের কার্যালয়, যশোর-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ১৬৫/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ছাদেক উল্লাহ ছিদ্দিকী
পিতা-ডা. নুরুল আমিন
ওয়ার্ড নং-৭
মহেষখালী পৌরসভা
কক্সবাজার।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আশীষ চিরান
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
মহেষখালী, কক্সবাজার।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০১-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ছাদেক উল্লাহ ছিদ্দিকী ১২-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে আশীষ চিরান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, মহেষখালী, কক্সবাজার বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **জানুয়ারী ২০১৩ হইতে এপ্রিল ২০১৪ ইং পর্যন্ত রস্ক প্রকল্পের অধীন আনন্দ স্কুলের উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদের বিতরনকৃত তালিকা (প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট সীট অনুযায়ী)।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-১১-২০১৪ তারিখে জনাব আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা প্রথামিক শিক্ষা অফিস, কক্সবাজার বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ৩১-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০১-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ছাদেক উল্লাহ ছিদ্দিকী হাজির। প্রতিপক্ষ আশীষ চিরান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, মহেষখালী, কক্সবাজার হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, মহেষখালী, কক্সবাজার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আবেদনকালীন সময়ে মহেশখালী উপজেলায় তিনি নতুন যোগদান করেছেন। আনন্দ স্কুল বা রস্ক প্রকল্প সম্পর্কে তার পূর্ব কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। পরবর্তীতে তার অফিসের উচ্চমান সহকারী এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট হতে জানতে পারেন যে, রস্ক প্রকল্পের অধীনে আনন্দ স্কুলের যাবতীয় কার্যক্রম ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর (টিসি) সম্পাদন করেন এবং আর্থিক বিষয়াদি সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। টিসি সরাসরি প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। শিক্ষা অফিসে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য না থাকায় টিসি বরাবরে তথ্যটি সংরক্ষিত থাকলে তা প্রদানের জন্য তিনি পত্র প্রেরণ করেন। টিসি মৌখিকভাবে জানান যে, আনন্দ স্কুলের উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিতরনকৃত তালিকা তার কাছে নেই।

কিন্তু অবিতরনকৃত তালিকা তার কাছে রয়েছে। উপবৃত্তি বিতরনকৃত তালিকায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের উপবৃত্তি প্রাপ্তিস্বীকারমূলক স্বাক্ষর বা টিপসই থাকে এবং এটি শুধুমাত্র সোনালী ব্যাংকেই সংরক্ষণ করে থাকে। পরবর্তীতে আবেদনকারীকে সোনালী ব্যাংকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য বলা হয়েছে।

০৬। সোনালী ব্যাংকে সংরক্ষিত তালিকার একটি কপি টিসি এর নিকট সংরক্ষিত থাকার কথা এবং উক্ত তালিকার কপি টিসি এর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে সরবরাহের কথা কমিশন উল্লেখ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট না থাকায় তা সরবরাহ করতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক তৃতীয়পক্ষ (টিসি) এর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৪-০২-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সংগ্রহপূর্বক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, মহেষখালী, কক্সবাজার-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬৬/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব ছাদেক উল্লাহ ছিদ্দিকী
পিতা-ডা. নুরুল আমিন
ওয়ার্ড নং-৭
মহেষখালী পৌরসভা
কক্সবাজার।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ নুরুল আমীন কাতেবী
ব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সোনালী ব্যাংক
মহেষখালী, কক্সবাজার।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০১-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ছাদেক উল্লাহ ছিদ্দিকী ১২-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ নুরুল আমীন কাতেবী, ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সোনালী ব্যাংক, মহেষখালী শাখা, কক্সবাজার বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **জানুয়ারী ২০১৩ হইতে এপ্রিল ২০১৪ ইং পর্যন্ত রস্ক প্রকল্পের অধীন আনন্দ স্কুলের উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদের বিতরনকৃত তালিকা (প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট সীট অনুযায়ী)।**

০২। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-১১-২০১৪ তারিখে জনাব হেলাল উদ্দীন, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সোনালী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, কক্সবাজার বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৫-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ৩১-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০১-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ছাদেক উল্লাহ ছিদ্দিকী হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ নুরুল আমীন কাতেবী, ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সোনালী ব্যাংক, মহেষখালী শাখা, কক্সবাজার হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সোনালী ব্যাংক, মহেষখালী শাখা, কক্সবাজার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন বর্তমানেও তিনি অসুস্থ অবস্থায় কমিশনের ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়েছেন। অভিযোগকারীর যাচিত বাজেটসীট বর্তমানে ভাউচার হিসেবে রয়েছে বিধায় সে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

০৬। উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিতরণকৃত তালিকাটির ফটোকপি অথবা লিখিত প্রদান করতে হবে মর্মে কমিশন উল্লেখ করলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তালিকাটির লিখিত প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অসুস্থ থাকার কারণে এবং বাজেটসীট ভাউচার হিসেবে সংরক্ষিত থাকায় যাচিত তথ্য প্রদান করতে পারেননি। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য লিখিত আকারে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-০২-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সোনালী ব্যাংক, মহেষখালী শাখা, কক্সবাজার-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক
পিতা-মোঃ আজিজুর রহমান
৬৯/১৯, ব্লক-এ
ফারহানা মঞ্জিল
ব্যাংক কলোনী
সাভার, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ডাঃ এ, এম, শাহ্রিয়ার তৌফিক
ডেইরী ইকনোমিস্ট
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার
সাভার, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০১-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক ৩০-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার এর জন্য পাস্তুরাইজ নামক মেশিনটি কত সালে ক্রয় করা হয়েছে? মেশিনটি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ও এর কার্যকারীতার বিস্তারিত বিবরণ।
খ) মেশিনটি ক্রয়ের জন্য কোন পত্রিকায়, কত তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, উক্ত দরপত্রের ফটোকপি।
গ) মেশিনটি সরবরাহকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/ফোন নম্বর উল্লেখসহ একটি তালিকা।
ঘ) মেশিনটির মেয়াদকাল, গুণাগুণ ও সরবরাহকারীর দায়বদ্ধতার উল্লেখসহ বিস্তারিত বিবরণ।
ঙ) মেশিনটি ক্রয়ের পর থেকে মোট কত বার নষ্ট হয়েছে, নষ্টের তারিখ উল্লেখসহ তালিকা। যে সকল প্রতিষ্ঠান মেশিনটি মেরামত করেছে, তাদের নাম ও মোবাইল নম্বর।
চ) মেশিনটি মেরামত করা বাবদ এ পর্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে? সমুদয় খরচের বিল ও ভাউচারের ফটোকপি।

০২। আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ২০-১০-২০১৪ তারিখে ১৩৬৩ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্য আংশিক ও বিভ্রান্তিমূলক বলে অভিযোগকারী ২৮-১০-২০১৪ তারিখে মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামার বাড়ী, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৩-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ৩১-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০১-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক হাজির। প্রতিপক্ষ ডাঃ এ, এম, শাহ্রিয়ার তৌফিক, ডেইরী ইকনোমিস্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগকারী আরো উল্লেখ করেন যে, তার যাচিত ক-ঘ নং ক্রমিকের তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং সে তথ্যে তিনি সন্তুষ্ট কিন্তু ঙ ও চ নং ক্রমিকের প্রদত্ত তথ্যে তিনি অসন্তুষ্ট।

০৫। প্রতিপক্ষ ডেইরী ইকনোমিস্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে ক-ঘ নং ক্রমিকের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু (ঙ) ও (চ) ক্রমিকের তথ্য তার নিকট না থাকায় তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

০৬। ঙ ও চ নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে কোন সন হতে তথ্য চাচ্ছেন এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী জানান ২০১০ সন হতে তথ্য চাচ্ছেন।

০৭। যে দপ্তরে তথ্য রয়েছে তা সংগ্রহপূর্বক এবং মোবাইল নম্বর ও বিল ভাউচার ছাড়া অভিযোগকারীকে অবশিষ্ট তথ্য সরবরাহের কথা কমিশন উল্লেখ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) একমত পোষণ করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী (ঙ) ও (চ) নং ক্রমিকের তথ্য ব্যাতিরেকে অবশিষ্ট তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৯-০২-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগ্রহপূর্বক ০৬ ও ০৭ নং ক্রমিকের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য ডেইরী ইকনোমিস্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬৮/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক
পিতা-মোঃ আজিজুর রহমান
৬৯/১৯, ব্লক-এ, ফারহানা মঞ্জিল
ব্যাংক কলোনী, সাভার, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ সলিমুল্লাহ
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
সাভার, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-০১-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক ০১-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাভার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) সাভার উপজেলায় মোট কতটি সরকারী পুকুর রয়েছে? প্রতিটি পুকুরের জমির পরিমান ও অবস্থান উল্লেখসহ একটি তালিকা।
খ) সরকারী পুকুর ইজারা প্রদানের নিয়ম ও শর্তাবলীর বিবরণ
গ) প্রতিটি পুকুরের ইজারা প্রদানের তারিখ ও মেয়াদকাল উল্লেখসহ একটি তালিকা।
ঘ) প্রতিটি পুকুরের ইজারাদারের নাম, মোবাইল নম্বর উল্লেখসহ একটি তালিকা।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৮-১০-২০১৪ তারিখে মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, রমনা, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৩-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ৩১-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০১-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ সলিমুল্লাহ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাভার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। প্রতিপক্ষ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাভার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার কার্যালয়ে তথ্য না থাকায় ভূমি অফিস হতে পুকুরের তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেন। ২০ একর আয়তনের উর্দ্ধে জলাশয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এবং ২০ একর আয়তনের নিচে জলাশয় সহকারী কমিশনার ভূমি এর কার্যালয় থেকে ইজারা প্রদান করা হয় এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে সংগ্রহ করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র মারফত জানানো হয়।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার কার্যালয়ে তথ্য সংরক্ষিত নেই মর্মে অপারগতার নোটিশ প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিতভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে তথ্য সংরক্ষিত নেই, সেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে কারণসহ অপারগতার নোটিশ প্রদান করবেন।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬৯/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
পিতা-উৎপল রায়
প্রথম আলো সাভার কার্যালয়
৫১/এ সাভার বাজার রোড
উপজেলা-সাভার, জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ ফিরোজ তালুকদার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ধামরাই থানা
ধামরাই, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-০২-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ধামরাই থানা, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **২০১৪ সালে ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা/থানার কোটায় পুলিশের কনস্টেবল পদে যারা নিয়োগ পেয়েছেন এবং ধামরাই থানা থেকে যাদের ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে গ্রাম ও ইউনিয়ন ভিত্তিক তাদের সংখ্যা, নাম, পিতা ও মাতার নামসহ স্থায়ী ও অস্থায়ী পূর্ণ ঠিকানা।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-০৯-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, পুলিশ সুপার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পুলিশ সুপারের কার্যালয়, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ৩১-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০১-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় হাজির। প্রতিপক্ষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ধামরাই থানা, ধামরাই, ঢাকা সময়ের আবেদন প্রেরণ করে গরহাজির। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ১৭-০২-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ ফিরোজ তালুকদার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ধামরাই থানা, ধামরাই, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ধামরাই থানা, ধামরাই, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি জুলাই মাসে যোগদান করেছেন। তিনি কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। কমিশন কর্তৃক সমন পাবার পর এ বিষয়ে জানতে পেরেছেন। পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে থেকে পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তারা পুলিশ সুপার কর্তৃক প্রেরিত তালিকা অনুযায়ী চাকুরী প্রার্থীর ভেরিফিকেশন ফরম পূরণ করে থাকেন। পুলিশ সুপার নিয়োগ দিয়ে থাকেন বিধায় এসকল তথ্য পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। সেখান হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করবেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা।

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পুলিশ সুপারের কার্যালয় হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৩-০৩-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য পুলিশ সুপারের কার্যালয় হতে সংগ্রহপূর্বক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ধামরাই থানা, ধামরাই, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তথ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদানের জন্য পুলিশ সুপার, ঢাকা কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৭০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হক
পিতা-হাজী মোঃ আব্দুল হাকিম
হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড
কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
শেখের বাড়ী, উপজেলা রোড
গাইটাল, কিশোরগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-০২-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হক ২৯-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, শেখের বাড়ী, উপজেলা রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করার সময় ব্যাক্তি মালিকানা বাড়ী বা জমির উপর যে পিলার স্থাপণ করা হয় উক্ত পিলার স্থাপণ বাবদ কোন ক্ষতিপুরণ দেওয়া হয় কিনা? বাড়ী বা জমিতে পিলার স্থাপণের জন্য না দিলে জোরপূর্বক পিলার স্থাপণ করিতে পারে কিনা? বিদ্যুৎ লাইনের ম্যাপ তৈয়ার করার পর অনুমোদন হওয়ার পর পরিবর্তন করা যায় কিনা? নিকলী থানার নানশ্রী গ্রামের বিদ্যুৎ লাইন বাবদ প্রথমে কত তারিখে কতটি পিলার সনুর করা হইয়াছিল? উক্ত (অস্পষ্ট) আদেশের ফটোকপি। এবং দ্বিতীয় বার সনুরকৃত পিলারসমূহ স্থাপন করা হইয়াছে কিনা? পিলার স্থাপন বাবদ ঠিকাদার বিল নিয়াছে কিনা? এবং কত তরিখ নিয়াছে এবং উক্ত পিলারসমূহে তার টানানো হইয়াছে কিনা? হইয়া থাকিলে ঠিকাদার বিল উঠাইয়া নিয়াছে কিনা? এবং কত তারিখে নিয়াছে? এবং সংযোগ লাইন স্থাপন করা হইয়াছে কিনা? এবং মিটার স্থাপন করা হইয়াছে কিনা? স্থাপনকারী বিল নিয়াছে কিনা?**

০২। উক্ত তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি মুকসেদপুর, কিশোরগঞ্জের এ.জি.এম. (এম.এস) (চঃদাঃ) জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম ১৫-১০-২০১৪ তারিখে ২৭.১২.৪৮৪৯. ৫৩৪.০৩.০৩০.১৪/২৯২১ নং স্মারকমূলে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে না পারায় অভিযোগকারী ০২-১১-২০১৪ তারিখে জি. এম. ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি মুকসেদপুর, কিশোরগঞ্জ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ৩১-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ৩১-১২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০১-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হক কোন কারণ ব্যতিরেকে গরহাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, শেখের বাড়ী, উপজেলা রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ হাজির। অভিযোগকারী গরহাজির থাকায় ১৭-০২-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হক কোন কারণ ব্যতিরেকে গরহাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, শেখের বাড়ী, উপজেলা রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ হাজির। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা।

প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। যেহেতু, অভিযোগকারী ইতোমধ্যে পর পর ০২ (দুই) তারিখ শুনানীতে গরহাজির থেকেছেন, সেহেতু, অভিযোগকারী তথ্য পেতে আগ্রহী নন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী অদ্যসহ পর পর ০২ (দুই) তারিখ শুনানীতে গরহাজির থেকেছেন, সেহেতু, অভিযোগকারী তথ্য পেতে আগ্রহী না হওয়ায় অভিযোগটি খারিজ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার